আমার খেয়াল।

শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত

সন ১৯১২ ইংরেজী।

আমার খেয়াল।

শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীযোগেন্দ্রলাল দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম।
চন্দ্রশেখর প্রেসে:
শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

মূল্য—।৷০ আট আনা মাত্র।



শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত।

গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ এই বইখানি

শ্রী

প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত।

নিবেদন।

বৃদ্ধ বয়সেতে যদি দন্তহীন জনে।
সাধ হয়ে থাকে কভু ইক্ষুর চর্ব্বণে॥
থাকুক রসের কথা হনু অস্থি ক্ষত।
আমার রচনা করা ঠিক সেই মত॥
কোথায় কি পদ দিলে কিবা অর্থ হয়।
হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নাই বর্ণ পরিচয়॥
পরের কবিতা দেখে সুখ উপজয়।
ছেলে খায় ছোলা ভাজা খেতে লোভ হয়
চক্ষু হীন চশমা ধরা যেন অকারণ।
আমার লেখনী ধরা উন্মাদ লক্ষণ॥
ব্যঙ্গ বিদ্রূপাদি গালি ঔষধি ইহার।
শির পাতি আছি দেও যত ইচ্ছা যার॥
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা গুণী মহোদয়।
ভূমিকাতে পাইবেন বিদ্যা পরিচয়॥
মৎস্যগন্ধা গন্ধ দূর পরাশর পেয়ে।
অশুদ্ধই হ'বে শুদ্ধ গুণীর হাতে যেয়ে॥
সুবর্ণের বর্ণ শুদ্ধ হয় হুতাশনে।
পাষাণ মানবী হয় রাম পরশনে॥
জল-মল নাশে যেন শরতের শশী।
কৃষ্ণ কর পরশনে কুবুজা রূপসী॥

পুতিগন্ধ নাশে যেন তুলসীর ঘ্রাণে।
দোষ হয় গুণে গণ্য পেলে গুণী জনে॥
সে সাহসে করি ভর খেয়াল আমার।
বন্ধুগণ অনুরোধে করিনু প্রচার॥
শ্রীমান মহিম দাস জজের প্লীডার।
প্রুফ দেখেছেন তাঁরে আশীষ আমার॥
কায় মন বাক্যে বলি আশীর্ব্বাদ দিয়ে।
বেঁচে থাক বাছাধন দীর্ঘজীবী হয়ে॥
শ্রীমান বীরেন্দ্র প্রাণ প্রতীম আমার।
উদ্যোগ উৎসাহ যার ছিল অনিবার॥
তাহার মঙ্গল কর হে মঙ্গলময়।
বংশের গৌরব যাতে সুবর্দ্ধিত হয়॥
প্রিয়বন্ধু যাত্রামোহন দাস সেস্থাদার।
শ্রীযুত জগত চন্দ্র ভট্টাচার্য্য আর॥
তাঁদের সাহসে আমি করিয়া নির্ভর।
কুশাগ্র ধরিয়া যেন সাঁতারি সাগর॥
সাক্ষাৎ দেখিলে দোষী ক্ষমা করে নরে
তাই নিজ ফটো দিনু বিনীত অন্তরে॥
ফটোখানা হইয়াছে বিষণ্ণ বদন।
তিরস্কৃত হব ব'লে বিষাদিত মন॥

নির্ঘণ্ট

		পৃষ্ঠা
১।	ঈশ্বর মহিমা —	১
২।	ভগবতী স্তোত্র—	৪
৩।	প্রার্থনা—	৫
৪।	নাম মাহাত্ম্য—	৭
৫।	সতীত্ব মহিমা—	৮
৬।	ভক্ত মহিমা—	১০
৭।	ঈশ্বর মহিমা—	১২
৮।	কৃষ্ণার কৃষ্ণ ভক্তি—	১৬
৯।	আত্ম-গ্লানি—	২২
১০।	আত্ম-বোধ—	২৪
১১।	শ্মশান বৈরাগ্য—	২৬
১২।	অনন্যা-ভক্তি—	২৯
১৩।	দুর্ল্লভ—	৩১
১৪।	শ্যামা মা মুক্তকেশী কেন ?	৩৪
১৫।	ক্ষেমেশের অদৃষ্ট—	৩৬
১৬।	মাতৃ-ভক্তি—	৩৮
১৭।	ভক্তি-উপহার—	৪৩
	ঐ	৪৫
১৮।	আমার পিতা—	৪৮
১৯।	রক্ষিত বংশে খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম—	৫২
২০।	মহেশ ও যাত্রামোহন—	৫৪

২১। শোকোচ্ছ্বাস — ৫৫
২২। শেষ আকাঙ্ক্ষা— ৫৮
২৩। আম্রফল— ৫৯
২৪। রাধা ও বৃন্দার কথোপকথন— ৬২
২৫॥ রেল গাড়ী— ৬৫
২৬। বাঙ্গালী চরিত— ৬৬
২৭। শক্তি-পূজা— ৬৭
২৮। কলি মাহাত্ম্য— ৬৮
২৯। বিধি নিন্দা— ৭১
৩০। সতী স্ত্রী অমূল্য ধন— ৭৩
৩১। গোপীর ক্রন্দন— ৭৪
৩২। দানের পাত্র— ৭৫
৩৩। সত্য— ঐ
৩৪। সন্তান শত্রুরূপী — ৭৬
৩৫। রাবণের প্রতি শ্রীরামের উক্তি — ৭৭
৩৬। রক্ষক ভক্ষক— ঐ
৩৭। মৌমাছি— ৭৮
৩৮। চক্ষু লজ্জা— ৭৯
৩৯। নচ দৈবাৎ পরং বলং— ঐ
৪০। সীতাকে সান্ত্বনা — ৮০
৪১। হর ধনু ভঙ্গ— ৮১
৪২। প্রকৃত বন্ধু— ৮২
৪৩ স্বার্থপরতা — ৮৩
৪৪। বৃক্ষের সহিষ্ণুতা— ঐ

৪৫।	শ্রীফল –	৮৪
৪৬।	আসক্তি—	৮৫
৪৭।	নারি জাতির কোন্ কালে মাধুরী ?	৮৭
৪৮।	ভৈরব বাড়ীর পাঁঠা—	ঐ
৪৯।	বুদ্ধি ভ্রংশ –	৮৮
৫০।	প্রকৃত ঔষধ—	৮৯
৫১।	প্রকৃতি স্নেহ—	ঐ
৫২।	আত্মবোধ ও অন্তিম প্রার্থনা –	৯০
৫৩।	দুঃখীর তালিকা –	১০০
৫৪।	ভীমসিংহের উক্তি --	১০১
৫৫।	ফুটবল রহস্য—	১০২
৫৬।	ভরতের প্রতি রামের উপদেশ—	১০৩
৫৭।	মনেয় মিল-—	১০৪
৫৮।	অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা—	ঐ
৫৯।	হিংসুক —	ঐ
৬০।	সাধারণ উপদেশ –	১০৫
৬১।	কৃষ্ণ অভিমন্যুর বাগাড়ম্বর—	১০৭
৬২।	কলির লক্ষণ—	১০৯
৬৩।	মিষ্ট বাক্যের মোহিনী শক্তি—	১১০
৬৪।	বিপদ মঙ্গলের হেতু—	১১১
৬৫।	অর্থ ও পরমার্থ –	১১৩
৬৬।	প্রশ্নোত্তরে উপদেশ—	১১৪
৬৭।	ভ্রাতৃ মিলন—	১১৭
৬৮।	শান্তি প্রার্থনা—	১২৪

৬৯।	খেজুর গাছের সহিত মানবের কপট মিত্রতা -	১২৫
৭০।	অর্জ্জুনের দর্প চূর্ণ—	১২৭
৭১।	মৃত্যু মঙ্গলের হেতু—	১৩৩
৭২।	বিবেক—	১৩৬
৭৩।	শব সম্বোধন—	১৪১
৭৪।	রাজভক্তি—	১৫২
৭৫।	ক্ষেমেশের অনুতাপ—	১৫৩



উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার স্নেহ অতুলনীয়, যিনি সম্পদে সহায়
বিপদে বন্ধু, সর্ব্বকার্য্যে হিতাকাঙ্ক্ষী, আমার
আরাধ্য দেবতা সেই পরম ভক্তি-ভাজন
পিতৃপ্রতিম শ্রীযুত মহেশচন্দ্র রক্ষিত
পিতৃব্য মহাশয়ের শ্রীচরণে মদীয়
আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতির
নিদর্শনস্বরূপ
এই সামান্য
"আমার খেয়াল"
উৎসর্গীকৃত
হইল।

স্নেহাধীন—
শ্রীক্ষেমেশ।

নিবেদন,

মনের প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক আশা প্রকাশ করিলে লোকে তাহাকে পাগল বলে। বুড়া বয়সে কবিতা লিখিবার একটী খেয়াল হইল। আবার মনে হইল যে ইচ্ছা পূরণ না হইলে পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। এই ইচ্ছা পূরণার্থ সময় ও সম্বল খুঁজিতে লাগিলাম; দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ এই বৃদ্ধের নানা বিষয়কার্য্যে দিনের বেলা সামান্য অবসরও ঘটে না; রাত্রিতেও অনেকক্ষণ সাংসারিক কার্য্যে সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু কবিতা লিখিবার অদম্য উৎসাহ কিছুতেই কমিল না। সুতরাং কার্য্যোপলক্ষে কোথায়ও গমনাগমন করিতে যে অবসর টুকু পাওয়া যায়, তাহাই এই কার্য্যের উপযুক্ত সময় বলিয়া স্থির করিলাম। বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কিছুকাল কাটাইয়া মধ্য-ইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা মন্দির হইতে চির বিদায় গ্রহণ করি। তাহার কিছুকাল পরে সব্‌ পোষ্টাফিসে কিয়ৎকাল কার্য্য করিয়া শেষে সদাগরী অফিসে প্রবেশ করি; এই শেষোক্ত অফিসের কাজের ও সময়ের স্থিরতা না থাকায় লেখা পড়ায় যতদূর উন্নতি করা যাইতে পারে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে মা লক্ষ্মীর একটুকু কৃপাদৃষ্টি থাকায় মাতা বীণাপাণি দাসের প্রতি একেবারে নির্দ্দয়া। নিরক্ষর চাষারা হাল চষিতে ও গরু চরাইতে স্বরচিত গান গাইয়া আমোদ উপভোগ করে; আমিও সেইভাবে প্রণোদিত হইয়া সাধারণ ভাষায় কয়েকটী পদ্য আমোদ করিয়া সময় সময়

তব চন্দ্রাতপ নাথ কত শোভাধার।
চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র যাহার অলঙ্কার॥
সচিত্র বিচিত্র বর্ণ মেঘ শোভা ধরে।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা ক্ষৌণি আলো করে॥
ত্রিলোক আলোক করে তপন তাপন।
একি নহে তব কারুকার্য্য নিদর্শন॥
কেবা আনে এ রজনী ঘোর অন্ধকার।
কে করে আলোক ময় দিবস সঞ্চার॥
কেন বা আইসে জল জোয়ারের কালে।
কেন বা শুখায় তাহা ভাঁটা হলে খালে॥
তিমির নাশক চন্দ্র গগন শোভন।
পুনঃ পুনঃ হ্রাস বৃদ্ধি করে কোন জন॥
বিধাতার নাট্যশালা কাণ্ড মনোহর।
কেহ হাসে কেহ কাঁদে ধরার ভিতর॥
অপূর্ব্ব কৌশল তাঁর কে বুঝিতে পারে।
সৃজিছে মানবে হের জননী জঠরে॥
জল মধ্যে বিন্দুরূপে জীব অবস্থান।
জন্মিবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে ক্ষীর দান॥
দশ মাস দশ দিন রাখহ জঠরে।
জন্মিয়া যেমন শিশু স্তন পান করে॥
এমন দয়াল বন্ধু কেবা আছে আর।
শত শত প্রণিপাত চরণে তোমার॥

কত অপরূপ রূপ দেখিগো সর্ব্বদা।
বুঝিয়া না বুঝে মন তোমার মর্য্যাদা॥
কি ছার পামর মন দিলে মোর তরে।
অমৃত ছাড়িয়া কেন বিষ পান করে॥
ছাড়িয়া পরম বস্তু তুচ্ছ সুখ খুজি।
সুধা সিন্ধু ছাড়ি কেন বিষ কুম্ভে মজি॥
যতক্ষণ কর মন অলীক ভাবনা।
ততক্ষণ কর যদি ঈশ্বর কামনা॥
হেলায় লভিতে পার চতুর্ব্বর্গ ফল।
তাহা ছেড়ে তবু কেন খাও হলাহল॥
ধর্ম্ম উপার্জ্জিতে মন নাই কষ্ট লেশ।
পবিত্র মনেতে শুধু ডাক পরমেশ॥
ডাকিতে ডাকিতে সিদ্ধ হবে মনোরথ।
বাঞ্ছা কল্পতরু হরি দেখাইবে পথ॥
অধর্ম্ম কাজেতে অর্থ সামর্থ্যের ক্ষয়।
সম্পদ সম্ভ্রম হানি অনর্থ ঘটয়॥
ইহ কাল পর কাল দুই কাল যায়।
তরিবারে ভব নদী না থাকে উপায়॥
অতএব বলি মন কি কর কি কর।
সময় থাকিতে ডাক পরম ঈশ্বর॥
জীর্ণ শীর্ণ হবে যবে শরীর তোমার।
ডাকিতে শকতি তব থাকিবে না আর॥

পাপরাশি ক্ষয় হয় নামের প্রসাদে।
অধম ক্ষেমেশে বলে কি ভয় প্রসাদে

ভগবতী-স্তোত্র।

নম নম নারায়ণী পর ব্রহ্ম সনাতনী,
নম নম নগেন্দ্র—নন্দিনী।
সিংহের উপরে স্থিতা, দশভূজে বিরাজিতা,
দশ হস্তে দশ অস্ত্র জানি॥
খড়গ, চক্র, শেল শরে, বজ্র শূল শোভেকরে,
নাগ পাশ ধনুক কুঠার।
লক্ষী, সরস্বতী সঙ্গে, সাজিলে সমর রঙ্গে
করিবারে অসুর সংহার॥
কষিত কাঞ্চন জিনি, মায়ের বরণ খানি,
তড়িৎ জড়িত যেন হাসি।
অরুণ বরণ ছটা, কপালে তিলক ফোটা,
নবীনা যুবতী মক্তকেশী॥
শত চন্দ্র কি তপন, সুশোভিত ত্রিনয়ন,
চমকে ভুবন মোহ যায়।
শোভে নানা অলঙ্কার, মরি কিবা চমৎকার,
হাসে ধরা রূপের বিভায়॥

করেতে কঙ্কণ সাজে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে,
চরণেতে নূপুর শোভিত।
করে ধর তীক্ষ্ণ অসি. মুখে অট্ট অট্ট হাসি,
ভাব হেরি ভুবন মোহিত॥
মস্তকে মুকুট শোভা, মরি কিবা মনোলোভা,
চন্দ্র সূর্য্য-অনল প্রকাশি।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম কায়, রতন নূপুর পায়,
রণে নাচ বিপক্ষ বিনাশি॥
দশভূজ দশ দিকে, রক্ষা কর মা আমাকে,
শত্রু বাদ সাধে পদে পদে।
প'ড়েছে শত্রুর দায়, রক্ষা কর মা আমায়,
তব যুগ চরণ প্রসাদে॥
কত দোষে দোষী উমা, যদি দয়া না কর মা.
কার কাছে কাঁদি কাত্যায়ণী।
কুপুত্র সতত হয়, কুমাতা ত কভু নয়,
ক্ষেমেশেরে ক্ষম গো জননী॥

প্রার্থনা।

কুল কুণ্ডলিনী ওমা কুল দেমা মোরে।
ডুবিয়াছি জননী গো অকুল সাগরে॥

বধিলে মহিষাসুর মহিষ-মর্দ্দিনী।
চণ্ডিকা রূপেতে চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী॥
শ্রীমন্ত রাখিলে মাতা দক্ষিণ মশানে।
জানকী সঁপিলে রামে, বধিয়া রাবণে॥
করাল বদনা কালী কুল কুণ্ডলিনী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা নৃমুণ্ড মালিনী॥
কল্যাণে রাখ মা মোরে ওলো এলোকেশি।
দুর্গতি দলনা দুর্গা ডাকি দিবা নিশি॥
জ্ঞান ধ্যান বর্জ্জিত বিভোর সদা পাপে।
ক্ষেমেশেরে কর ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী রূপে॥
রোগ শোক পাপ তাপ দরিদ্রতা ভয়।
মুক্ত কর মুক্তকেশী অধম তনয়॥
শান্তিতে কৃতান্ত পাই ভিক্ষা তবপায়।
অঋণী করিয়া রাখ তারিণি আমায়॥
সাংসারিক বিষয় বিপদ চারিদিকে।
তার গো তারিণী তারা পড়েছি বিপাকে॥
অরাতি দলন করি রাখ সুখ মান।
অন্তকালে জননী চরণে দিও স্থান॥
জয় দেমা জগদম্বা জগত-জননী।
জয় দেমা যশঃ দেমা যশোদা নন্দিনি॥
ভব-রাণি ভবানি মা ভুবন-মোহিনি।
অকুলেতে কুল দেমা কুল কুণ্ডলিনি॥

হর প্রিয়া হৈমবতী হেরম্ব-জননী।
সুখদা মানদা সদা মোক্ষদা-দায়িনী॥
অভয় পদে স্থান দেমা ভবভয় বারিণি।
তাপিত তনয়ে তব তার গো মা তারিণি॥
শত্রু গর্ব্ব খর্ব্ব করি লজ্জা রক্ষাকারিণি।
শান্তি দেমা দাক্ষায়নি সর্ব্বচিন্তা হারিণি॥
রিপু বশে ক্ষেমেশে মা না চিনিল জননী।
কুপুত্রে কর মা কোলে মা পতিত পাবনী॥
মল-মুত্র যুক্ত পুত্রে ত্যজেনা মা কখনি।
পাষাণ-তনয়া ওমা তুই কিরে পাষাণী॥

নাম মাহাত্ম্য

কৃষ্ণের চরিত্র কথা কেবা নাহি জানে।
পুতনা করিল বধ মাতৃ স্তন্য পানে॥
বকাসুর বধ আদি বাল্য খেলা যাঁর।
করিলা ছাপ্পান্ন কোটি যাদব সংহার॥
ভীম সেনে নিজ উরু দেখাইয়া যিনি।
উরুভঙ্গে নিপাতিলা কুরু চুড়ামণি॥
বৃন্দাপতি রূপ ধরি সতীত্ব হরণে।
রাখিলা সুষেণ বীর সমর শয়নে॥

জয়দ্রথ বধকালে সুদর্শন বাণে।
দিবস করিলা নিশি রবি আচ্ছাদনে॥
ত্রিপাদ ভূমির ছলে বলিকে ছলন।
কপটে সুভদ্রা সুত নিধন সাধন॥
দৈবকীর গর্ভে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
করিলেন যশোদারে মাতৃ সম্বোধন॥
যশোদার স্নেহ করে খেয়ে ক্ষীর ননী।
ব্রজ ছেড়ে গেলা তাঁরে করি পাগলিনী॥
মায়ের রোদনে যার নাহি পোড়ে মন।
তা হতে নিঠুর বল আছে কোন জন॥
প্রাণ দিয়ে প্রেম করে উন্মাদিনী রাই।
ভুলিলা সে কমলিনী কুবুজাকে পাই॥
যেই শুক শারী সুখে কৃষ্ণ নাম লয়।
লৌহের শৃঙ্খল পরি পিঞ্জরেতে রয়॥
কেবল নামের গুণে ঘুচে যম ভয়।
তাই লোকে অন্তকালে কৃষ্ণ নাম লয়॥

সতীত্ব মহিমা।



সতী হয় যে রমণী, নারী কুল শিরোমণি,
মানিনী সে কামিনী মণ্ডলে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শূলপাণি, মানে তাঁরে ঠাকুরাণী,
কালভয় নহে কোন কালে ॥
সাবিত্রী সতীত্ব গুণে, বাঁচাইল সত্যবানে,
ধর্ম্মরাজে পরাজয় করি।
নিজে শতপুত্র পেল, শ্বশুরকে রাজ্য দিল,
দুই কুল লইল উদ্ধারি ॥
বৃন্দা নামে ছিল সতী, শঙ্খ নামে তাঁর পতি,
ক্ষীণ প্রাণ ছিল সে দুর্ব্বল।
সতী রমণীর বলে, জয়ী হ'ল ভূমণ্ডলে,
পরাজিয়া অমর সকল ॥
দেব দেব মহেশ্বর, ত্রিলোক আরাধ্য হর,
স্থিতি তাঁর সতী পদতলে।
ভাঙ্গিতে রাধার মান, স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান,
লুটাইল চরণ কমলে ॥
লখাইরে দংশে সাপে, রক্ষা করে কার বাপে,
যদি সতী না হ'ত বিপুলা।
ছ' মাসের মরা বাঁচে, স্বর্গেতে অপ্সরা নাচে,
সতী শিরে পড়ে পুষ্প মালা ॥
দময়ন্তী নামে সতী, নলরাজা যাঁর পতি,
যাঁর নামে সুপ্রভাত করি।
জনক দুহিতা সতী, হইল পাতালে গতি,
শাপ দিল সতী মন্দোদরী ॥

অনলে পতন কালে, সীতা সতী বলে ছিলে,
"শুন অগ্নি বলি বারে বার
রাম বিনে অন্য জনে, যদি দেখি এ নয়নে,
পুড়ি অঙ্গ কর ছারখার ॥
অগ্নি তুমি অন্তর্যামী পাপ পূণ্য সাক্ষী তুমি,
তব অবিদিত কিছু নাই।
পর পুরুষের পানে দেখি থাকি এ জীবনে,
পাপ দেহ কর তবে ছাই ॥
যদি কারে ভেবে থাকি. অথবা স্বপনে দেখি,
কিম্বা কার রূপ চিন্তা করি।"
অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প দিল, কেশাগ্রও না পুড়িল,
সীতার সতীত্ব বলিহারি ॥
সতী সীমন্তিনীগণ, ক্ষেমেশের নিবেদন,
সুখে যাই কৃতান্ত ভবন।
রাম বলে মুদি আঁখি, উড়ে যা'ক প্রাণ পাখী,
অন্তে পাই শান্তি নিকেতন ॥

—— :০ ——

ভক্ত মহিমা।

অবৃহৎ পদার্থ হ'তে বৃহৎ ধরণী।
তারে বেষ্টি আছে সিন্ধু আরো বড়মানি

তা হ'তে অগস্ত্য বড় সিন্ধু ক'রে পান।
অগস্ত্য আকাশ মাঝে খদ্যোত সমান॥
সে আকাশ হইতে বৃহৎ নারায়ণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিপদে আচ্ছাদন॥
সেই কৃষ্ণ হ'তে বড় ভক্ত অতিশয়।
যাহার হৃদয়ে রাম কৃষ্ণ দয়াময়॥
ভক্ত যবে উচ্চরবে ডাকে ভগবান।
লক্ষ্মী বক্ষ ছাড়ি হরি ভক্ত বক্ষে যান॥
ভক্তের হৃদয় যেন নন্দন কানন।
ভক্ত নেত্র প্রেমবারি সুধা বরিষণ॥
পাপী ব'লে ডাকিতে না হও সঙ্কুচিত।
যে হরি চণ্ডাল সখা বানরের মিত॥
সীতা লক্ষ্মী দশানন হরিলেক বলে।
তারে মোক্ষ দেন রাম মরণের কালে॥
যেমন সুগন্ধ আর দুর্গন্ধ অপার।
অনলের কাছে নাই কিছুই বিচার॥
শ্মশান নিকটে সম পাপী পুণ্যবান।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥
বেদশাস্ত্র ভাগবত মথনের ফল।
দ্বি অক্ষর হরি নাম অন্তিম সম্বল॥
পাতকী চাতকী মত ক্ষেমেশের আশা।
পতিত পাবন ব'লে কেবল ভরসা॥

ঈশ্বর মহিমা।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে মহাশক্তি যার।
অচিন্ত্য অব্যক্ত যে নির্গুণ নির্ব্বিকার॥
নাহি জানি নাম ধাম বসতি কোথায়।
নাহি জানি কি নামে ডাকিলে পাওয়া যায়॥
তপনের তাপে শশী তাপিত অপার।
বিতরে শীতল রশ্মি মহিমা যাঁহার॥
প্রভাতে উদিত রবি লোহিত আভাস।
কচি শিশু মুখে যেন মৃদু মৃদু হাস॥
মধ্যকালে অনলের অনুজ লক্ষণ।
খরতর তাপে করে ধরণী শোষণ॥
সন্ধ্যাকালে শক্তি হীন সুধীর গমনে।
অস্তাচলে চলে প্রভুর মহিমা কীর্ত্তনে॥
অনন্ত জলধি জল বক্ষেতে ধরিয়া।
যার বলে চলে ঊর্দ্ধে ব্যোম বিদারিয়া॥
নীলাম্বরী শাড়ী যেন কাদম্বরী গায়।
খসিয়া পড়ে না নীচে কি কল তথায়॥
একখণ্ড পড়িলে ভূ-খণ্ড ছারখার।
ধন্য বিধি লীলা খেলা ধন্য খেলোয়ার॥

বিন্দু বিন্দু রূপে পুরে সিন্ধু পারাবার।
একি নহে দয়াময় মহিমা তোমার॥
ঘন সংঘর্ষণে ঘনে ঘন বজ্রধ্বনি।
ত্বরিতে তড়িতালোকে ত্রাসিত ধরণী॥
দাসীরূপে ষড় ঋতু সাজাইছে ধরা।
এক ঋতু অবসানে আসেন অপরা॥
যাহার আদেশ শিরে ধরিয়া কেবল।
ঋতু মত বৃক্ষ যত যোগাইছে ফল॥
মস্তকেতে ফল মধ্যে কেবা দিল জল।
কাহার প্রসাদে ভুঞ্জি মিষ্ট নারিকেল॥
ছেদনে বেদনা জ্ঞান না করি খেজুর।
শিরে কুম্ভ ভরি দেয় সুরস প্রচুর॥
মরণে স্মরণ তবু ছেদক কল্যাণ।
যীশুকে দেখহ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ॥
শত পদে শত পদী গতি অতি ধীর।
পদ শূন্য সাপ চলে ধনুকের তীর।
জীবের মস্তক আছে অনায়াসে খায়॥
শির শূন্য কর্কটের কষ্ট বা কোথায়?
প্রকৃতির ইচ্ছামত জীবের নির্ম্মাণ।
ভিন্ন ভিন্ন জীব জন্য বিভিন্ন বিধান॥
বন মাঝে বন তরু সৃজন কাহার।
রোগ উপশম করে নর উপকার॥

এ দিকে ভারতে রবি লোহিত বরণ।
জাপান কাঁপান তাপে তপন তখন ॥
দ্বাদশ ঘটিকা পুনঃ না হইতে পার।
আলোকেতে পুলকিত বিলাত আবার ॥
এ শক্তি পাইল যেই মহাশক্তি বলে।
শত শত প্রণিপাত সে চরণ তলে ॥
এই যে জগত দেখি কত বৃহত্তর।
সূর্য্য সঙ্গে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ॥
একচন্দ্র এ জগতে অন্ধকার হরে।
অষ্টচন্দ্র বৃহস্পতি কত শোভা করে !
কেন বা মঙ্গলগ্রহ লোহিত বরণ ?
বৃহস্পতি হরিত বরণ কি কারণ ?
ধনীর বাগান ভিন্ন ফুটে ভিন্ন ফুল।
কোন্ বাগানে কি ফুল দিবে ইচ্ছা অনুকূল ॥
কোন্ জমিনে কি ধান ফলে চাষা ভাল জানে
মোরা কেন বিধি নিন্দা করি অকারণে ॥
যে করিবে গো পালন গো চারণ তার।
বৃথা কেন অকারণ করি হাহাকার ॥
কি চিন্তা করিব বল মাথা কোথা আছে।
মাথা নু'য়ে থাক বিশ্ব প্রসূতার কাছে ॥
পৃথিবীর সঙ্গে যদি করি গো তুলনা।
হিমাদ্রি পর্ব্বত মাত্র ক্ষুদ্র বালিকণা ॥

সৌর জগতের সঙ্গে তৌল যদি হয়।
এ পৃথিবী ক্ষুদ্র বালিকণা বই নয়॥
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে তুলনা যখন।
এ সৌর জগত ক্ষুদ্র রেণুকা মতন॥
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অণ্ড প্রসব যাহার।
কি শক্তি বলিতে সেই শক্তি বিধাতার॥
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রভুর এক পাদ স্থান।
ত্রিপাদ কোথায় আছে কে জানে সন্ধান॥
শাণ্ড্য, যাজ্ঞবল্ক, গর্গ, ধ্রুব, বিচক্ষণ।
জীবন অতীতে তত্ত্ব গেল না কখন॥
মার্কণ্ডেয় লোমশ কপিল ঊর্দ্ধরেতা।
না জানিল তত্ত্ব কথা গীতার প্রণেতা॥
প্রণিপাত করি মহাশক্তি পদতলে।
ভজহে প্রকৃতি শক্তি ভক্তি অশ্রুজলে॥
অগাধ জলধি যদি মসিধার হয়।
লেখনী করিতে যদি পারি হিমালয়॥
মস্তকে ব্রহ্মাণ্ড যদি বুদ্ধির ভাণ্ডার।
কি সাধ্য লিখিতে তবু শক্তি বিধাতার॥
প্রকৃতি মা ক্ষেমেশেরে দাও এই বল।
কুচিন্তা ছাড়িয়া করি অচিন্ত্য সম্বল॥
যাহার করিলে চিন্তা চিন্তা হয় দূর।
চিন্তামণি পুরে চিন্ত অচিন্ত্য ঠাকুর॥

কৃষ্ণার কৃষ্ণভক্তি

এক বস্ত্রা রজঃস্বলা, আছিল দ্রুপদ বালা,
তাহে তারে সভাস্থলে আনি।
দুষ্ট বুদ্ধি দুঃশাসন, বস্ত্র করে আকর্ষণ,
বিবস্ত্র করা'তে যাজ্ঞসেনী॥
বিপদে পরিয়া বালা, কাতরে ডাকেন কালা,
ওহে কৃষ্ণ করুণা সাগর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ, গুরুজনে সভা পূর্ণ,
এ সভাতে লজ্জারক্ষা কর॥
পঞ্চ পতি আছে মম, কালান্তক যম সম,
দুঃখিনীর দুরদৃষ্ট দোষে।
দেখিয়া দেখেনা চোখে, কিবা দোষ অন্যলোকে,
চেয়ে আছে সভা মধ্যে ব'সে॥
কি ছাই বলিব আমি, সংসারেতে এক স্বামী,
ল'য়ে নারী সুখে কাটে কাল।
আমি কি অভাগ্যবতী, ইন্দ্রতুল্য পঞ্চপতি,
তবু মোর দুঃখের কপাল॥
পতি থাক্‌তে অনাথিনী, যেন পথ কাঙ্গালিনী,
পঞ্চপতি উপস্থিত যার।

মাতঙ্গ পড়িলে জালে, পতঙ্গে ও কিনা বলে ?
সিংহ-খাদ্য শৃগাল আহার ॥
পোড়া কপালের দোষে, হীন লোকে কটু ভাষে,
উপহাস করে দুঃশাসন।
রাজকন্যা রাজ মহিষা, ভাগ্য দোষে হই দাসী,
কে খণ্ডাবে ললাট লিখন ॥
রাজসূয় যজ্ঞ শেষ, বেঁধেছিনু যেই কেশ,
সেই কেশ টানে দুরাচার।
প্রতিজ্ঞা করিনু সার না বাঁধিব বেণী আর,
কুরু যদি না হয় সংহার ॥
মম পতি কভু যদি, ছিঁড়ি দুঃশাসন হৃদি।
তপ্ত রক্ত পান তার করে।
তবে জুড়াইবে প্রাণ, ভুলিব এ অপমান,
যদি দেখি দুনয়ন ভরে ॥
দুর্য্যোধন কামে ভু'লে, উরুর কাপড় তু'লে,
করে কত রূপের গরিমা।
গদাঘাতে ভাঙ্গে উরু, ওহে বাঞ্ছা কল্পতরু,
তবে তব নামের মহিমা ॥
সম্মুখে আচার্য্য আর্য্য, অতঃপর কি আশ্চর্য্য,
কুল বধু বিবসন করা।
বিষ আন পাণ করি গলে রজ্জু দিয়া মরি,
নতু পশি ফেটে যাক্ ধরা ॥

আছি এক-বস্ত্র পরা, তাহাতে বিবস্ত্র করা,
আরো কুরু-সভামধ্যে আনি।
কোথা তুমি লক্ষ্মীপতি, কোথা অগতির গতি,
কাতরে ডাকিছে যাজ্ঞসেনী॥
হা কৃষ্ণ করুণা-সিন্ধু অনাথ জনার বন্ধু,
বিপদ ভঞ্জন জনার্দ্দন।
হিরণ্যকশিপু মারি, প্রহ্লাদে বাঁচালে হরি,
রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন॥
রাবণে বধিলে রাম, নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম,
বিভীষণে দিলে রাজ্যভার।
কংসাসুরে বধ করি, রাখিলে মথুরা পুরী,
দুষ্ট দুঃশাসন কিবা ছার॥
করে ধরি গোবর্দ্ধন, তুষিতে গোপের মন,
রক্ষা কৈলে গোকুল নগরী।
রাখিলে রাধার মান, ওহে কৃষ্ণ ভগবান,
বৃন্দাবনে বৈদ্যরূপ ধরি॥
কলঙ্ক ভঞ্জন হেতু, গড়িলে ক্ষুরের সেতু,
দিলে সুক্ষ্ম কেশ ধরিবারে।
হেলায় করায়ে পার, তাহে তুমি শ্রীরাধার,
কলঙ্ক ঘুচালে একেবারে॥
ঘুচালে মনের ধাঁধা কানু কলঙ্কিণী রাধা,
ব'লে আর নাহি দিত গালি।

রাধিকা প্রেয়সী তব, আমি দাসী হে মাধব,
লজ্জা রক্ষা কর বনমালী ॥
দশানন দুরাচারী, হরিল তোমার নারী,
তবু তারে অন্তিম সময়।
দরশন দিলে হরি, সে দয়ার কি মাধুরী,
তাই তব নাম দয়াময় ॥
চণ্ডাল অন্ত্যজ জাতি, ছুঁইলে অশুচি অতি,
তাকে হরি দিলে আলিঙ্গন।
যদিওবা পাপীয়সী, তথাপি তোমার দাসী,
রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন ॥
যদ্যপি হতেম রাই, বিপদের বার্ত্তা পাই,
অমনি আসিতে সভাস্থলে।
উগ্রচণ্ডা রূপ ধরি, অরাতি মথন করি,
রাখিতে সম্মান বলে ছলে ॥
বলিতে সরমে মরি, ওহে কৃষ্ণ নরহরি,
নটবর নাগর কানাই।
উলঙ্গিনী ব্রজবালা, যমুনার জল খেলা,
দেখ মনে আছে কিবা নাই ॥
আছে কিনা আছে মনে, বৃন্দাবনে গোচারণে,
ননী চুরি যশোদার ঘরে।
নিয়ে ক্ষীর দধি ভার, করিতে যমুনা পার,
শুধু গোপী প্রেম-ভিক্ষা তরে ॥

রসবতী বৃন্দাদূতি, তার সনে কর রতি,
কুব্জারে করিলে মহিষী।
শুন শুন হে মাধব, স্বরূপ কথন স্তব,
পাণ্ডবেরা দাস আমি দাসী॥
ওহে কৃষ্ণ কেলেসোণা নারী ধর্ম্ম কি জান না?
ভেবে দেখ কালিন্দীর জলে।
গোপিণী উলঙ্গ করি, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হরি,
ব'সেছিলে তমালের ডালে॥
উলঙ্গ হেরিয়ে রঙ্গ বাড়ে তব হে ত্রিভঙ্গ,
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল?
প্রতিজ্ঞা করিয়া কই, যদিবা বিবস্ত্রা হই,
উদ্বন্ধনে মরণ মঙ্গল॥
ওহে কৃষ্ণ বনমালী, বনে বনে কর কেলি,
কেলেসোণা দৈবকী দুলাল।
ঘটেছে বিষম দায়, ভিক্ষা করি তুয়া পায়,
রক্ষা কর ঘুচাও জঞ্জাল॥
নারী ধর্ম্ম নারী জানে, কি বুঝিবে অন্য জনে,
বিবসন মরণ সমান।
শত্রু গর্ব্ব খর্ব্ব করি, লজ্জা রক্ষা কর হরি,
তুমি বিভো বিপদ ভঞ্জন॥
তোমারি নামের ফলে পাষাণ ভাষয়ে জলে,
জীবে জ'পে পায় মোক্ষধাম।

গলদেশে দিয়া দড়ি, নিশ্চয় মরিব হরি,
কলঙ্কিত করিওনা নাম ॥
তোমার নামের লাগি, সদা শিব হন যোগী,
সে নামের কি দিব তুলন।
পাষাণ মানবী হয়, ওহে কৃষ্ণ দয়াময়,
যেই পদে জাহ্নবী জনম ॥
যে পদ ভাবিলে পরে, মোক্ষ পদ পায় নরে,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত যেই পদ।
প্রহ্লাদের পূর্ণ কাম, ধ্রুবে দিলে দিব্যধাম,
দ্রৌপদীর খণ্ডাও বিপদ ॥
কৃষ্ণার রোদন ধ্বনি, শুনে কৃষ্ণ গুণমণি,
ভক্ত দুঃখে আঁখি ছল ছল।
বসনের রূপ ধরে, যত টানে তত বাড়ে,
অন্তরীক্ষে অন্তর্যামী বল ॥
কৃষ্ণার অপার ভক্তি, কৃষ্ণ নামে মহাশক্তি,
হেরে হ'ল জয় জয় ধ্বনি।
ধন্য ধন্য যাজ্ঞসেনী, ধন্য তোমার জননী,
ধন্য কুরুকুল সীমন্তিনী ॥
সতীত্বের কি মহিমা, সতী স্ত্রীর কি গরিমা,
দেখ দেখ কুল কন্যাগণ।
সতী ডাকে স্বয়ং হরি, বিনা সুতে বস্ত্র গড়ি,
লজ্জা রক্ষা কৈলা নারায়ণ ॥

যম সাবিত্রীর বশ, বিপুল বিপুলা যশ,
দময়ন্তী নামে সুপ্রভাত।
ধন্য ধন্য রাধা সতী, দ্রৌপদী সুধন্য অতি,
ধন্য হরি অনাথের নাথ॥
নম নম হৃষিকেশ, ভিক্ষা চাহে শ্রীক্ষেমেশ,
ওহে পীতাম্বর পীতধরা।
অন্তকালে গঙ্গাজলে, হরে কৃষ্ণ রাম ব'লে,
প্রাণ-পাখী ত্যজুক পিঁজরা॥

আত্ম-গ্লানি।

ওরে মন নরাধম কি বলিব আর।
কামেরে তুষিয়া তুই হলি কুলাঙ্গার॥
শরীর করিলি মাটী খাটি আয়ু শেষ।
চলিয়া গিয়াছে সুখ এবে পাও ক্লেশ॥
কামের বাসনা ঘৃত আহুতি যেমন।
যত পায় তত করে হুঙ্কার গর্জ্জন॥
ভেবেছিলে ভবমাঝে কাম মোক্ষধন।
অসার সংসার সার কামিনী কাঞ্চন॥
মূত্র রোগ মৃত্যুরূপে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে।
সময় পাইলে কিন্তু সাপটিয়া ধরে॥

তবু মন তুষিতে নারিলে তোর মন।
শেষ ফোটা মধু লাগি হারালে জীবন॥
কোথা গেল খাট পালঙ্ক গদির হেলান।
গোলাপী পানের খিলি ফর্স্কী হুকায় টান॥
কোথা সে কটাক্ষ যাহে কামিনী আকুল।
টেরি কাটা সিঁথি মাথে বাবরী ছাটা চুল॥
কুল বধূ ভুলাইতে যে কটাক্ষ বাণে।
শিব নেত্র হবে যবে চাবে কার পানে॥
পার্শী শাড়ী প্রেয়সীর প্রীতি উপহার।
ভুলিতে ছুলিলে হেরি ছুলের বাহার॥
মৃদু হাসি প্রেয়সী তাম্বুল দিলে হাতে।
বুঝেছিলে যেন স্বর্গ পাইয়াছ হাতে॥
এখন প্রেয়সী আর নাহি আসে কাছে।
শিয়রে শমন দূত মৃত্যু কন্যা নাচে॥
মৃত্যুকালে দারা পুত্র চাবি খোঁজ করে।
আমারে কি দিলি বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥
যম কোকিল কাল পেঁচা ডাকে ঘন ঘন।
চোখ বড় করলে চমকে আত্মীয় স্বজন॥
মাঠে রৈল জমি আর সিন্দুকেতে কড়ি।
সঙ্গে কি লইব আমি সব রবে পড়ি॥
কার তরে বেঁধেছিনু এ দোতালা ঘর।
কার তরে হয়েছিনু পরের নফর॥

ছল চক্রে জাগা জমি কিনেছিনু ভাই।
দ্বারে দিল কুল কাঁটা কোণে দিল ছাই।
দয়াময়! ক্ষেমেশেরে ক্ষমা কর হরি।
দুর্গতি দলন কর গোলক বিহারি॥
মেদ ক্লেদ পরিপূর্ণ দেহ হলে ক্ষয়।
রাম বলে প্রাণ পাখী ব্রহ্মে হৌক লয়।

আত্ম-বোধ।

কালে বৃদ্ধি কালে ক্ষয়।
চিন্তার বিষয় কিছু নয়,
অনন্ত কাল হ'তে ভাই
যম বাড়ীতে কে যায় নাই?
দশের মতন চলেছি
চিন্তা ক'রে ফল কি?
চিন্তা কৈলে শুনে কে
যম জোরে টেনে নে।
অবোধ মন প্রবোধ ধর
শ্রীনাথকে কাণ্ডারী কর
ক্ষেমা বলে যার হৃদে হরি
যমের বাপের কি ধার ধারি?

দমে দমে হরি বলি
যম মুখে দাও চুণ কালী,
ধরাতে পাপ করা আছে
হরির নামে মুছা গেছে।
অসৎ কাজের মহৎ ফল
রামায়ণ তার সাক্ষী স্থল,
রামের সীতা হরণ ফলে
রাম দেখা দেন মৃত্যু কালে।
বেদ বেদান্ত মথন করি
মধুর নাম পেলেন হরি
যদি বল্‌তে পার ভাই
বিষ্ণু লোকে চলে যাই
শুক সনাতন যথা আছে
বস্‌ব গিয়া তাদের কাছে,
এমন ধন থাক্‌তে ঘরে
ভয় কিরে মন যম বেটারে ?
যবে হবে কফের ডাক
হৃদে হরি বেঁধে রাখ,
ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ যাঁর বশে রয়
পুলিশে তার কিসের ভয় ?
সুপ্রিম কোর্টে ডিক্রী যাঁর
জজ কোর্টের রায় কি দরকার ?

ভারত-মাতার দৃষ্টি যাঁরে
ডাক পিয়নের কি ধার ধারে ?
মুনি, ঋষি সত্যবাদী,
বেদ বাক্য সত্য যদি,
ধ্রুব সত্য বল্‌তে পারি
অন্তিম বন্ধু কেবল হরি।
জিহ্বা যদি জড় সড়,
মুখে যদি বল্‌ত নার,
তবে চিন্তামনি পুরে
চিন্তা কর কৃষ্ণজীরে।
যদি কৃষ্ণ হয়েন তুষ্ট
যমে দেখাও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।
যাঁর হৃদে হরির বাস
যমরাজা তাঁর দাসের দাস।

শ্মশান বৈরাগ্য

কেবা বলে ধরাতলে কদর্য্য শ্মশান।
শান্তি নিকেতন চির বিশ্রামের স্থান॥
পুষ্প শয্যা পরে যেই করিত শয়ন।
তার চিতা পরে তৃণ বিরাজে এখন॥

সুন্দর আকৃতি কি গলিত কুষ্ঠ রোগী।
তুল্য মূল্য সুখী কিংবা মহা দুঃখভোগী ॥
সজ্জন তস্কর কিবা গৃহী বনচারী।
রাজ রাজেশ্বর কিবা কড়ার ভিখারী ॥
হৌক কুলাঙ্গার কিবা কুলটা অসতী।
সতী পতিব্রতা সম, এথা তুল্য গতি ॥
জাতি ভেদাভেদ এথা নাই কোন কালে।
এক শয্যা'পরে শোয় ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ॥
রোগে জর্জ্জরিত যাঁর শোকাকুল প্রাণ।
হে শ্মশান তুমি তারে শান্তি কর দান ॥
অনঙ্গ মোহিনী আর কুরঙ্গ নয়নী।
তুল্য মূল্য তব কাছে পেচক বদনী ॥
মহাকবি কালীদাসে রাখিলা যে স্থলে।
নিরক্ষর মহামূর্খে রাখ সেই কোলে ॥
মহা জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম যথায় শয়ান।
নপুংসক শিখণ্ডীরে দিয়াছ সে স্থান ॥
যথায় শায়িত আছে ধর্ম্ম নৃপমণি।
তথায় শকুনি রহে শঠ শিরোমণি ॥
বুঝিনু শ্মশান আমি স্বভাব তোমার।
তব কোল সকলের সম অধিকার ॥
বাক্যের চাতুর্য্যে যেবা জগত ভূলায়।
মৌন ব্রত হ'তে হয় আসিলে এথায় ॥

এথা এলে প্রাণায়াম সিদ্ধ তার হয়।
এথা হলে কুম্ভকেতে বায়ু স্থির রয়॥
এথা হলে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া লোপ।
এথা হলে নাহি থাকে কাম ক্রিয়া কোপ
অন্তিমের বন্ধু যম নিজ কৃপা বলে।
হরিয়া জীবের দুঃখ দেয় তব কোলে॥
কামিনী লইয়া যেবা যামিনী পোহায়।
বিরহিনী উন্মাদিনী যৌবন জ্বালায়॥
জুড়ায় দোঁহার জ্বালা তব পরশনে।
বাসনা ফুরায়ে যায় কামিনী কাঞ্চনে॥
কামিনী কাঞ্চনে মোরে বঞ্চনা করিয়া।
শোয়াইবে বাঁশ মঞ্চে ভবে ফাঁকি দিয়া॥
অন্য রিপু কভু ও বা বশে আনা যায়।
কাম রিপু সর্প শিশু পোষ মানা দায়॥
ষড় রিপু মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাম জ্যেষ্ঠ ভাই।
জ্ঞান শিখা নির্ব্বাপিতে দ্বিতীয়টী নাই॥
বুঝিয়াও না বুঝিনু রিপু অত্যাচারে।
ভ্রান্ত হয়ে না ভজিনু ভব কর্ণধারে॥
রসের কালেতে মজি বয়সের দোষে।
কুপথে চলিনু গতি কি হইবে শেষে॥
অধর্ম্ম করেছি কত স্বধর্ম্ম ভুলিয়া।
ভগবানে ডাকি ভয়ে বিভোর হইয়া॥

যম ধায় পাছে পাছে ওহে দয়াময়।
অঞ্চলে লুকা'য়ে রাখ চঞ্চল তনয়॥
ক্ষেমেশের মৃত দেহ আসিলে শ্মশানে।
রাখিও শান্তিতে হরি কৃপা কণা দানে॥

অনন্যা-ভক্তি।

দুঃশাসন ঘন ঘন বস্ত্রে দিলে টান।
বিপদে দ্রুপদ বালা ডাকে ভগবান॥
এক হাতে দ্রৌপদী বসন রাখে ধরি।
আর হাতে ঊর্দ্ধ মুখে ডাকেন শ্রীহরি॥
কাতরে রুক্মিনী সতী কৃষ্ণ প্রতি কয়।
কৃষ্ণারে শ্রীপদ ছায়া দেও দয়াময়॥
ব্যাকুল হইয়া ডাকে অকুল পাথার।
লজ্জা রক্ষা কর হরি দ্রুপদ বালার॥
কৃষ্ণ কন প্রাণেশ্বরি বুঝিবার ভুল।
যে মোরে নির্ভর করে সেই পায় কুল॥
এক হাতে আত্ম-রক্ষা করে যাজ্ঞসেনী।
আর হাতে ঊর্দ্ধ করে ডাকে চক্রপাণি॥
মন প্রাণ সমর্পিয়া যেবা করে আশ।
থাকিতে পারি কি আমি? আমি ভক্ত দাস॥

আমি জগতের কর্ত্তা ত্রিলোকের স্বামী।
ভক্ত যেথা কর্ত্তা হেথা কি করিব আমি ?
জোরে টে'নে দুঃশাসন বস্ত্র নিল কাড়ি।
দু'হাত তুলিয়া ডাকে দ্রুপদ কুমারী॥
হা কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু বিপদ ভঞ্জন।
বিষম বিপদে কর লজ্জা নিবারণ॥
লজ্জা হয় রমণীর ভূষণ প্রধান।
বিবসন থাকা আর মরণ সমান॥
কৃষ্ণার রোদনে গলে পর্ব্বত পাষাণ।
আর কি থাকিতে পারে প্রভু ভগবান॥
আর কি থাকিতে পারে ভক্ত প্রাণধন।
বিপদ ভঞ্জন হরি যশোদা নন্দন॥
আর কি থাকিতে পারে দৈবকী দুলাল।
শঙ্খ চক্রধারী হরি মাধব গোপাল॥
আর কি থাকিতে পারে সেই ননী চোরা।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ পীতচুড়াধরা॥
আর কি থাকিতে পারে রাধিকা রমণ।
বিরিঞ্চি বাঞ্চিত হরি গোপিনী মোহন॥
আর কি থাকিতে পারে দয়ার আধার।
করুণা সাগর কৃষ্ণ ভব কর্ণধার॥
আর কি থাকিতে পারে সেই যদুরায়।
বস্ত্ররূপে আবরিল দ্রৌপদীর কায়॥

শত দুঃশাসন যদি শত হাতে টানে।
না হয় বসন শেষ যোগায় বিমানে॥
ধন্য ধন্য যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণ ভক্তি তোর।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণ প্রেম সতীত্বের জোর॥
শত শত প্রণিপাত তোমার চরণে।
ক্ষেমেশেরে কর দয়া কৃষ্ণ ভক্তি দানে।

দুর্ল্লভ।

—ঃ০ঃ—

জননী জঠরে ক্ষুদ্র জরায়ু ভিতর।
কোন চিন্তা ছিলনা ছিলেম একেশ্বর॥
জন্মিবা মাত্রেই দেখি মাতা পিতা আর।
ক্রমে ক্রমে কলত্রাদি পুত্র পরিবার॥
তাহাতে মিটেনা সাধ একিরে বলাই।
পুত্র বধু দেখা চাই দুহিতা-জামাই॥
পৌত্র মুখ দেখিতে বিলম্ব যদি হয়।
অভাগা বলিয়া কাঁদি. দুঃখিত হৃদয়॥
মাতৃ গর্ভে ছিনু একা দুঃখ নাই মনে।
পরিবারে তৃপ্তি নাই লোভের বন্ধনে॥
পরিবার মধ্যে যদি কাহাকে হারাই।
অনশনে ধরাসনে গড়াগড়ি যাই॥

আমি কার কে আমার কেন ঝরে আঁখি ?
ভাবিনা যাবার মোর কয় দিন বাকী ॥
অৰ্দ্ধ হস্ত পরিমিত স্থানে করি বাস।
ঊর্দ্ধ পদে অধোমাথে কাটি দশ মাস ॥
ত্রিতলেতে আছি এবে তৃপ্তি নাহি তায়।
একাকী শ্মশান বাস সে চিন্তা কোথায় ?
কত শত দ্রোণ ভূমি করিলাম ক্রয়।
কিছুতে মিটেনা সাধ একিরে বিস্ময় ॥
বাটীর নিকটে যদি ভাল জমি পাই।
ইচ্ছা হয় ছল চক্রে কিনি লই তাই ॥
ভুঞ্জিলাম কত সুখ মিটিলনা সাধ।
বিষময় বিষয়ের বিষম প্রমাদ ॥
বুঝিলাম যেন জ্বর যন্ত্রনার কালে।
কিসেতে হইবে ঠাণ্ডা দিশা নাই মিলে ॥
মেদ ক্লেদ জরায়ু জঠরে ছিল বাস।
যোগী বেশে অনায়াসে গত দশ মাস ॥
বাসাবাড়ী ইন্দ্রপুরী সাজায়েছি ভাই।
খট্বাঙ্গে শায়িত অঙ্গ তবু শান্তি নাই ॥
শোষক রোগীর মত তৃপ্তি কভু নাই।
কোথা যাব কি করিব শান্তি কোথা পাই।
বুঝিছি এ ভবধামে হরি নাম সার।
ভব রোগে মহৌষধি নাই অন্য আর ॥

জুড়াইতে চাহ যদি এ ভবের জ্বালা।
প্রাণ খুলে ডাক মন সে চিকণ কালা॥
কালা নহে কালা নহে কালের সে কাল।
কালেতে ডাকিলে ঘুচে সকল জঞ্জাল॥
নয়ন মুদিয়া যবে ছাড়িব সংসার।
ত্রিহস্ত শ্মশান হবে যথেষ্ট আমার॥
যাবত জীবিত আছি জাগরণ কাল।
এ কালে হৃদয়ে মন চিন্ত নন্দলাল॥
সদা হাহাকার কবে হবে শুভ দিন।
তপন তনয় বসে গণিতেছে দিন॥
কবে হবে শনি শেষ গুরু আগমন।
দেশের ঠাকুর হব পাব বহু ধন॥
এমন দুর্লোভে মন ম'জেছে আমার।
ধন্য হে মোহিনী শক্তি সংসার মায়ার॥
ক্ষেমেশে কাতরে কহে প্রণতি সহিত।
কাটহ লোভের ফাঁদ প্রহ্লাদের মিত॥
যদিও পূণ্যের কণা মম ভাগ্যে নাই।
পূর্ব্ব পুরুষের পূণ্যে যথেষ্ট বড়াই॥
পিতৃ পিতামহাদির মহা পূণ্য ফলে।
আশা রাখি প্রাণ পাখী যাবে রাম ব'লে॥
লালায়িত না হইব তুচ্ছ সুখ তরে।
ছাতি নাহি ফুলাইব অভিমান ভরে॥

ঝুলাব না ঘড়ি আর চে'ন কোন দিন।
নিন্দা বিষে না করিব রসনা মলিন ॥
হে নন্দ-নন্দন বল কবে কৃপা হবে।
ক্ষেমেশের আত্মা তব পূত নাম লবে ॥

—:•:—

শ্যামা মা মুক্তকেশী কেন?

দেবীর মস্তকে থাকি দেখে কেশ চয়।
পশু-পতি করেছেন পদেতে আশ্রয় ॥
মুনি ঋষি দেবর্ষি মহর্ষি আদি করি।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেব পদে গড়াগড়ি ॥
মস্তকে থাকিয়া বল কি ফল আমার?
বন্ধন খসিয়া পড়ে চরণে শ্যামার ॥
চরণ শরণে হয় বন্ধন মোচন।
তাই মাতা মুক্ত কেশী জানে জগজ্জন ॥
রমণী সবার পক্ষে আছে এ বিধান।
লজ্জা বিবর্জ্জিতা হয়ে প্রসবে সন্তান ॥
এক শিশু প্রসবে মা লজ্জা পরিহরি।
অনন্ত প্রসূতি তাই শ্যামা দিগম্বরী ॥
অসৎ সন্তান সব শাসনের তরে।
তীক্ষ্ণ খড়গ দাক্ষায়নী ধরে বাম করে ॥

দুষ্ট মারি ঘুচায় মা পৃথিবীর জ্বালা।
এহেতু দুষ্টের মুণ্ডে করে মুণ্ড মালা॥
অভয় দক্ষিণ হস্তে আশীর্ব্বাদ তার।
সুখে থাক সাধু পুত্র এই ইচ্ছা মার॥
প্রকৃতি পুরুষ মধ্যে প্রকৃতি প্রধান।
পতি হৃদে সতী পদ দেখ বিদ্যমান॥
লোল জিহ্বা জননীর দেখে কেন ভয়?
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছাতেই পলকে প্রলয়॥
মার কেন বলি দানে আনন্দ অপার।
রিপু বলি দিয়া পূজ এই ইচ্ছা তাঁর॥
ভীষণ বিকট মুখে কেন অট্ট হাস।
শিষ্টের পালন তরে দুষ্টের বিনাশ॥
করাল বদনা কালী অনন্ত সংহার।
তাই ক্ষণে অট্ট হাসি ক্ষণে হুহুঙ্কার॥
নাগিনী বাঘিনী সম প্রসবি সন্তান।
আপনি করেন সৃষ্টি আপনিই খান॥
এসব বিচিত্র গতি কি বুঝিব মার।
ধ্বংস নীতি জগতের এ জগদম্বার॥
অন্য দেব দ্বিনেত্র ত্রিনেত্র কেন শ্যামা।
সত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে ত্রিনয়না॥
এক নেত্রে সত্ব গুণে প্রসব-কারিণী।
আর নেত্রে রজোগুণে পালেন জননী॥

আর নেত্রে তমঃ গুণে করেন সংহার
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের আধার ॥

——:০:——

ক্ষেমেশের অদৃষ্ট

ব্রজেশ্বরী কৃপা করি দেখ পুত্র পানে।
বৎসর বয়সে ছাড়ি গিয়াছ সন্তানে ॥
কারে দিয়া গেলি রে মা কেবা দুগ্ধ দিয়া।
পালিল সে দুগ্ধ পোষ্য আপনা ভাবিয়া ॥
মৃত্যুকালে ইষ্ট চিন্তা না করিয়া মনে।
কেবল চিন্তিলা শিশু বাঁচিবে কেমনে ॥
জনক দিলেন পোষ্য খুড়ি মার ঘরে।
তাতে বিধি বাম মরে দু বছর পরে ॥
বিবাহ হইতে বর্ষ না হইতে পার।
পরলোক গতা হ'ল শ্বাশুড়ী আমার ॥
বন্ধু স্থানে স্বয়ং আছেন শনৈশ্চর।
যাহাকে আপনা ভাবি সেই হয় পর ॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত মম আছে কর্ম্ম ফল।
অমৃতের বিনিময়ে পাই হলাহল ॥
রক্ত দানে ক'রে যদি পর উপকার।
বিষময় ফল হয় প্রতিদান তার ॥

বাবু "সোণা" করি যদি তুলি লই কোলে।
শালা বলে ফেলে দেয় সাগরের জলে॥
আমা হ'তে কার যদি উপকার হয়।
ভয়েতে করেছি বলে ভালবাসা নয়॥
ঋণ দিলে বলে মোর জমিনের আশ।
না দিলেও করে লোকে কলঙ্ক প্রকাশ॥
চাহিলে আপন প্রাপ্য চক্ষু করে লাল।
খেতে নাই টাকা দাও একিরে জঞ্জাল॥
না চাহি তথাপি নিন্দা করিবে সকল।
বৃদ্ধি সুদে বাস্তু ভিটা কিনিবারে ছল॥
যেমন বালিকা বধু শাশুড়ীর করে।
লবণ হইলে পাক কিল খেয়ে মরে॥
অলবণ হলে পাক পেট ফাঁপে বলে।
ননদী নাগিনী চড় মারে দুই গালে॥
সুপাক হইলে বলে ভাত লাগে বেশী।
দুদিনে ভাণ্ডার সব যাইবেক শুষি॥
ফুরাইলে চাউল তোর বাপে দিবে কি।
অভাগী অলক্ষ্মী বেটী রাক্ষসীর ঝি॥
পোড়া বিধি এ বধুর কি লিখিলা ভালে।
এই দশা ক্ষেমেশের হ'ল শেষ কালে॥
ধন্য শনৈশ্চর শমনের সহোদর।
শমন নিকট মোর আর কিরে ডর॥

জীবন জুড়াব পাব পবিত্র শ্মশাণ।
তোমার কুদৃষ্টি হ'তে পাব পরিত্রান॥
হরি ব'লে যদি আমি মরিবারে পাই।
তোমা হ'তে হবে মোর অধিক বড়াই॥
মার্ত্তণ্ড বেষ্টিয়া ঘুর নাহিক বিশ্রাম।
আমার আসন হবে পূত নিত্যধাম॥

মাতৃ–ভক্তি

দেখনা সকল শাস্ত্রে রয়েছে বিধান।
জগতে আরাধ্য নাই জননী সমান॥
জননী জঠরে যবে জীব জন্ম হয়।
সে মাস হইতে মার কষ্টের উদয়॥
প্রথম মাসেতে মার গায়ে নাই সুখ।
বুঝিতে না পারে কিন্তু কি হ'ল অসুখ॥
দ্বিতীয় মাসেতে ক্রমে ভারী বোধ হয়।
তৃতীয়েতে মেদ বৃদ্ধি অঙ্গে সমুদয়।
চতুর্থ মাসেতে মার গায়ে নাই বল।
অন্নেতে অরুচি সাধ খাইতে অম্বল॥
পঞ্চম মাসেতে মায়ে করয়ে বমন।
বিবর্ণ অঙ্গের বর্ণ পাণ্ডুর বরণ॥

ষষ্ঠ মাসে মায়ের কষ্টের সীমা নাই।
সপ্তমেতে কথায় কথায় দেন হাই॥
অষ্টমেতে এপাশ ওপাশ অনুক্ষণ।
কষ্টের অবধি নাই ভূমিতে শয়ন॥
নবমেতে কি বলিব মার দুঃখ হায়।
আধার চর্ম্মের বলি ছিঁড়ে নাহি যায়॥
দশমেতে নাই মার জীবনের আশ।
ধাত্রীকে দেখিলে মার অমনি তরাস॥
দাসী মাসী প্রতিবেশী যারা কাছে রয়।
ভয় নাই বলে সবে ডাকে দয়াময়॥
পূর্ব্ব পুরুষের নাম কর মনে মনে।
অঘোর বিপদে ডাক বিপদ ভঞ্জনে॥
বাহির বাটীতে বিপ্রে করে স্বস্ত্যয়ন।
জয় জনার্দ্দন হরি শ্রীমধুসূদন॥
প্রসবের কাল যবে উপস্থিত হয়।
প্রসূতির লাগি আসে যম মহাশয়॥
কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষেরা কল্যাণের তরে।
সুপ্রসব হেতু বসি আশীর্ব্বাদ করে॥
এমন সঙ্কট কাল উপস্থিত মার।
বাঁচে শুধু কৃপায় দয়াল বিধাতার॥
সন্তান ভূমিষ্ঠ দেখি জন্মে মহা সুখ।
স্নেহময়ী ভূলে যায় প্রসবের দুঃখ॥

বিধাতার মুগ্ধকরী মায়ার কৌশল।
সৃষ্টির প্রধান যন্ত্র জননী কেবল॥
প্রথমে জন্মিয়া মায়ের রূপখানি হরে।
দ্বিতীয়েতে জননীরে রোগগ্রস্থ করে॥
তৃতীয়েতে চিন্তা দিয়া দেহ করে ক্ষয়।
মল মূত্রে দিবা নিশি গাত্র ভিজা রয়॥
তবুও শুনিলে হবে পুত্রের কল্যাণ।
আনন্দে নাচিয়া উঠে জননীর প্রাণ॥
কি কারণে কোন দিনে হয় যদি ব্যাধি।
মায়ের অন্তরে নাই দুঃখের অবধি॥
তাতে কুলক্ষণ যদি কভু দেখা যায়।
বিষাদের তপ্ত অশ্রু বক্ষটী ভাসায়॥
ঘরে পয়সা আছে কিনা নাহিক বিচার।
দেবতা মানস করে ইচ্ছা যত মার॥
অজাতি বলিল রোগ আরোগিতে পারি।
জননী লুটায়ে পড়ে চরণে তাহারি॥
ঘুম ঘোরে উচ্চৈঃস্বরে যদি শিশু কাঁদে
থুথু গায়ে দিয়া মায়ে শিখা দেন বেঁধে॥
পুত্রের অসুখ হবে এই ভাবনায়।
সুখাদ্য খাইতে কভু নাহি পারে মায়॥
মাতৃস্তনে খাদ্য গুণে রোগ যদি হয়।
সে দুধ খাইলে দুঃখ পাইবে তনয়॥

যে কিছু খাইতে আমি দেখি জননীরে।
কাড়িয়া লইব খেতে দিবনা তাঁহারে॥
মাছ আমার কাঁটা তাঁর খাওনেতে ছাই।
এমন দুর্লভ ধন ধরাতলে নাই॥
শিশু কোলে মাতা যবে করেন আহার।
জলে মলে মিশিলেও ঘৃণা নাই তাঁর॥
শিশুর ঘুমের কাল যদি যায় চলি।
জননী পাড়ান ঘুম রূপকথা বলি॥
"ঘুম যারে শুয়ে বাছা নয়নের মণি।
শত শত চাঁদ যাদুর চরণ নিছনি॥
এক চাঁদ উদিয়াছে গগণ মণ্ডলে।
শত শশি শোভা তোর বদন কমলে॥
নীল কদম্ব টঙ্গী মাঝে স্বর্ণ বধূ আছে।
ডানে মম কাণু যেন বামে রাধা সাজে॥
রাধা নহে রাধা নহে রাধা কলঙ্কিনী।
আনিব সোণার বধু মধুর হাসিনী॥
হাসিতে বিজুলী খেলে মুক্তাফল ঝরে।
সিন্দুরের বিন্দু দিলে ঘর আলো করে॥"
রূপকথা ছড়া বলি নিশি বয়ে যায়।
মায়ের না হল ঘুম সে চিন্তা কোথায়॥
লোকে বলে গয়া গিয়া দিলে পিণ্ডদান।
মাতৃঋণে মুক্ত হয় শাস্ত্রের বিধান॥

মম মতে মাতৃঋণে মুক্তি নাই ভাই।
কোটী পিণ্ডদানে মাতৃঋণে মুক্তি নাই ॥
মাতৃপদ কি সম্পদ বিপদ ভঞ্জন।
মাতৃপদ চিন্তা কৈলে দুঃখ বিমোচন ॥
নিদ্রাকালে মাতৃ নাম বালিসেতে লিখ।
দুঃস্বপ্ন হইবে নাশ পরীক্ষাতে দেখ ॥
যাত্রাকালে মাতৃপদ হৃদি মাঝে ধরি।
অসাধ্য সুসাধ্য হয় খাটী কৈ'তে পারি ॥
যখন করিবে রিপু চিত অধিকার।
মাতৃনাম হৃদয়েতে জপ বার বার ॥
কাম রিপু পলাইবে অন্য কিবা ছার।
মাতৃনাম মহা মন্ত্র সংসারের সার ॥
অভাগা ক্ষেমেশ মনে নাই মাতৃসুখ।
দু'মাস বয়সে মোর জননী বিমুখ ॥
জানিনা জননী হায় গৌর কিংবা কালো
হৃদিপদ্ম মাতৃনামে না করিলাম আলো ॥
মাতৃ-রিষ্টে পিতামহ বিষাদিত মন।
না করিল দুঃখে মোর মুখ দরশন ॥
না করিল ষষ্ঠীপূজা উৎসবাদি আর।
এমনি পাপিষ্ঠ আমি সংসার মাঝার ॥
লগ্নের চতুর্থ ঘরে শনি মোর রয়।
যার উপকার করি সেই শত্রু হয় ॥

সপ্তমে কুগ্রহ দুটী রাহু ও মঙ্গল।
হেন অভাগার কিসে হইবে মঙ্গল॥
নশ্বর জগত হতে এই দেহ ছাড়ি।
ধন্য হব হরি বলে যদি যে'তে পারি

—ঃ০ঃ—

ভক্তি-উপহার।

পূজনীয়,

শ্রীমৎ পিতৃব্য মহেশচন্দ্র রক্ষিত
মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে।

তাত,

নমি তব পদাম্বুজে করুণা আধার।
যাঁহার অভাবে হেরি আঁধার সংসার॥
অসময়ে অভাগারে ত্যজিয়া যাইবে।
কাহার চরণ তলে আশ্রয় পাইবে॥
অশান্তির দাবানলে তাপিত যখন।
অমিয় বচনে কেবা মুছাবে নয়ন॥
মৃত্যু শয্যা'পরে যবে আছিনু পড়িয়া।
বসেছিলে দিবা রাত্র কোলেতে করিয়া॥

বলেছিল পিতৃদেব অন্তিম সময়।
গিরীশ মহেশ কভু ভিন্ন নাহি হয়॥
সংসার সমুদ্রে ঘাত পাইলে কখন।
মহেশ চরণাশ্রয় করিও গ্রহণ॥
ব্যাধিতে ভেষজ ছিলে বিপদে বান্ধব।
বল বুদ্ধি ভরসা সহায় আদি সব॥
পুরবাসী জনগণে করি শোকাকুল।
বাণপ্রস্থ মহা ধর্ম্ম করিলে হে মূল॥
না না কভু বাধা আমি নাহি দিব তাত
মূর্খ মোরা স্বার্থপর পাপে বিজরিত॥
যথায় মা অন্নপূর্ণা মহেশ সহিত।
অর্দ্ধ চন্দ্রাকার গঙ্গা যথা বিরাজিত॥
ভূমি স্বর্গ বারানসী চির পূণ্য ধাম।
লওগে লওগে তাত তথায় বিশ্রাম॥
স্নান করি উত্তর-বাহিনী গঙ্গাজলে।
হেরিও অন্নদা বিশ্বনাথ কুতুহলে॥
জীবনের অপরাহ্ন শান্তিতে যাইবে।
নিবিলে জীবন দীপ মহেশ হইবে॥
শেষ নিবেদন করি তোমার চরণে।
আশীষ করিও দেব সেবক অধমে॥
শ্রীপদ আশীষ মাত্র প্রধান সম্বল।
বিপদে সহায় বুদ্ধি ভরসা কেবল॥

নয়নের জল সহ ক্ষুদ্র উপহার।
করিনু অর্পণ পূত চরণে তোমার॥
করহ গ্রহণ তাত করিওনা ঘৃণা।
তব নাম জপি সদা হৃদয়ে বাসনা॥
নমি তব শ্রীচরণে নমি বার বার।
পিতৃব্য! পিতার তুল্য তুমি হে আমার॥

প্রণত—
শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত।

ভক্তি-উপহার।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রক্ষিত,
মহাশয় পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু।

আজি কেন পরিয়াছ বিষাদের আভরণ
মধুময়ী প্রকৃতি সুন্দরী।
অদূরে শোকের বাঁশী বাজিতেছে কেন আজি
ছড়াইয়ে বিষাদ লহরী।

কেন আজি নীলাম্বরে শারদ সুধাংশু মুখে
পড়িয়াছে রেখা কালিমার।
পুরবাসী যত জন কেন বিষাদিত মন
কেন ঝরে নয়ন আসার।
আজি কি মহান শোকে উদ্বিগ্ন সবার প্রাণ
হতাশার তপ্ত শ্বাস বহে।
বদনে না সরে ভাষ নাহি সে সুচারু হাস
অশান্তির হুতাশন দহে।
উঁথলিছে চারিদিকে কেন শোক পারাবার
বুঝিয়াছি কারণ ইহার।
মহেশ মহেশ সম প্রিয়তম অনুপম
নিষ্কলঙ্ক সুধার আধার।
প্রেমের বন্ধন ছিঁড়ি উদাসীর বেশে হায়
হৃদে দিয়ে দারুণ বেদন।
পৌরজন কাঁদাইয়ে শোক সরে ভাসাইয়ে
বাণপ্রস্থ করিবে গ্রহণ।
তাই এ শোকের রোল উঠিছে দিগন্ত প্লাবি
অশান্তির ভীম প্রভঞ্জন।
ভেদিয়া গগন প্রান্ত বিক্ষোভিয়া দিক অন্ত
উঠিয়াছে মহান ক্রন্দন।

তবে কি নিতান্ত বন্ধু যাইবে ত্যজিয়া।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমারে ছাড়িয়া॥

দীন দুঃখী জন আর কার পানে চাবে।
কে আর অমিয়ভাষে কুশল সুধাবে॥
ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির সম দানে কল্পতরু।
বুদ্ধে বৃহস্পতি, শান্ত ধীরত্বে সুমেরু॥
তব গুণ গায় যত পুরবাসী জন।
ভুলিতে নারিবে দেশ তোমায় কখন॥
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রসম তোমার সুযশ।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ তব গুণ বশ॥
দয়াময় স্নেহময় পুণ্যময় তুমি।
তোমার বিরহে দেশ হবে মরুভূমি॥
বিনয় করুণা ক্ষমা তব অলঙ্কার।
সরল স্বভাব কিবা সাধু ব্যবহার॥
কহিনুর মণি তুমি সুধার সাগর।
এ দীন দেশের তুমি গৌরব ভাস্কর॥
আর্ত্তজন গণ বন্ধু তুমি মাত্র গতি।
মরুভূমে তৃষিতের যথা স্রোতস্বতী॥
ধন্যা জগদম্বা সতী যাঁহার জননী।
ধন্যা ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া যাঁহার গৃহিনী॥
ধন্য সাধু ত্র্যাহিরাম তুমি যার সুত।
ধন্য রক্ষিতের বংশ যাহা হতে পূত॥
লব না স্বার্থের নাম রাখিব না বাঁধিয়া।
জীবনের লক্ষ স্থানে যাও দেব চলিয়া॥

কিন্তু প্রাণ অবিরাম তব নাম ভাবিবে।
তব স্মৃতি নিরন্তর অন্তরেতে জাগিবে॥
যখন নিতান্ত প্রাণ তব তরে কাঁদিবে।
আকুলি ব্যাকুলি হয়ে দিশাহারা হইবে॥
তখন একান্ত দেব দেখা দিয়ে যাইও।
এ পোড়া দেশের কথা একটুকু ভাবিও॥
এ দেশ তোমার কাছে ঋণী সদা থাকিবে।
প্রাতঃ সন্ধ্যা দুইবেলা তব নাম জপিবে॥
পূজিতে তোমায় দেব আমাদের বাসনা।
তাই এ প্রীতির হার করিয়াছি রচনা॥
করহ গ্রহণ এই উপহার আদরে।
কৃতজ্ঞতা পাশে সদা বদ্ধ রাখ মোদেরে॥

বশংবদ—
জোয়ারা গ্রামবাসী।

আমার পিতা।

জোয়ারা গ্রামেতে এক নামে পরিচয়।
স্বর্গীয় রাধাচরণ মুন্সেফ মহাশয়॥
যাঁর কীর্ত্তি কলাপ ঘোষয়ে সর্ব্বজনে।
রাখিলা অক্ষয়কীর্ত্তি বাজার স্থাপনে॥

তৎপুত্র গিরিশচন্দ্র নামে সুপ্রভাত।
আরোগ্য করিত রোগী গায়ে দিয়া হাত॥
ধন্বন্তরী সম ছিল ব্যবসা যাঁহার।
জগত ভুলিত দেখি প্রীতি ব্যবহার॥
পদ্মহস্ত ছিল দেহ অতি সুলক্ষণ।
মিষ্টভাষে তুষ্ট ছিল প্রতিবেশীগণ॥
এমনি হাতের যশ আছিল প্রবল।
যাহা দিত তাহাতে রোগীর হ'ত ফল॥
কার বধূ অন্তঃসত্ত্বা রোগী কার ঘরে।
দিতেন ঔষধ পথ্য সদা অকাতরে॥
জ্বরে পান্থা পথ্য দিত মাঠা পথ্য শোথে।
হিক্কা রোগী হত ভাল খেজুর রসেতে॥
আপন পাতের খাদ্য দিয়া পর পাতে।
ভোজনের তৃপ্তি লাভ করিত মনেতে॥
মিশিত বালক সম বালকের সনে।
কৌতুক করিত পেলে সুরসিক জনে॥
সাহসে সুমেরু সম না হ'তেন ভীত।
পুত্র শোকেতেও নাহি হত বিচলিত॥
ভোজনের অভিলাষ হয় কভু যদি।
আধা ভাত আধা চিড়া মহিষের দধি॥
কেহ যদি দেখাইত অপাকের ভয়।
হাসিয়া উড়ায়ে দিত পিতা মহাশয়॥

আহা মরি কি আশ্চর্য্য ভোজনের ঘটা।
কভুও না ফেলিতেন কৈমাছের কাঁটা॥
বহু পথ হাঁটি বেড়াতেন অকাতরে।
চস্‌মা নাহি ধরিলেন অশীতি বৎসরে॥
চিবায়ে সুপারি শুষ্ক দশনের বলে।
কৌতুক করিত তাঁর বেহাইন মহালে॥
যদি কোথা বৃক্ষ লতা রোপিবার হয়।
আপনি রোপিত মম পিতা মহাশয়॥
পদ্ম হাত ছিল তাঁর সুযশ এমন।
ছিন্ন মূল রোপিলেও হ'ত না মরণ॥
মৃত্যুকালে বলে ছিল পিতা মহাশয়।
কাতর হ'য়োনা বাছা পেয়ে শত্রুভয়॥
অকুলে পড়িলে ডেকো গোকুলের হরি।
যে রাখে কৃষ্ণার মান বস্ত্ররূপ ধরি॥
প্রহ্লাদে করিল রক্ষা হিরণ্যাক্ষ করে।
রাখিল গোকুলবাসী গোবর্দ্ধন ধরে॥
ক্ষুর সেতু কেশের ধরণী করে পার।
কলঙ্ক ভঞ্জন যিনি করিলা রাধার॥
যাঁর নামে দুগ্ধপোষ্য ধ্রুব মহোদয়।
ব্রহ্ম নাম জপিয়া ব্রহ্মেতে হ'ল লয়॥
যাঁহার নামে সাপ বাঘ হিংসাবৃত্তি ছাড়ে।
যাঁর নামে শত্রুগণ মিত্রভাব ধরে॥

প্রাণ খু'লে ডেকো তাঁরে চক্ষে ফেলো জল।
অবশ্য সহায় হবে দুর্ব্বলের বল॥
সত্য পথে থাকিয়া স্বধর্ম্মে দিলে মন।
বিপদে সহায় হবে বিপদ ভঞ্জন॥
শত্রু সনে করো সদা মিত্র ব্যবহার।
অপকার বিনিময়ে দিও উপকার॥
অযথা হইলে শত্রু হরি দয়া করে।
বিশেষতঃ শত্রু হলে হরিনাম স্মরে॥
শত্রু যদি থাকে লোক হয় সাবধান।
জানিও শত্রুর নিন্দা সাবান সমান॥
সেই হেতু শত্রুহলে পাপে থাকে ভয়।
ডাকিও বিপদকালে হরি দয়াময়॥
মহেশ রমেশ আছে স্বপক্ষে তোমার।
তাহাদের উপদেশে চালাও সংসার॥
যতোধর্ম্ম স্ততোজয় বিধির বিধান।
তাহে কিছু নাহি লাগে দর্শন বিজ্ঞান॥
এস বাছা আশীর্ব্বাদ করি তোর শিরে।
শত্রুজয়ী হয়ে থাক সুখী পরিবারে॥
মহেশ রমেশ করে সমর্পণ ক'রে।
চিন্তামণি পুরে যাই অচিন্ত্য নগরে॥
পিতার অসীম স্নেহ কি বলিব হায়।
এমন সুধন্য পিতা গেলেন কোথায়॥

রক্ষিত বংশে খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম।

ধর্ম্ম আত্মা সাছিরাম রক্ষিত মহাশয়।
দানে কল্পতরু কীর্ত্তি ভুবন বিজয়॥
তরাগ দীর্ঘিকা দান নিত্য কর্ম্ম যাঁর।
তৌজিখানা অলঙ্কৃত প্রতিভা যাঁহার॥
মৃত্যুঞ্জয় রক্ষিত সে পুরুষ প্রধান।
সুন্দরে কন্দর্প দানে কর্ণের সমান॥
শ্রাদ্ধকালে স্তুপাকার করিতেন চা'লে।
একুল থাকিয়া নাহি দেখেন ও কুলে॥
পর নারী কভু যেন দেখা নাহি যায়।
নৌকা হ'তে বাটী যেতে ঘোমটা মাথায়॥
স্বয়ম্ভু বাটীতে মৃত শম্ভু আলিঙ্গনে।
শম্ভুনাথের স্নান জল পড়িছে শ্মশানে॥
পার্ব্বতীচরণ মুন্সী ছিলেন দীর্ঘকায়।
পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত অতি পারস্য ভাষায়॥
ত্র্যাহিরাম রক্ষিত ছিল অনুজ তাঁহার।
স্থির ধীর জ্যোতিষেতে পূর্ণ অধিকার॥
তদানুজ রাধাচরণ বংশের পূজিত।
এক নামে ধরাধামে আছেন পরিচিত॥

যাঁর কীর্ত্তি কলাপ ঘোষয়ে ত্রিভুবন।
কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে যাঁর বাজার এখন॥
শ্রীরাম সেবক পরীক্ষিতের সমান।
রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন হিসাবে প্রধান॥
ব্যয়িত বিপুল অর্থ বিষ্ণুমণ্ডপ দানে।
যশেতে পূরিল দেশ জাগরণ গানে॥
জ্যেষ্ঠতাত চৈতন্য রক্ষিত মহাশয়।
বুদ্ধি বিশারদ বিচক্ষণ অতিশয়॥
শালিসে তজবিজে ছিলেন সবারি প্রধান।
নিরপেক্ষ বিচারে ছিলেন নিষ্ঠাবান॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নাহি তাঁর ভুল।
পরদার মহাপাপ ছিল চক্ষু শূল॥
মিথ্যা মোকদ্দমা করা মিথ্যা সাক্ষ্য আর।
এদোষ দেখাতে পারে হেন সাধ্য কার॥
হরচন্দ্র নামে খুড়া হর অবতার।
কপটতা কি কু-কথার না ধারিতেন ধার॥
সত্যপথে চলিয়া স্বধর্ম্মে দিন যায়।
শিবচতুর্দ্দশী দিনে শিবেতে মিশায়॥
দেবীদাস রক্ষিত যেন দেবীর সন্তান।
সদাচার শুচীভূত অতি নিষ্ঠাবান॥
বৃহন্নারদীয় গ্রন্থ কি মনুসংহিতা।
নিত্য সহচর যার ভগবত গীতা॥

চিকিৎসাতে সুনিপুণ হাতেতে সুযশ।
মৃত্যুচিহ্ন চিনিবারে সুদক্ষ বিশেষ॥
বৈতরণী দান আদি অন্তিমের ক্রিয়া।
সাবধানে সম্পাদিত আপনি থাকিয়া॥
গিরিশ রক্ষিত ছিলেন জনক আমার।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ করে হাহাকার॥
সামান্য বুদ্ধিতে লিখি কি সাধ্য আমার।
লিখিলে হইবে ভার ভারত আকার॥

মহেশ ও যাত্রামোহন

মহেশ নামেতে মোর খুড়া মহাশয়।
এখনও বাঁচিয়া আছেন পূর্ণ চন্দ্রোদয়॥
না জানেন ইংরেজী বুঝেন কিন্তু ভালো।
গুণপনায় তৌজিখানা করেছিল আলো॥
যাঁর গুণালোকে আলোকিত কাশীধাম।
বাঙ্গালী টোলাতে ঘরে ঘরে যাঁর নাম॥
এবে আছেন সীতাকুণ্ডে স্বয়ম্ভুর আশ।
পাইয়াছেন সঙ্গী বাবু যাত্রামোহন দাস॥
আচারে বিচারে আর ধর্ম্ম আলাপনে।
দুই জন মিশে গেছে সমানে সমানে॥

উভয়ে কৃশাঙ্গ তবু সুন্দর অপার।
না হেরে স্বয়ম্ভু অম্বু না করে আহার॥
দিবা রাত্র বিন্দুমাত্র নাই অবসর।
সার করিয়াছেন গীতা চিতার দোসর॥
নিজে গল্প না করেন শুনিবার আশ।
বৃথা কথা বলিবার নাহিক অভ্যাস॥
সেরেস্তাদার কি উদার শিষ্ট ব্যবহার।
আমাকে ভাবেন বন্ধু সৌজন্য তাঁহার॥
ছাড়েনা বিষয় মোরে আমি যদি ছাড়ি।
লাগিয়া থাকিতে তথা তাই নাহি পারি॥

শোকোচ্ছ্বাস।

[৺পণ্ডিত অম্বিকা রক্ষিতের মৃত্যুপলক্ষে।]

আমি বলি যবে ছিনু জননী জঠরে।
বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন কে বাঁচাল মোরে॥
না ছিল আমিত্ব বোধ স্বামিত্ব বিকাশ।
কে যোগাল জঠরেতে খাদ্য দশ মাস॥
শক্র যবে ব্যাধরূপে বরশিল শর।
মেঘ রূপে বিধিল ক্ষেমেশ কলেবর॥

চাহিলাম যার পানে সেই হানে বাণ।
ব্যুহচক্রে হ'নু অভিমন্যুর সমান॥
কালের কুটিল গতি বুঝা অতি ভার।
ভজিলে ফেলিয়া দেয় সাগর মাঝার॥
বিপদে পড়িয়া ডাকি বিপদ ভঞ্জন।
ক্রমেতে জুটিল আসি বন্ধু কয় জন॥
প্রিয় বাবু অম্বিকা রক্ষিত মহাশয়।
দেখিয়া আমার দশা ব্যাকুল হৃদয়॥
চক্ষু জলে বক্ষ ভাসায়েছে কতবার।
হারানু হৃদয় রত্ন অদৃষ্ট আমার॥
বিরহিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী অবোধ সন্তান।
উন্মাদিনী মাতা ছাড়ি কোথায় প্রয়ান॥
শশাঙ্ক বাসরে বাছা ধরি মাতৃ পায়।
সহরে আসিলে নিয়ে জনম বিদায়॥
অভাগিনী জায়া তোর দুঃখিনী জননী।
ক্রন্দন করিছে দোহে লোটায়ে ধরণী॥
তাদের রোদনে কাঁদে পশু পক্ষিগণ।
হায় পোড়া বিধি তোর বিধান কেমন॥
আর না দেখিবে মাতা জনম দুঃখিনী।
আর না দেখিবে সতী পতি বিরহিনী॥
আর না দেখিবে তোরে দেশবাসীগণ।
আর না শুনিব তোর মধুর বচন॥

আমার প্রাণের নিধি শান্তির সম্বল।
কাকা বলে প্রাণ খুলে কে ডাকিবে বল॥
গত জ্যৈষ্ঠ যবে গিয়াছিনু তোর ঘরে।
বধূমাকে ডাকাইয়া ব'লে ছিলি ধীরে॥
বাছিয়া সুমিষ্ট আম কাটি নিজ হাতে।
থালাতে সাজায়ে দাও কাকার সাক্ষাতে॥
কি বলিব বধূ মাতার মধু ব্যবহার।
উদর পুরিনু আম্র করিয়া আহার॥
কাল জাম আম আর কাঁঠালের কোষ।
তাজা চিড়া ভাজা খেয়ে লভিনু সন্তোষ॥
তোমারে হারায়ে আজি বিষাদিত মন।
কত কথা হৃদয়ে হইছে জাগরণ॥
বাক্যের চাতুর্য্য আর মাধুর্য্য শ্রবণে।
ভুলিতে না পারি বাছা এ পোড়া পরাণে॥
যখন বক্তৃতা কালে চোখ বড় করি।
হেলাইতে মাথা আর কাঁপাইতে দাড়ি॥
একসঙ্গে হ'ত তিন ভাবের বিকাশ।
মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য আর তেজের প্রকাশ॥
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই হারালেন রাম।
খুল্লতাত রমেশের বিধি হল বাম॥
কে দেখিবে চাষ বাস ঘর বাড়ী আর।
দেখিবে অবোধ শিশু লবে কার্য্যভার॥

সখাসম প্রবোধিবে যবে রাগ পাই।
উৎসবেতে যোগ দিতে আর কেহ নাই ॥
বুঝিলাম বুঝিলাম বুঝিলাম সার।
লঙ্ঘিতে বিধির বিধি সাধ্য নাহি কার ॥
যেন ফনোগ্রাফ যন্ত্রে গায় নানা গীত।
অন্যথা না হয় যাতে যেরূপ অঙ্কিত ॥
অভয় মিত্রের সেই শ্মশান এখন।
অনন্ত কালের হল শান্তি নিকেতন ॥
ক্ষেমেশ কাতরে ডাকে করুণা-আধার।
শান্তিতে রাখহ আত্মা অম্বিকা বাছার ॥

শেষ আকাঙ্ক্ষা।

ষষ্ঠিতম বর্ষ মম হর্ষে হল পার।
বুঝি নাই পরিণাম অদৃষ্ট আমার ॥
দেশবাসী প্রতিবেশীর না লাগিনু কাজে।
ব্যসনে শ্মশানে কিবা উৎসবে সমাজে ॥
পরপদ সেবা ক'রে হ'ল আয়ু শেষ।
মন ভরি দেখি নাই আপনার দেশ ॥
আমা হ'তে না হইলে কার উপকার।
পশু মত পুষিলাম উদর আমার ॥

জন্ম ভূমি কাশীস্থান বুঝিলাম সার।
যারে চাহি প্রীতি পায় নয়নে আমার ॥
প্রতিবেশী স্বজাতি আর অজাতি সকল।
শেষে ক্ষেমেশের হ'ল সহায় সম্বল ॥
মাতৃ পিতৃ শ্মশানের সন্নিকটে বাস।
কিবা সীতাকুণ্ডেতে স্বয়ম্ভু অভিলাষ ॥
দয়াময় কর দীনের বাসনা পূরণ।
অন্তিমেতে রাম নাম শান্তি নিকেতন ॥

আম্র ফল।

———:০:———

বার মাস মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মনোরম মাস জ্যৈষ্ঠ,
যাহে জন্মে আম্র মহাফল।
লেংড়া আর কৃষ্ণভোগ, যাহে ভাঙ্গে যোগী যোগ,
হেরে ঝরে রসনার জল ॥
জ্যৈষ্ঠ মাস আগমনে, আনন্দ সবার মনে,
মিষ্ট রসে তৃপ্ত সর্ব্বজন।
দরিদ্র কি ধনবান, পশু পক্ষী সবে খান,
আম কারে না করে বঞ্চন ॥
ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করি, দেখ আম্র বৃক্ষোপরি,
কত মত শোভা করে তায়।

কাঁচা পাকা ঝুলে ফল, হৃদি করে সুশীতল,
দরশনে নয়ন জুড়ায় ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শিশু মিলে, খেলে সবে বৃক্ষতলে,
বাতাস বহিলে বড় খুসী।
মাতা পিতা গালি পাড়ে, তথাপি না যায় ঘরে,
কুড়াইছে আম্র রাশি রাশি ॥
যে বাড়ী বেড়াতে যাই, আদরের ত্রুটী নাই,
খেতে পাই থালা ভরা আম।
অরণ্য ষষ্ঠির দিনে, জামাতারে বাটী আনে,
কি আনন্দ কিবা ধুম ধাম ॥
আম লিচু কচি তাল, কাঁঠালাদি সুরসাল।
জ্যৈষ্ঠেতে বিবিধ ফল পায়।
নূতন মেঘের জলে, মৎস্যেরা উজান চলে,
কি সুখে ধরিয়া লোকে খায় ॥
আহা ভাই কিবা মজা, এ কালের শনিপূজা,
কত ফল কত ফুল পাই।
রাশি রাশি বিল্ব দল, কি সুন্দর নিরমল,
উপকরণের সীমা নাই ॥
শুখ্না আম্‌সি রেখে, যদি দেয় মৎস্য পাকে,
অমৃতও তুচ্ছ বোধ হয়।
আমের আচার করি, রাখে যদি ভাণ্ডে ভরি,
খেলে মুখে রুচির উদয় ॥

লঙ্কাপতি দশানন, আম্র করি আস্বাদন,
দিলেন অমৃত ফল নাম।
সেই কথা মিথ্যা নয়, ফলেতেই পরিচয়,
খেয়ে দেখ মালদহের আম॥
কেহ বা বিদেশে গেলে, আম্র ফল রাখে তৈলে,
অকালেতে যাহা তু'লে খায়।
খেতে কারো ইচ্ছা হ'লে, বহুগুণ মূল্য দিলে,
অকালেতে পাওয়া নাহি যায়॥
আম রস মুখে দিলে, সব দুঃখ যায় ভুলে,
খেলে হয় আনন্দ প্রচুর।
জ্যৈষ্ঠের সুদীর্ঘ দিনে, দীন দুঃখী সর্ব্বজনে,
আমে করে অন্নজ্বালা দূর॥
রাজ রাজাড়ারও কাছে, আমের আদর আছে,
কি ফল দিয়াছে বিশ্বপতি।
বঙ্গে, ব্রহ্মে আছে আম, কেবল বিধাতা বাম,
অভাগিনী চট্টলার প্রতি॥
শুনি আসিতেছে আম, কৃষ্ণবর্ণ হ'ল জাম,
আম চিন্তা চিন্তিয়া অন্তরে।
লাজেতে দাড়িম্ব ফল, ভাবিয়া না পায় কুল,
অপমানে আপনি বিদরে॥
অভিমানে নারিকেল, অন্তরে পুরিল জল,
আম আগমন বার্ত্তা পাই।

কাঁঠাল দুশ্চিন্তাশীল, অন্তরে পড়িল খিল,
কণ্টক হইল সর্ব্বঠাঁই ॥
তরমুজ, শশাগণ, ভয়ে করে পলায়ন,
আম আগমনের উদ্দেশে।
অপরাধ মনে করি, মস্তকেতে বোঝা ধরি,
আনারস দেখা দিল এসে।
শুন ওহে আম্র ফল, ধন্য কৈলে ধরাতল,
কিবা দিব তোমার তুলনা।
অন্তর কঠিন নৈত, অনন্ত কি অন্ত পে'ত,
তব গুণ করিতে বর্ণনা ॥

—o—

রাধা ও বৃন্দার কথোপকথন

বৃন্দারে পাঠান রাধা আধ পাগলিনী।
কেলি করে কেলেসোণা পেয়ে একাকিনী
রাধা বলে বৃন্দা পেয়ে কৃষ্ণ মহাশয়।
অনঙ্গে মাতিয়া রঙ্গ করেছ নিশ্চয় ॥
বৃন্দা বলে রাধা দিদি দিব্য ক'রে বলি।
রসময় সঙ্গে নাহি করি রস কেলি ॥
হায় বিধি! হ'য়ে দিদি একি অবিচার।
বেঁধনা কলঙ্ক ঢোল গলাতে আমার ॥

কু-কথা বলনা দিদি লাজে মরি যাই।
কুভাবে দেখিনি কখন নাগর কানাই॥
ভাদ্র কৃষ্ণা চতুর্থীরে নষ্টচন্দ্র হেরি।
তাই মিথ্যা অপবাদ দিতেছ কিশোরী॥
রূপের সাগর বটে নাগর কানাই।
কিন্তু আমি পাপ চক্ষে কভু দেখি নাই॥
ধরা চূড়া পরি যবে বাঁশরী বাজায়।
যমুনা উজান চলে গোপিনী মজায়॥
ঘরে আছে ক্ষুদ-ভাত দুধের মতন।
পর পরমান্নে মোর কিবা প্রয়োজন॥
অসৎ নগরে আমি নাহি করি বাস।
অসতীর সঙ্গে নাহি করি পরিহাস॥
অসতী কাহাকে বলে তাও নাহি জানি।
বৃন্দা কভু মন্দ নহে নহে দ্বিচারিণী॥
বৃন্দা দূতী অসতী বলিয়া যেই বলে।
দাস-খত লিখি দিব তার পদতলে॥
বৃন্দা দূতী দোষ যদি কেহ দেখে চোখে।
নাক চুল কাটি আমি ডালি দিব তাকে॥
মাটিতে আঁকিয়া রেখা দর্প করি কহি।
ভুলিব সতীর ধর্ম্ম সে রমণী নহি॥
আমার শাশুড়ী সতী, সতী মোর মা।
অসতী কাহাকে বলে আমি জানি না॥

অতএব রাধা দিদি দিব্য ক'রে বলি।
করি নাই কৃষ্ণের সহিত রস-কেলি॥
রাধা বলে সিন্দুর নাইক কেন ভালে।
কপাল ঠুকেছি কৃষ্ণ চরণ কমলে॥
রাধা বলে দশনের দাগ কেন গালে।
আঁচর লেগেছে দিদি তমালের ডালে॥
রাধা বলে এলো মেলো কেন চুলগাছি।
কৃষ্ণকে আনিতে চুলে চরণ বেঁধেছি॥
রাধা বলে মাটি কেন লাগিয়াছে গায়।
কৃষ্ণেরে আনিতে দিদি গড়ায়েছি পায়॥
রাধা বলে শ্বাস কেন ঘন ঘন পড়ে।
ত্বরিতে সংবাদ দিতে আসিয়াছি দৌড়ে॥
রাধা বলে কেন হ'লি দুর্ব্বল এমন।
কৃষ্ণ হারা হেরে তব বিষণ্ণ বদন॥
রাধা বলে কেন তোর আরক্ত নয়ন।
আনিতে না পারি কৃষ্ণ ক'রেছি রোদন॥
কহ বৃন্দা স্তনে নখ-চিহ্ন কি কারণ।
করে বক্ষ আঘাতিতে লেগেছে কঙ্কণ॥
লজ্জিতা কেন হে বৃন্দা ভয় কেন মনে।
না পে'রে আনিতে কৃষ্ণ মরি গো মরমে
কি কষ্ট পে'য়েছ বৃন্দা ঘর্ম্ম কলেবরে।
এসেছি সংবাদ দিতে অতি ত্বরা করে॥

রাধা বলে পীতবস্ত্র পেলে বা কোথায়।
এনেছি কৃষ্ণের চিহ্ন দেখাতে তোমায়॥
ক্ষেমেশে কহিছে ক্ষান্ত হও রাধা-শশী।
তোমা হ'তে তোমার দূতীর বুদ্ধি বেশী॥
প্রশ্ন শেষ না হইতে অমনি উত্তর।
বুদ্ধি বিশারদ বৃন্দা চতুরা প্রখর॥

রেল গাড়ী

বাজিলে রেলের বেল হও সাবধান।
প্রস্তুত হইতে হবে করিতে প্রস্থান॥
পুণ্যরূপ অর্থ ভাই হাতে আছে যার।
রিজার্ভ গাড়ীতে ব'সে আমোদ তাহার
উত্তম আসন পায় খায় জল ফল।
মহাসুখে চলে যায় নাহি কোলাহল॥
যাইতে গন্তব্য স্থানে অনেক ষ্টেশন।
কত নামে কত উঠে কে করে গণন॥
নামন উঠন যেন জনম ও মরণ।
রেলের বিধান ঠিক সংসার মতন॥
প্রথম গাড়ীতে আছে ইঞ্জিন গঠন।
যাহাতে ফুকারে বাঁশী হুঙ্কার গর্জ্জন॥

গতি যেন জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম অনুসারে।
লাইন ছাড়া ড্রাইভার ইঞ্জিন নিতে নারে॥
ইঙ্গিতে ইঞ্জিন চলে হাঁ হাঁ শব্দ করি।
পশ্চাতে লইয়া সঙ্গে শত শত গাড়ী॥
সেই গাড়ী গাড়ী নহে চাকা মাত্র সার।
ইঞ্জিন কেবল মাত্র ভরসা তাহার॥
যেমন দেশেতে আছে যে জন প্রধান।
অর্থরূপ ইঞ্জিনেতে আছে শোভমান॥
দেশেতে নিরন্ন আর নিরক্ষর যত।
ইঞ্জিনের মত পাছে বাঁধিবে তাবত॥
লইবে গন্তব্য স্থানে আপনার বলে।
সেই সে সুধন্য নর এ সব ভূতলে॥
নরাধম ক্ষেমেশের এই নিবেদন।
রেল গাড়ী হ'তে কর এ শিক্ষা গ্রহণ॥

বাঙ্গালী চরিত

পর নিন্দা আমাদের বড় রুচিকর।
পরশ্রী দেখিলে হই সতত কাতর॥
সততা রাখিতে নারি দুর্লোভের বশে।
বাঙ্গালী কাঙ্গালী শুধু স্বভাবের দোষে॥

মুখে মধু মনে বিষ বিশেষ লক্ষণ।
নিজ নাক কাটি পর অযাত্রা সাধন॥
চৌদ্দ পুরুষের কথা হৃদে গাঁথা রয়।
শল্য উদ্ধারয়ে পেলে সুযোগ সময়॥
একে যদি দেখে অন্যের উন্নতি লক্ষণ।
প্রাণপণে করে তার মূল উৎপাটন॥
যৌথ কারবার যদি করি সংঘটন।
থাকুক লাভের কথা নষ্ট মূলধন॥
জ্ঞাতি বাক্য মেঘান্তের তপন কিরণ।
পর-পদাঘাত পুষ্প মালা সুশোভন॥
পরের উচ্ছিষ্ট খে'তে চলে যাই আগে।
জ্ঞাতি অন্ন খেতে কিন্তু সাধাসাধি লাগে॥
জ্ঞাতি বাড়ী চাকরীতে লাজে মরি যাই।
পর বাড়ী বাহাদুরী তামাক সাজাই॥
হে বাঙ্গালী যে জাতির এরূপ প্রকৃতি।
বলনা লভিবে সেই কিরূপে উন্নতি॥

—ঃ০ঃ—

শক্তি পূজা।

যখন আইসেন দুর্গা জগত জননী।
পূজিতে হইবে মাকে তাহা ভাল জানি॥

সিংহ বলি দিতে নারি অত্যন্ত ভীষণ।
ব্যাঘ্র বলি দিতে নাহি পারি কদাচন॥
হস্তী বলি দিতে নারি অতি মহাবল।
বলি দিতে পারি মাত্র দুর্ব্বল ছাগল॥
তনয় শোণিত পান মার অভিলাষ।
কবে বিদূরিত হ'বে এ ভ্রম বিশ্বাস॥
অহিংসাও সর্ব্বভূতে সম ব্যবহার।
ধন্য এই নীতি বাক্য গীতা প্রণেতার।

কলি মাহাত্ম

:•:-

মূর্খের নাহিক দুঃখ ধন আছে ঘরে।
পণ্ডিতের হাহাকার অন্ন বস্ত্র তরে॥
দুধ বিকে পাড়া পাড়া পায়ে পড়ে ঘাম।
মদ বিকে ঘর ঘরে বসি আগে লয়ে দাম॥
বেশ্যা পরে পার্শী সাড়ী মরি কি বাহার।
সতীর না মিলে ধুতি একি অবিচার॥
শূদ্রে করে গীতা পাঠ ব্রাহ্মণ মুর্খ হয়।
ঘোটের উপর শঠের জিত সভ্য পরাজয়
পত্নীর মধুর বাক্যে শরীর জুড়ায়।
শ্রীহস্তেতে দিলে পান হাতে স্বর্গ পায়॥

স্ত্রী আছে কোঠা ঘরে উলের কাজ করে।
মা মাজুক পাতিল কড়াই থেকে পাকের ঘরে॥
মা আমার ছারখার কৈল টাকা কড়ি।
স্ত্রী না থাকিলে হ'তেম পথের ভিখারী॥
দাসী মাগী হাসি হাসি পয়সা চুরি করে।
দুই বেলা বাজারেতে পাঠাইবা মারে॥
মায়ের কথায় যেন গায়ে আসে জ্বর।
নাহি জানে লিখা পড়া অসভ্য বর্ব্বর॥
ভগিনী থাকিতে পারে খোসামুদী করি।
নতুবা চলিয়া যাক্ আপনার বাড়ী॥
তর্ক যদি করে কভু দাদার রমণী।
চুলে ধরি পটাপট লাগাবে অমনি॥
খুড়ী বেটী চুরী করি বিক্রি করে ধান।
খাপে খাপে থাকি বাপের বাটীতে পাঠান॥
বাপ বুড়া লক্ষ্মীছাড়া দুয়ার জুড়ি রয়।
ক্ষুধার বেলা হুদা দিলে সেরের কমে নয়॥
জেঠীমা কিছু না যেন গোশালার গাই।
পুড়ি গেলে চায় না চোখে একিরে বালাই॥
স্ত্রীধন কেমন ধন ভোলানাথে জানে।
পশুপতি হ'য়া আছে পার্ব্বতী চরণে॥
স্ত্রীধন কেমন ধন জানে ভগবান।
কমলিনী পদে পড়ি সেধেছিল মান॥

ছু—

জটাতে রাখিয়া গঙ্গা জানে শূলপাণি।
স্ত্রীধন কেমন ধন আর জানি আমি॥
মম প্রেয়সীর দোষ যদি কেহ বলে।
দাসখত লিখি দিব তার পদতলে॥
পুরাণে শুনেছি সীতা সাবিত্রী বাখান।
কিছুতেই নহে আমার প্রেয়সী সমান॥
মানিনী করিয়া মান যদি ব'সে রয়।
কৃষ্ণরূপে কমলিনী পায়ে ধর্ত্তে হয়॥
আমার নারীর শাড়ী কিনা বিষম দায়।
মন মত না হইলে ঠেলি ফেলেন পায়॥
গহনা সহেনা গায় তবু বলে দে।
হাতে টাকা আছে কিনা তাহা বুঝে কে॥
যদি বলি হাতে আমার নাহি টাকা কড়ি।
তবে বলে ছেড়ে দেগো যাব বাপের বাড়ী॥
মাহিনা যায় না মাস খাওনেতে ছাই।
মিঠা পানের বিড়া নৈলে ম'লে মুক্তি নাই॥
কুন্তল কৌমুদী আর জবাকুসুম তেল।
যোগাতে গোলাপী সাবান আজীবন গেল॥
সাদা পাতা কৎ কাফুর যেখানে যা পাই।
প্রাণপণে প্রিয়তমার চরণে যোগাই॥
গিন্নী হাতে গিনী দিলে কিবা শোভা পায়।
গৃহ অলোকিত করে হাসির ছটায়॥

যে দেখে নাই উগ্রচণ্ডা উলঙ্গিনী শ্যামা।
ঝগড়া কালে দেখে যা'ক মোর প্রিয়তমা ॥
হাত নাড়ি নাক ঝাড়ি যবে কথা কয়।
যমের যম মহা যম সেও পায় ভয় ॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য যদি ভাগ্যে ধরে।
কাঁদিয়া পড়িলে পায় কভু ক্ষমা করে ॥
বামন বেটা স্বার্থের তরে শ্রাদ্ধ কর্ত্তে কয়।
মরা গরু ঘাস খায় কে করে প্রত্যয় ॥
বাপের মহাজনী টাকা আমায় দিতে হবে।
কর্জ্জ থাকুক বাবার টাকা অন্য জন্মে দিবে ॥
পুত্র হয় বধূর দাস মাকে বানায় দাসী।
কলির মাহাত্ম্য দেখি রাখ্‌তে নারি হাসি ॥

বিধি নিন্দা।

বিধির বিধান দেখে হ'লেম অবাক।
তিলে কেন দিলে তৈল থাকিতে গুবাক ॥
কৃপণের প্রতি বিধি না হইল বশ।
কলাগাছ ছাড়ি কেন ইক্ষু দণ্ডে রস ॥
খাইতে না জানে নাহি দেয় অন্যজনে।
কেন হে করহ ধনী এমন কৃপণে ॥

যার বলে দুর্ব্বল সদাই নির্য্যাতন।
এমন বলীরে বল দেও কি কারণ ?
অন্নহীন ভিক্ষুকেরে শত পুত্র দাও।
ধনীর একটী পুত্র তাও কেড়ে নেও ॥
ঘাস পাতা খায় কেহ পেটের জ্বালায়।
কার পাতে পরমান্ন অপমান পায় ॥
যে সাপে দংশিলে হয় অমনি মরণ।
তাহারে সৌন্দর্য্য দান বিধান কেমন ॥
ত্রিভুবন মুগ্ধ যার রূপের ছটায়।
হায় হায় ব্যভিচার কেন দিলে তায় ॥
সতের অসতী নারী সতী-পতি চোর।
এ কিরে সুবিধি বিধি সুবিচার তোর ॥
আম্রই অমৃত ফল ত্রিভুবনে জানে।
অন্তরেতে আঁটি দিয়া মাটী কৈলা কেনে ॥
কদলী জীবনে কেন একবার ফলে।
বিষাক্ত কুচিলা কেন বারমাস মিলে ॥
সুন্দর কন্দর্পরূপ সুললিত কায়।
সুমধুর আলাপনে সভাটী মজায় ॥
দেখিতে সাত্বিকী ভাব পবিত্র বসন।
কথায় কথায় করে মধু বরিষণ ॥
কিন্তু হৃদে হলাহল বিধির বিধানে।
অন্তরের ভাব শুধু অন্তর্য্যামী জানে ॥

বাঁচে কভু করে যদি তক্ষক দংশন।
কুটিলের ষড়যন্ত্র অধিক ভীষণ॥
স্বর্ণ ঘটিকা পুষ্প দেখিতে সুন্দর।
পুষ্প মধ্যে মধু আছে আর মনোহর॥
খাইতে সুমিষ্ট অতি যদি পাকে ফল।
হৃদি মাঝে বিধি কেন দিলে হলাহল॥
কমলে কণ্টক দিলে প্রণয়ে বিরহ।
হে বিধি এ বিধি তব বুঝিবে কি কেহ?

সতী স্ত্রী অমূল্য ধন।

পুষ্প নহে পুষ্প হ'তে অধিক সুন্দর।
মরি কি মোহিনী শক্তি অতি মনোহর॥
প্রকৃতিতে না করিত প্রকৃতি সৃজন।
বিকৃত হইত ধরা বিষ উৎপাদন॥
গয়া গঙ্গা বারানসী যত তীর্থচয়।
অৰ্দ্ধাঙ্গিনী বিহনেতে অৰ্দ্ধ ফলোদয়॥
নহেত সুরম্য হৰ্ম্ম্য আরামের স্থল।
জল নহে কিন্তু করে সর্ব্বাঙ্গ শীতল॥
পাষাণ ভাঙ্গিয়া অঙ্গ ভঙ্গ যদি হয়।
পলক হেরিলে হয় পুলক হৃদয়॥

সূর্য্য নহে সঙ্গে রৈলে শীত কষ্ট নাশে
শিব নহে কাম নাশ করে অনায়াসে॥
মন্ত্রী নহে বিপদেতে মন্ত্রণা প্রদান।
ভয়েতে সাহস দিয়া সাধয়ে কল্যাণ॥
বন্ধু নহে বন্ধু হ'তে অধিক প্রণয়।
দাসীর অধিক সেবা কিন্তু দাসী নয়॥
সরলা প্রকৃতি যদি বুদ্ধিমতী হয়।
ভূষিতা সতীত্ব ধনে দেবতা নিশ্চয়॥
সতী নারী মিলে আহা বহু পুণ্য ফলে।
এমন দুর্ল্লভ ধন নাই ধরাতলে॥
অন্ন নাই বস্ত্র নাই নাহি অলঙ্কার।
কিছুতেই না হেরিবে বিষাদ তাহার॥
ধন্য ধন্য সতী ধন্য পতি ধন্য তাঁর।
মণি কাঞ্চনেতে মিলে শোভা চমৎকার।

গোপীর ক্রন্দন।

এ সব দধির ভার ক্ষীর সর ননী।
তার জন্য চিন্তা নাহি করি চিন্তামণি॥
তরণী ডুবিলে যাবে পরাণ আমার।
হে গোবিন্দ বিন্দু ভয় নাহি করি তার॥

যার নামে ভব মহা সিন্ধু ত'রে যায়।
থাকিতে কাণ্ডারী সেই ডুবি যমুনায়॥
রাধা কলঙ্কিনী বলে কহে সর্ব্বজন।
কিন্তু তব নামে হবে কলঙ্ক রটন॥
এই ভয়ে আমি নাথ কাঁদিয়া আকুল।
গোপবালা জীবনের হয় কত মূল?

দানের পাত্র।

সাধুকে কাপড় দিলে সুখ্যাতি অপার।
বেশ্যাকে বসন দিলে লোকে তিরস্কার॥
অপাত্রে করিলে দান ব্যর্থ সদা হয়।
সুপাত্রে করিলে দান সুফল নিশ্চয়॥

—:•:—

সত্য।

সত্যই পরম বস্তু সত্যই নির্ম্মল।
ভুবনে সত্যের নাই উপমার স্থল॥
সত্য কভু কাল ধর্ম্মে গুপ্ত যদি রয়।
দ্বিগুণ বলেতে পুনঃ প্রকাশিত হয়॥

মিথ্যা যদি কাল ধর্ম্মে সত্য ভাব ধরে।
বরফের মত গলে অল্পদিন পরে ॥
সত্য সত্য বেদ বাক্য সত্য ভগবান।
সত্য হেতু দশরথ ত্যজিলেন প্রাণ ॥
সত্য হেতু রাঘব হলেন বনচারী।
সত্য হেতু পাণ্ডবেরা বনের ভিখারী ॥
মিথ্যা পথে চলিওনা, বলিওনা ভুলে।
আপাততঃ সুখ বটে পরে দুঃখ মিলে ॥
সত্য হেতু দশরথ বাসি মরা হন।
সত্য হেতু রাম ত্যজে প্রাণের লক্ষ্মণ ॥

সন্তান শত্রুরূপী।

সন্তান জন্মিয়া মার রূপখানি হরে।
দ্বিতীয়তঃ জননীরে রোগগ্রস্ত করে ॥
তৃতীয়তঃ দম্পতীর স্নেহ কাড়ি লয়।
চতুর্থেতে চিন্তা দিয়া দেহ করে ক্ষয় ॥
পঞ্চমেতে অর্থ নাশ দিনে দিনে পায়।
ষষ্ঠে দেখ আহারের ব্যাঘাত জন্মায় ॥
সপ্তমে বিপদ হলে প্রাণখানি হরে।
পুত্ররূপী শত্রুতে কি সুখ দিতে পারে ?

গুণবাণ হয়ে পুত্র যদি বাঁচি রয়।
তবে সেই পুত্র,—নয় শত্রু সে নিশ্চয়॥

রাবণের প্রতি শ্রীরামের উক্তি ও অযাচিত অনুগ্রহ।

জানকীর কষ্টে কিবা ধানুকী লক্ষ্মণে।
চিন্তামণি চিন্তা নাহি করিলেন মনে॥
রাবণ আছেন যবে আসন্ন শয়নে।
চলিলেন রাম দশানন দরশনে॥
কাতরে কমলাকান্ত সকরুণে কন।
তিন জনের বৃত্তিচ্ছেদ কৈলা অকারণ॥
ব্যাধ আর কভু নাহি যাবে মৃগয়ায়।
বিপদে ডাকিলে কেহ পাবে না সহায়॥
ভিখারী পাবে না ভিক্ষা গৃহস্থের ঘরে।
এ তিনের বৃত্তিচ্ছেদে মরম বিদরে॥

——:o:——

রক্ষক ভক্ষক

কল্য স্বয়ং দশানন করিবেন রণ।
শক্তিশেলে পড়ে আছে প্রাণের লক্ষ্মণ

মস্তক রাখিয়া রাম বাম করতলে।
ভাবিছে বিষণ্ণ মনে বটবৃক্ষ মূলে॥
কাছে আছে সুতীক্ষ্ণ সায়ক শরাসনে।
লাফাইয়া ভেক এক বিঁধে গেল বাণে॥
রাম বলে ভেক কেন র'লে চুপ করে।
সাপেতে ধরিলে ডাক সকরুণ স্বরে॥
ভেক কয় দয়াময় সাপে যবে ধরে।
ভয়ে ডাকি ভগবান উদ্ধারের তরে॥
ম্রিয়মাণ যায় প্রাণ ভগবান শরে।
রক্ষক ভক্ষক হ'লে ডাকিব কাহারে?

মৌমাছি।

মধু মাছি দেখেছি তোমার ব্যবহার।
সঞ্চিত করিতে মধু প্রাণান্ত তোমার॥
ভোর বেলা চ'লে যাও বন উপবনে।
কাটাও জীবন শুধু মধু আহরণে॥
তোমা হ'তে এই শিক্ষা পায় সর্ব্ব নরে।
সুবুদ্ধি সময় নাহি অপব্যয় করে॥
আহরণ কর মধু খাইতে না পার।
মুখেতে আগুন দিয়ে ল'য়ে যায় নর॥

ইহাতেই পায় শিক্ষা যত জগজ্জনে।
সঞ্চিত সম্পদে সুখ না পায় কৃপণে॥

চক্ষু লজ্জা দোষ

চক্ষু লজ্জা হ'তে নর ন্যায় ভ্রষ্ট হয়।
ন্যায় ভ্রষ্ট হ'লে তার পতন নিশ্চয়॥
চক্ষু লজ্জা বিচারকে নরকের হেতু।
চক্ষু লজ্জা ভেসে নেয় ন্যায় ধর্ম্ম সেতু॥
উচিত বলিতে নারে চক্ষু লজ্জা যার।
ইহকাল পরকাল কলঙ্ক তাহার॥
খাঁটী লোকের কটু কথা তাও ভাল হয়
পক্ষপাতে পক্ষাঘাত নাহিক সংশয়॥

নচ দৈবাৎ পরং বলং।

একদা গর্ভিনী মৃগী ধরিবার তরে।
নিষাদ পেতেছে ফাঁদ অরণ্য মাঝারে॥
অগ্রে আছে ব্যাধ করে ধরি শরাসন।
দুই পাশে জাল মালা নিগূঢ় বেষ্টন॥

পশ্চাতে জ্বলয়ে বহ্নি পোড়াইয়া বন।
শিকারী কুকুর করে সম্মুখে গর্জ্জন॥
কি করিবে কোথা যাবে কি হইবে হায়।
পলাইতে পথ নাই কি হবে উপায়॥
বিধাতার লীলা খেলা বুঝিতে না পারি।
বাতাসে উড়াল জাল ছিন্ন ভিন্ন করি॥
মুষল ধারায় জলে নিবিল অনল।
বজ্রাঘাতে নিপাতিল কুকুর সকল॥
উঠিয়া গর্ত্তের সাপ ব্যাধেরে সংহারে।
হরিণী হইল মুক্ত ধন্য বিধাতারে॥

সীতাকে সান্ত্বনা।

যে হাতে ভাঙ্গিল ধনু রাম বলবান।
সেই হাত হাত নহে বজ্রের সমান॥
বিবাহ হইলে হাত লাগিবেক গায়।
কেমনে বাঁচিব সখি বল গো উপায়॥
সখি বলে কি বলিলে ওহে চন্দ্রাননী।
পতি কর পরশনে মরে কি রমণী॥
শুন শুন প্রিয় সখী স্বরূপ বচন।
কমল কলিকা অলি বিঁধে না কখন॥

ঝটিকা ভাঙ্গিতে পারে হিমাদ্রি শিখর।
খর্ব্ব দূর্ব্বা ঘাসের নাহিক কোন ডর॥
শিব এক নেত্রানলে জ্বলে রতি পতি।
ত্রিনেত্রের সঙ্গে বঙ্গে আছেন পার্ব্বতী॥
গোবর্দ্ধন ধরি কৃষ্ণ হলে গিরিধারী।
কুচ অগ্রে কৃষ্ণচন্দ্রে রাখেন কিশোরী॥
জানকী জান কি তুমি রামের চরিত।
বজ্রের সমান কভু কভু নবনীত॥
নিতান্ত তোমার সখি বুঝিবার ভুল।
পতি কি না হয়ে পারে সতী অনুকূল॥
রামের কঠিন হাত ধনুভঙ্গ তরে।
রামের কঠিন হাত কঠোর সমরে॥
অরাতি মথন হেতু রাম বাহুবল।
তব পক্ষে কমল হইতে সুকোমল॥
মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড তেজে ত্রিভুবন দহে।
কমলিনী মলিনী না হয় কভু তাহে॥

হর ধনু ভঙ্গ।

হর ধনু ভঙ্গ করা জনকের পণ।
রামেরে বরিতে গেল কন্যা তিন জন॥

জ—

লজ্জা, কীর্ত্তি, সীতা সতী জনক-নন্দিনী।
বরণ করিতে গেল রাম রঘুমণি॥
জানকী বরণ করে জলদ বরণ।
লজ্জায় বরণ করে যত নৃপগণ॥
কীর্ত্তি-সতী দুঃখ অতি সীতা স্বয়ম্বরে।
ত্বরিতে বরিতে গেল দিগ দিগন্তরে॥

প্রকৃত বন্ধু।

উৎসবে ব্যসনে আর দুর্ভিক্ষ সময়।
বন্ধু বলি সে জন যে জন তত্ত্ব লয়॥
রাজদ্বারে শ্মশানেতে সহায়তা যার।
সেই সে প্রকৃত বন্ধু সংসার মাঝার॥
সম্পদেতে চাটুকারী হাঁটু গারি খায়।
আমোদেতে নাচ গানে আসর সাজায়॥
বিপদে সাধিলে পদে ফিরে নাহি চায়।
ব্যঙ্গ রঙ্গ বিদ্রুপাদি কথায় কথায়॥
যে মূঢ় করিতে চাহে হেন বন্ধু আশ।
তরুমূলে অনলে তাহার বসবাস॥
ক্ষেমেশে ভুগিয়া বলে বিনয় বচন।
শত্রু হ'তে শঠ মিত্র অধিক ভীষণ॥

স্বার্থ-পরতা।

জ্যৈষ্ঠে আম খেয়ে বৃক্ষ কে করে ছেদন।
কদলী পাকিলে কেন মূলে উৎপাটন ?
কলা কারো শত্রু নহে আম নহে মিত।
জানিও সংসারে সব স্বার্থ-বিজড়িত॥
যার হাতে স্বার্থ-সিদ্ধি আশা করা যায়।
যতবার দেখা পাই নমি তার পায়॥
যার হাতে কোন মতে লাভ আশা নাই।
ছাতা দিয়ে মাথা গুজে পথে চলে যাই।

বৃক্ষের সহিষ্ণুতা

বৃক্ষ সহে লতা ভার সহিষ্ণুতা গুণে।
শুখাইয়া মরে জল চাহে না জীবনে॥
তপনের তাপ আর বৃষ্টি অবিরল।
নিজ শিরে রাখি, রাখে পথিক সকল॥
এমন সহনশীল বল কেবা আছে।
প্রাণ ভিক্ষা নাহি চাহে ছেদকের কাছে।

শ্রীফল।

কতই সুস্বাদ ফল আছে ধরাতলে।
আম, জাম, লেবু, তাল পুর্ণিত কাঁঠালে॥
শরিফা, আনার, আতা, আনারস আর।
কমলা ও কুল রম্ভা বিবিধ প্রকার॥
শ্রী অক্ষর কি সুন্দর অতীব মঙ্গল।
শ্রীআম শ্রীজাম নহে কেন বা শ্রীফল॥
বুঝেছি বুঝেছি আমি কারণ ইহার।
শিব প্রিয় ফল ব'লে দয়া বিধাতার॥
সুপক্ক হইয়া ফল যদি গাছে থাকে।
অন্য পাখী দূরে থাক খেতে নারে কাকে॥
গাছ হ'তে কোন মতে পড়ে ধরাতলে।
মানবের সাধ্য মাত্র অসাধ্য শৃগালে॥
বৃদ্ধকে তরুণ কভু করা নাহি যায়।
বিতর অনন্ত মুদ্রা হ'বে না ধরায়॥
সুপক্ক হইয়া যদি ভূমিতে না পড়ে।
কাঁচা হ'য়ে যায় পুনঃ বিধাতার বরে॥
অপক্ক খাইলে বেল পরিপক্ক মল।
সুপক্ক খাইলে বেল গায়ে বাড়ে বল॥
বিল্বপত্র ঘ্রাণ যদি কর যাত্রাকালে।
আপদ বিপদ দূর বেদশাস্ত্রে বলে॥

বায়ু পিত্ত নষ্ট হয় বিল্বপত্র রসে।
চক্ষু হানি পিত্ত জ্বর নাশে অনায়াসে॥
শিবের অর্চ্চণে যদি দেও বিল্বফল।
অনায়াসে লাভ হ'বে চতুর্ব্বর্গ ফল॥
বিজয়া দশমী শিবের বিল্বতলে বাস।
বিল্বদলে সদানন্দের আনন্দ উল্লাস॥
আছয়ে অনেক ফল আস্বাদ অধিক।
ঘ্রাণ সঙ্গে তুলনাতে ধিক্ ধিক্ ধিক্॥
বেলের মোরব্বা ক'রে বড়লোকে খায়।
কচি বেলশুঁঠ মহা ঔষধি ধরায়॥
আমাশয় বিনাশ করে রক্ত অতিসার।
মলের তারল্য নাশে গ্রহণী দুর্ব্বার॥
অন্তরে কপটরূপ "করাল" তোমার।
কেবল কলঙ্ক তব বিধি অবিচার॥

আসক্তি

সোণার দুর্দ্দশা হেরি বণিকের ঘরে।
হাতুড়েতে পিটে পুনঃ অনলেতে পোড়ে॥
যে হিরণ্য মহামান্য সম্রাট রাজার।
বণিকের হাতে কেন লাঞ্ছনা তোমার॥

বুঝেছি বুঝেছি সোণা বুঝেছি সকল।
দুর্লোভের বশীভূত আসক্তি কেবল ৷৷
কেহ হ'বে বালা পঞ্চলরি কর্ণফুল।
কেহ হ'বে রসিকার নাসিকার দুল ॥
কেহ হ'বে কামিনীর কণ্ঠভূষা হার।
অনায়াসে প্রিয় হ'বে অবলা বালার ॥
কি সুখ খনিতে কিবা সুখ মণি লাভে।
নারি অঙ্গ পরশনে বহুসুখ পাবে ॥
এই যে লালসা সোণা হয়েছে তোমার।
দগ্ধ হও হাতুড়ে পিটায় বার বার ॥
যেমন কামনাবদ্ধ আমরা এখন।
জন্ম মৃত্যু জঠর যন্ত্রণা অনুক্ষণ ॥
তোমার জাতীয় সোণা খনিতে যে সব।
চন্দ্র সূর্য্য দৃষ্ট নহে অক্ষুণ্ণ গৌরব ॥
যে যোগীর হইয়াছে কামনা বিলয়।
অরণ্যেতে আছে, নাই জন্ম মৃত্যু ভয় ॥
সুরম্য হর্ম্ম্যের ধার ধারে না কখন।
বিষ্ঠা লোষ্ট্রবৎ যেন কামিনী কাঞ্চন ॥

———

নারি জাতির কোন্ কালে মাধুরী ?

বাল্যকালে বালিকার কমনায় মুখ।
গোলাপ কলিকা সম করে টুক টুক ॥
যৌবনেতে কি বর্ণিব যুবতী বাখান।
পূণিতা জাহ্নবী বক্ষ সুন্দর সুঠাম ॥
বৃদ্ধকালে লোলচর্ম্ম জীর্ণ শীর্ণ কায়।
মৃত্যুকালে কুন্তলে জড়ায়ে পতি পায় ॥
পুত্র কন্যা তুলি দেয় পতি করতলে।
জন্মের বিদায় মাগে স্বামী পদতলে ॥
ললনার তিন কাল নিরীক্ষণ করি।
বল না হে কোন্ কালে কেমন মাধুরী।

ভৈরব বাড়ীর পাঁঠা।

ভৈরব বাড়ীর পাঁঠা দেখিলাম পথে।
থামিলে চালায় তারে লাঠির আঘাতে
দারুণ তপন তাপে পিঠে মারে ছড়ি।
অচল হইয়া দেয় ভূমে গড়াগড়ি ॥

তথাপি নিষ্ঠুর লোক রশি ধরি টানে।
বিকট চীৎকারে পশু কাতর পরাণে॥
দেবালয়ে পঁহুছিলে হয় বলিদান।
কিঞ্চিৎ রুধির দিলে পূজা অবসান॥
উদর দেবতা পূজা করিতে সাধন।
কাটা পাঁঠা করে এবে নরে আরোহণ॥
এই ব্যবহার হেরি বেশ বুঝা যায়।
মানুষের ভক্তি বেশী কোন্ দেবতায়॥

বুদ্ধি ভ্রংশ।

—:o:—

রোগী এক চলিলেক কবিরাজ ঘরে।
রোগের ব্যবস্থা আর ঔষধের তরে॥
বটী দিল বৈদ্যেতে গোক্ষুর অনুপানে।
চলিতে লাগিল রোগী গোক্ষুর সন্ধানে॥
লিখক মতন বিদ্যা বুদ্ধিতে সাগর।
গোক্ষুরের অর্থ রোগী চিন্তে নিরন্তর॥
গো শব্দে গরু আর ক্ষুর শব্দে খুর।
গোক্ষুর গরুর খুর বুঝিল চতুর॥
গরু কাটি লয়ে তার খুর চারিখান।
জলে সিদ্ধ করি খায় বটী অনুপান॥

প্রকৃত ঔষধ।

অযুত মাতঙ্গ বলে, প্রাণপণে আক্রমিলে,
পলায় না ঘোর অন্ধকার।
গজ মুক্তা রাশি রাশি, ঘুচায় না তমোরাশি,
কি সুলতানমামুদ ভাণ্ডার॥
অৰ্দ্ধ তাম্র খণ্ড মূলে, দিব-কাঠি সংঘর্ষিলে,
তখনি তো তম নিবারণ।
যেন মহাপাপ চয়, মুহূর্ত্তেকে করে ক্ষয়,
হরিনাম অমূল্য রতন॥

প্রকৃতি স্নেহ।

বেগম করিতে পাক, লাগিল আগুন তাপ,
পোড়া গায়ে যন্ত্রণা অশেষ।
যোড় করি দুই হাত, ভূমে করি প্রণিপাত,
বাদ্‌সাকে কহে সবিশেষ॥
কয়টা দিনের তরে দাসী দেও এ দাসীরে,
হাতে মম বেদনা অপার।
বাদ্‌সা কন্ মৃদু হাসি, কোথা হ'তে দিব দাসী,
ধনে মম নাই অধিকার॥

প্রজা ধন মম করে, প্রজার মঙ্গল তরে,
ব্যয় করা কর্ত্তব্য আমার।
বিতরিতে অর্থ রাশি, তব লাগি যথা খুসী,
উচিত কি প্রকৃত রাজার॥

আত্মবোধ ও অন্তিম প্রার্থনা।

সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি, অন্তরে চিন্তহ হরি.
যেই হরি ভবের কাণ্ডারী।
জীবনে অশান্তি নাশ, জীবনান্তে স্বর্গবাস,
মৃত্যুকালে কোলে কর হরি॥
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, করিবারে বশীভূত,
হয় কত অর্থ প্রয়োজন।
বাঁধিয়া রাখিতে হরি, নাহি লাগে টাকা কড়ি,
ভক্তিমূলে ভুলে নারায়ণ॥
বলেতে বাঁধিতে হরি, চাহে কুরু অধিকারী,
সাধ্য কিবা ধরিতে মাধবে।
ভক্তি রজ্জু দিয়ে করে, বেঁধেছিল নটবরে,
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুবে॥
গোকুলে গোপালগণ, বেঁধেছিল কৃষ্ণধন,
বনের বানরে বাঁধে হরি।

চণ্ডালে সখ্যতা যার, ধন্য রাম অবতার,
আহা কিবা দয়ার মাধুরী ॥
হরির মহিমা যত, মাতৃ মুখে অবগত,
হইলেন ধ্রুব মহাশয়।
না চাহিল রাজ্য সুখ, না চাহিল মাতৃ-মুখ,
লইলেন অরণ্যে আশ্রয় ॥
হরি নাম সুধা রাশি, দীক্ষা দিলা দেব ঋষি,
মণি কাঞ্চনেতে যোগ হ'ল।
বাঞ্ছা কল্পতরু হরি, ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করি,
দশরূপে ধ্রুবে দেখা দিল ॥
নম নম হৃষিকেশ, ভিক্ষা চাহে শ্রীক্ষেমেশ,
পীতাম্বর পীত চূড়া ধরা।
হরে কৃষ্ণ রাম বলে, বারাণসী গঙ্গা জলে,
প্রাণপাখী ত্যজুক পিঞ্জরা ॥
উপার্জ্জিব ধন আর, প্রতিবাসী পরিবার,
পর ভাবি পরিহার করে।
শিবনেত্র হবে যবে, কণ্ঠরোধ করে কফে,
রামধন চিন্তামণি পুরে ॥
নামের মহিমা বলে, শ্রীসুধন্বা তপ্ত তৈলে,
সুখাসনে হরি হরি বলে।
হরি হরি হরি ব'লে, প্রহ্লাদ মৈলনা জলে,
গরলে কি করী পদতলে ॥

ছিল জ্ঞান মনে মনে, যৌবনে কামিনী বিনে,
প্রিয় বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
শ্মশান ভ্রূকুটী হেরি, কি হইল হরি হরি,
অবশেষে ভয় হয় প্রাণে॥
পরমার্থ পরিহরি, অর্থ উপার্জ্জন করি,
সেই অর্থ অনর্থক হায়।
কাম আদি রিপু ছয়, যাহা হ'তে আয়ু ক্ষয়,
এই কালে তারা বা কোথায়॥
উপার্জ্জিতে অর্থচয়, নাহি কৈলে ধর্ম্ম ভয়,
ছিলে সুখে উন্মত্ত কেবল।
সুখ শয্যা পরিহরি, যেতে হবে যমপুরী,
ষোল কড়া লইয়া সম্বল॥
কামিনী বিলাসে রত, হইল যামিনী গত,
দিবা গত অর্থ উপার্জ্জনে।
ঊর্দ্ধনেত্রে হবে যবে, কফে কণ্ঠ নিরোধিবে,
সেই চিন্তা না হইল মনে॥
ভাই বন্ধু প্রতিবাসী, করয়ে শ্মশান বাসী,
ফাঁসি রজ্জু পরিলাম গলে।
যে লাগিত ভাল মন্দে, সে পলায় শব গন্ধে,
হরি! ছিল এই কি কপালে?
কাম দুষ্ট দুরাশয়, করিয়াছে দেহ ক্ষয়,
অকালেতে দেখা'ল শমন।

শুনিয়াছি চরাচরে, চোর পলালে বুদ্ধি বাড়ে,
সাক্ষী তার এই অকিঞ্চন ॥
মন মাঝি মহাশয়, দাঁড়ী রূপে রিপু ছয়,
সহায় করিয়া দিনু পাড়ি।
হেরিয়া তরঙ্গ অতি, ভয়েতে আকুল মতি,
অগতির গতি মাত্র হরি ॥
হরি, হরি, হরি, বল, মরণের সে সম্বল,
অন্য বল নিস্ফল নিরখি।
ধন জন যৌবন, অশান্ত ইন্দ্রিয়গণ,
সকলে মিলিয়া দিল ফাঁকি ॥
হায় হায় কি হইল, তরী কেন ডুবাইল,
মন মাঝি না ভজিয়া হরি।
যা হবার হইয়াছে, এখন সময় আছে,
বদন ভরিয়া বল হরি ॥

হরি মুরারী, মধু-কৈট ভারি,
যদু নন্দন জনার্দ্দন, যম ভয় হারী,
গোকুল রক্ষক, গোবর্দ্ধন ধারী,
রাধা রমণ রাম গোলোক বিহারী,
শ্রীকান্ত কমলাকান্ত কৃতান্তের অরি ;
অনন্ত না পায় অন্ত কলুষান্তকারী,
শ্রীমধুসূদন বিপদহারী ;
শ্রীবৎস লাঞ্ছন কৌস্তুভ ধারী।

দুষ্ট দমন রাম রাবণ অরি ;
শিষ্ট পালক কৃষ্ণ কংস সংহারী।
প্রহ্লাদ রক্ষক হিরণ্যাক্ষ মারি ;
বস্ত্ররূপে কৃষ্ণা রক্ষা লজ্জা নিবারি।
যোগী ধন জনার্দ্দন জপে ত্রিপুরারি,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ পূজিত শূরারি।
ত্রিগুণ ধারক ত্রিতাপ হারী,
রোগ শোক নিবারক মুকুন্দ মুরারী ;
শ্রীচৈতন্য নামে ধন্য নবদ্বীপ নগরী,
বনের বানর সখা কি কারুণ্য মাধুরী॥

হৃষিকেশ ক্ষেমেশের আশা পূরহে শ্রীহরি।
মৃত্যুকালে গঙ্গাজলে নামে যেন যাই তরি॥
হরি বলে বাহু তু'লে নাচি দিবা বিভাবরী।
জয় রাধা শ্রীরাধা বল, আর মন বল হরি॥
হরি বল না হইতে গলে কফ ঘড়ঘড়ি।
শিবচক্ষু না হইতে বদনেতে বল হরি॥
হিমাঙ্গ না হ'তে ডাক ত্রিভঙ্গ শ্রীমুরারী।
গোপাল গোবিন্দ শ্যাম বনমালা ধারী॥
অজপা না হ'তে লুপ্ত জপ গুপ্ত ধন।
চিন্তামণি পুরে চিন্ত প্রভু নারায়ণ॥

না নিতে তুলসী তলে না ভাবিতে পর।
ভক্তি ভরে ডাক সেই ব্রহ্ম পরাৎপর ॥
না সাজাতে বাঁশ মঞ্চ না শুন্‌তে রোদন।
বদন ভরিয়া ডাক মদন মোহন ॥
ত্রিদোষ ত্রিতাপ নাহি হ'তে উপস্থিত।
পলক চিন্তহ ধ্রুব প্রহ্লাদের মিত ॥
পিত্ত নাড়ী লুপ্ত হবে কফে দিবে ডাক।
অচৈতন্য না হইতে শ্রীচৈতন্য ডাক ॥
ধন জন যৌবনের গর্ব্ব পরিহরি।
ডাকরে আসন্ন বন্ধু তারক ব্রহ্ম হরি ॥
কালে বসাইল জাল চিন্তা অবিরাম।
এ সময়ে কোথা রৈলে তারক ব্রহ্ম রাম ॥
চক্ষু কর্ণ বর্ণহীন হীন বুদ্ধি বল।
এ কালে না ডাকলে হরি কবে ডাক্‌বি বল
বাবুগিরি জমিদারী দোতালা দোশালা।
সকলি অসার সার হরিনাম মালা ॥
ভেবে দেখ কি বিভিন্ন সে কাল এ কাল।
আগে ছিল কিবা এবে দেখ কিবা হাল ॥
সে কালে শুনিতে শুয়ে সেতারের ধ্বনি।
চক্ষুতে মাকড়সা কাণে মক্ষিকা গুণগুণি ॥
ষোড়শী রূপসী প্রেয়সীর কোলে ছিলে।
ধরায় গড়ায় দেহ তুলসীর তলে ॥

যেই অঙ্গ শীতলিলে সুগন্ধ চন্দনে।
সন্ত স্নান বিধান সে অঙ্গ পরশনে॥
দর্পণে হেরিতে মুখ কেমন দেখায়।
সে চাঁদ বদন এবে ধূলায় লুটায়॥
অধীনের প্রতি যত কটু ব্যবহার।
বীভৎস ভ্রুকুটি আদি দেখিনা ত আর॥
বুক খুলি কৈতে কথা বাহু নাড়া দিয়া।
অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে কি ভাব ভাবিয়া॥
যার লাগি ঋণগ্রস্ত করি পাপ কাজ।
সেও যে বিদায় দিতে নাহি করে ব্যাজ॥
যত্নে যোগা'তাম যার পাছা পেড়ে সাড়ি
শঙ্খা সিন্দুর ফেলে কাঁদে দণ্ড দুই চারি॥
একবার চক্ষু মেলি কর দরশন।
দাও হাতে দাঁড়ায়েছে প্রতিবেশিগণ॥
ভোগ উপভোগ আর কাম রস কেলি।
জনমের তরে এবে সব জলাঞ্জলি॥
ক্ষীর পয়ঃ মিছরি সন্দেশ নানা জাতি।
রসনা বাসনা পূর্ণ কৈলে দিবা রাতি॥
যেই আঁখি নিরখিত পর নারী পানে।
মুদিত গলিত এবে অশ্রু বিসর্জ্জনে॥
পর ধন হরণ করিলে যেই করে।
শ্মশান শয়নে যাত্রা কর শূন্য করে॥

লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি রিপু ছয়।
যাহার দাসত্ব কৈলে পরমায়ু ক্ষয়॥
কু-কর্ম্ম করিলে কত হল অপবাদ।
পূরাতে নারিলে তবু পোড়া মন সাধ॥
স্ত্রী পুত্র না আসে কাছে মৃত গন্ধ ভয়।
কি ভাবিলে কি হইল হায়রে সময়॥
সু-সময়ের বন্ধু এবে অসময় হেরে।
দাও হাতে উপনীত দাহ কার্য্য তরে॥
সবে বলে শব নিয়ে বাহিরেতে চল।
কার লেগে কৈলে ঘর হায়রে কপাল॥
কোন দোষে দোষী মন কিবা অপরাধ।
মুখেতে আগুণ অঙ্গে বাঁশের আঘাত॥
যেই বন্ধু যোগাইত দধি মৎস্য সর।
বাঁশের বিষমাঘাতে বিঁধে কলেবর॥
গোবর ছড়া দিয়া দিল জনম বিদায়।
দ্বারে দিল কুল কাঁটা কোণে দিল ছাই॥
চুরি ধারী করি ভাই যত রুজি কর।
এই কালে হবে সব ভূতের বেগার॥
লঙ্কেশ্বর হও কিবা একছত্রধারী।
অন্তিমেতে সম্বল মাত্র ষোল কড়া করি॥
ষোল মুষ্টি চাল অন্তের পথ খরচ বলে।
সম্বল ক্ষুদের ঝুলি বগলের তলে॥

যে গাছে না ফলে ফল কাট্‌তে বল সবে।
ছেলে পিলের মঙ্গলার্থে বাহির কর শবে॥
শব দাহ ক'রে সবে লোহা মুখে লয়।
তুমি গেছ তারা যেন লোহার কাঠি হয়॥
যার সঙ্গে ছিল রঙ্গে সে না চায় ফিরে।
অন্তকালের পন্থ রে মন করিয়াছ কিরে॥
সপ্তকাষ্ঠ দিয়া সবে ফিরে ঘরে চলে।
শ্রীনাথ অনাথ নাথ তুমি কর কোলে॥
তুমি হরি দয়াময় অবলম্ব স্থান।
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যে তুমি ভগবান॥
উদকুম্ভ ছলে দিল সপ্তরন্ধ্র ঘড়া।
জল দেওয়া নহে সে যে উপহাস করা॥
জীবন অর্জ্জিত ধন ভূতের বেগার।
লগ্ন বস্ত্র ভগ্ন পিঁড়ী তব অধিকার॥
শতাধিক দ্রোণ ভূমির অধিকারী হও।
রে মন! শ্মশান ভূমি পাও কি না পাও॥
সাহেবের অট্টালিকা কারবারের স্থান।
রাশি রাশি ধান চাল পর্ব্বত প্রমাণ॥
ভেবেছিলে ভবলীলা রং তামাসা সার।
রঙ্গরস সঙ্গে যাবে মরবেনাকো আর॥
শমন আসিয়া যবে ধরিবেক চাপি।
পরিত্রাহি রবে তখন ডাকিবরে পাপী॥

আপন হইবে পর অন্তকাল পাই।
সেই কালে ধর্ম্ম বিনে আর লক্ষ্য নাই।
খোল মুষ্টি চাল দিবে পাথেয় কেবল।
হরিনাম মহামন্ত্র হইবে সম্বল॥
হরিধন ভারী হবে ভবধন হ'তে।
নারদে জেনেছে সত্য সত্যভামা-ব্রতে॥
মণির গৌরব শুধু ধনীর মহলে।
হরিই অমূল্য ধন নিধনের কালে॥
মণি যদি থাকে করে তস্করের ভয়।
হরি ধন হৃদে যাঁর যম পরাজয়॥
চিন্তামণি পুরে চিন্ত সেই চিন্তামণি।
মোক্ষপদ পাবে তুচ্ছ ইন্দ্রপদ জিনি॥
বাসা বাড়ী ছাড়ি মন নিজ বাড়ী চল।
প্রাণ খুলে উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি বল॥
মা ভাই আসে না কাছে মৃত গন্ধের ভয়।
অন্ত কালের পন্থা শুধু হরি দয়াময়॥
হরিতে পাপের ভার হরি নাম সার।
শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণ দৈবকী কুমার॥
ওহে কংস নিসূদন কৃষ্ণ হৃষিকেশ।
অন্তকালে ভিক্ষা মাত্র চাহে শ্রীক্ষেমেশ॥
বার বার প্রার্থনা আসন্ন কালে মম।
উচ্চারণ করি ওঁ নারায়ণায় নমঃ॥

দুঃখীর তালিকা

ছেদা ঘটী চোরা গাই, চোর পরশি ধূর্ত্ত ভাই।
পুত্র মূর্খ ভার্য্যা খল, এই ছয় জনার কি সুখ বল।
জ্ঞাতি শত্রু খল দাস, সাপের সঙ্গে বসবাস।
শঠ মিত্র ঘটে যার, মৃত্যু ভয় নিত্য তার।
ঋণীর দুঃখ নহে কম, মহাজন তার সাক্ষাৎ যম।
যার ঘরে নাহিক ভাত, ভার্য্যার ঝগড়া দিনরাত।
হিংসুক মরে হিংসানলে, পরশ্রীতে নিত্য জ্বলে।
লোভের ক্ষোভ মিটেনা কভু, যদি রাজ্যের হয় প্রভু।
জিদি বেটা মামলা খোর, কামুক বাবু নিত্য চোর।
রোগীর জ্বালা রোগের দুঃখ, চাষার গরু ক্ষুরায় সুখ।
বৈদ্যের দুঃখ রোগী কম, নয় রোগের উপশম!
যে সনেতে মামলা নাই, ভেবে আকুল উকিল ভাই।
যে দেশেতে উকিল বেশ, সে দেশে নাই সুখের লেশ।
সাধুর দুঃখ অসৎ বোলে, চোরের দুঃখ চেতন পেলে।
সতীর পতি বিদেশ গেলে, অসতীর দুঃখ ঘরে এলে।
যে মেয়েরা জোয়া রাঁধে, ঘরের কোণে লক্ষ্মী কাঁদে।
ঘরে ঝগড়া দিবা নিশি, লক্ষ্মী মাতা কান্দে বসি।
আগে খায় পাছে রাঁধে, লক্ষ্মী থাকেনা রশির বাঁধে।
পুরুষের আগে নারী খায়, লক্ষ্মী মা কপাল চাপরায়।

পতি সঙ্গে অতি কড়া, হাত নাড়া নাক ঝাড়া।
পতি নিন্দা যে জন করে, সোণার ঘর ফুকে উড়ে।
আয় থাকি ব্যয় বেশী যার, তার গৃহস্থি ছারখার।
শেষকালে যার গৃহ শূন্য, ঘর নহে তার ঘোর অরণ্য।
মাগি মুখা নিশাখোরে, ভার্য্যার আজ্ঞায় কার্য্য করে।
নিত্য কথার পাঁচাপাঁচি, লক্ষ্মী বলে পালা'লে বাঁচি।
ঘরের কথা পরে পায়, তার বিপদ পায় পায়।
অবাধ্য যার পরিবার, তার কপালে ঝাড়ু মার।
যে ধারেনা এসব ধার, তাহারই সোণার সংসার।
ক্ষেমেশে বলে বুঝার ভুল, দুঃখ নিজ কর্ম্ম মূল।

ভীমসিংহের উক্তি।

রাজপুত হউক ধ্বংস চিতোর পতন।
জহর ব্রতেতে মর কুল কন্যাগণ॥
ভীম সিংহ শিরে পর ভীম বজ্রাঘাত।
কিবা অরি কর শিরে অশনি আঘাত॥
কিম্বা তক্ষকেতে কর বক্ষ বিদারণ।
হলাহল পান কিবা অনলে পতন॥
অনলে জ্বলুক যত সতী সীমন্তিনী।
[তবু] আলাউদ্দিনে যেন না ছোঁয় পদ্মিনী

ফুটবল রহস্য

ফুটবল খেলা যেন আধ্যাত্মিক রস।
কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় খেলোয়ার দশ॥
গোলরক্ষক রূপে যেন মন মহাশয়।
জীবাত্মাটী ফুটবল মত বই নয়॥
গোলরক্ষক দাঁড়ায়েছে অতি সাবধানে।
নিবৃত্তির পথে যেতে দিবে না কখনে॥
প্রবৃত্তির পথে বল চলাচল করে।
পদাঘাত অনিবার করে খেলোয়ারে॥
কোনমতে নিবৃত্তির পথে যদি যান।
আসিতে হয় না পুনঃ খেলা অবসান॥
প্রবৃত্তির পথে যত অগ্রসর হবে।
জনম লভিবে পুনঃ পদাঘাত সবে॥
খেলার ময়দান নয় শরীর ময়দান।
চিন্তা করি চোক ভরি দেখ বিদ্যমান॥
ক্ষেমেশের গোলরক্ষা প্রবৃত্তির দাস।
ফুটবল জীবাত্মার পদাঘাত অভ্যাস॥
আসা যাওয়া মাত্র খেলোয়ার পদ তারা।
বুঝে না বুঝিলি মন অবোধ বানরা॥
বার্দ্ধক্যেও না বুঝিলি বুঝিবি আর কবে।
প্রদীপ নিবিলে তৈলে কিবা লাভ হবে॥

ভরতের প্রতি রামের উপদেশ।

পর নারী সনে কর মাতৃ ব্যবহার।
পরধন দেখ যেন বিষের আকার ॥
মানীর সম্মান রক্ষা করিবা যতনে।
নীচ জনে উচ্চ পদ দিবে না কখনে ॥
শত্রু জনে দেখাইবে আপনার বল।
বিপদ কালেতে ধৈর্য্য প্রধান সম্বল ॥
সম্পদ কালেতে কর নম্র ব্যবহার।
সপ্ত বাক্য রক্ষা করি লও রাজ্য ভার ॥
সতের সহিত বাস কর নিরন্তর।
শুনিয়া পরের গুণ প্রীতি লাভ কর ॥
গুরুর সহিত কর নম্র ব্যবহার।
বিতরণ কর সদা বিদ্যা আপনার ॥
নিজ সতী যোষিতারে তোষ প্রেমদানে।
অপবাদ প্রতি সদা ভয় রাখ মনে ॥
ঈশ্বর প্রেমেতে মত্ত থাক অনুক্ষণ।
খল সনে না করিবা সখ্যতা স্থাপন ॥
ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত কর আপনার।
এই নব গুণধারী নমস্য আমার ॥

মনের মিল।

উভয়েতে মনের মালিন্য যদি রয়।
গুণের গরিমা শূন্য দোষে গণ্য হয়॥
মালিন্য ঘুচিয়া যদি মন হয় ছাপ।
থাকুক দোষের কথা সাতখুনি মাপ॥
ফল কথা যাহাকেই ভালবাসে মনে।
তার মলে গন্ধ টের পায় না কখনে॥
মনের সংযোগে ভোগ হয় কত রস।
[নতু] রাজার নন্দিনী কেন কাঙ্গালের বশ

অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা।

বিষাক্ত কুকুরে যদি অঙ্গ করে ঘা।
তাম্র খণ্ড জ্বালাইয়া পোড়ায় নিজ গা।
হিংস্রক ব্যাঘ্রেতে যদি দন্তাঘাত করে।
নরের জঘন্য বিষ্ঠা লিপি কলেবরে॥
সময় মতে জগতের যত ইতি কাজ।
বাল্যকালে লেংটা যেন বৃদ্ধকালে লাজ

হিংসুক।

বত্রিশ দশন মাঝে রসনার বাস।
দাঁতের পতন জিহ্বার নাহিক বিনাশ॥

হিংসুকের ক্ষয় প্রাপ্তি হয় দিনে দিনে।
রসনার অবসান জীবনান্ত দিনে॥
কঠিন দশন মাঝে জিহ্বা যদি রয়।
দুর্জ্জয় অরাতি মাঝে রৈ'তে কিবা ভয়॥
ভয় কিরে অরাতিরে যারে রাখে হরি।
(যিনি) রাখেন দ্রৌপদীর মান বস্ত্ররূপ ধরি॥
না ছিল চরকা তাঁতি সুতা বস্ত্র আর।
রাখে মান ভগবান দ্রুপদ বালার॥
ষড়যন্ত্র বলে যদি নর জব্দ হয়।
বিষে না মরিল কেন ভীম মহাশয়॥
পাপে পরিতাপ আর পুণ্যে পুরস্কার।
দর্শন বিজ্ঞান শূন্য ইচ্ছা বিধাতার॥
ক্ষেমেশ কাতরে কহে রে পাপিষ্ঠ মন।
জিহ্বার চরিত্র শিখ নহেত দশন॥

সাধারণ উপদেশ।

শত্রুর সহিত বাদ কর প্রাণপণে।
দেখে যেন অন্য শত্রু ভয় পায় মনে
সবল দুর্ব্বল দোহে দেখিবে সমান।
দুর্ব্বল বলিয়া তুচ্ছ না করিবে জ্ঞান

ক্ষুদ্র দ্রব্য প্রতি না করিলে নিরীক্ষণ।
বৃহৎ কাড়িয়া লবে অন্য শত্রুগণ॥
একসঙ্গে সর্ব্বসঙ্গে না করিবা বাদ।
দেশ বৈরী প্রাণে মরি ঘটিবে প্রমাদ॥
একেরে করিয়া হাত অন্যে কর জয়।
আপোষ করিতে চাইলে মীমাংসা নিশ্চয়॥
শালিস মানিয়া পরে নালিশে না যাবে।
শঠ শিরোমণি বলি কলঙ্ক রটিবে॥
ঘরকথা কাতরতা না জানাবে পরে।
ধৈর্য্যই সম্পদ জান বিপদ সাগরে॥
একবার দেখাইতে যদি পার বল।
নিরস্ত হইবে অন্য অরাতি সকল॥
মুখে দেখাইবে দম্ভ মনে কিন্তু আর।
মন খুলে ডাকিবা সে বিপদ উদ্ধার॥
কিন্তু দেখাইবে বল সত্যে করি ভর।
সত্যেতে লঙ্ঘিতে পারে দুর্ল্লঙ্ঘ্য সাগর॥
স্বার্থে না করিবা পরমার্থ বিনিময়।
ন্যায়ে পদাঘাত কিবা নীচতা আশ্রয়॥
ছল চক্রে দুর্ব্বলে না হবে অত্যাচারী।
কটাক্ষে হইতে পার কড়ার ভিখারী॥
ঋণ অগ্নি ব্যাধি যদবধি নহে শেষ।
উপেক্ষা করিতে নাই এই উপদেশ॥

ইচ্ছুক হইবে যবে পরস্ব হরণে।
সুলতান মামুদ খেদ ভু'লনা কখনে॥
পর নিন্দায় মুখ রুচি না করিবা আর।
ধূপী যেন করে পরের বস্ত্র পরিষ্কার॥
নর জব্দ না করিবা ষড়যন্ত্র করি।
ক'রনা মামলা মিথ্যা নিজ ঘর পুড়ি॥
কবিতার জনক বাল্মীকি মহামুনি।
ব্যাস সনে সখ্য ভাব কাব্য সীমন্তিনী॥
অলঙ্কারে সাজাইল কবি কালিদাস।
পতিরূপে করে অতি বিচিত্র বিলাস॥
কবির মরণে যেন বিধবা রমণী।
অন্য কবি পতি যেন বরে বিরহিণী॥
বুঝিতে না পারে রস রচনা যাহার।
সম্ভোগ করেন রস মিলি টীকাকার॥
ভবানী ভ্রুকুটী ভঙ্গি বুঝে না ভূধর।
কেবল বুঝেন শিব কৈবল্য ঈশ্বর॥

কৃষ্ণ অভিমন্যুর বাগাড়ম্বর

অভিমন্যু সম্বোধিয়া কহে নরহরি।
তোর বাপের কিবা গুণ কিবা বাহাদুরী॥

কালিকার ছেলে তুই কোথা বাণ শিক্ষা।
পেয়েছি তোর বাপের বাণের পরীক্ষা॥
অভিমন্যু কহিলেন মাতুল মহাশয়।
একবার শুন পিতার গুণ পরিচয়॥
আপনি স্বয়ং বিষ্ণু কৃষ্ণ অবতার।
সঙ্গে ছিল বলদেব অগ্রজ তোমার॥
আছিল ছাপ্পান্ন কোটী যাদব বাহিণী।
হরিল আমার পিতা তোমার ভগিনী॥
পড়ে কি না পড়ে মনে চিন্ত আরবার।
পরাস্ত ছাপ্পান্ন কোটী প্রতাপে যাহার॥
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ পিতা পার্থ মহাশয়।
ক্ষত্র পুত্রে নিন্দিবে কি গোপের তনয়॥
আপনি মাতুল নন্দঘোষ তব তাত।
না জান ধরিতে ধনু পিতার সাক্ষাৎ॥
আমি ক্ষত্র সুত তুমি ঘোষের নন্দন।
অসমানে দ্বন্দ মামা শোভে না কখন॥
বাল্যকালে গরু গেল পালঙ্গের তলে।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরি রাখিতে নারিলে॥
রাজ্য ধ্বংস যদু বংশ নির্ব্বংস নিশ্চয়।
কেমন বাপের বেটা পাব্দে পরিচয়॥

কলির লক্ষণ।

পৌরাণিক দীক্ষা কিবা বৈদিক সকল।
অমান্য হইবে যবে কলির প্রবল॥
পাপ পুণ্য পরীক্ষার অক্ষম যখনে।
ঘোর কলি উপস্থিত জানিবা তখনে॥
ছিন্ন ভিন্ন দেখ যবে গঙ্গা সুরধুনী।
কলির প্রকোপ বলি জানিবা তখনি॥
অর্থ লালায়িত অতি ভূপতি যখন।
কলির প্রাবল্য বলি জানিবা তখন॥
স্ত্রীলোক দুর্দ্দান্ত যবে কর্কশ ভাষিণী।
পতি উল্লঙ্ঘনকারী কলহ কারিণী॥
পতি প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছল্য অতিশয়।
তখন জানিবা কলি দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জয়॥
নারী বশীভূত যবে কামের কিঙ্কর।
বন্ধু বান্ধবের প্রতি কটু ব্যবহার॥
এমন সময় যবে হবে উপস্থিত।
ঘোর কলি আধিপত্য জানিবে নিশ্চিত॥
প্রকাশ্যেতে মদ মাংস করিলে ভোজন।
নয় দণ্ডনায় কিম্বা নিন্দার ভাজন॥
দিবা রাত্র গুপ্তভাবে করে সুরাপান।
তখনও জানিবে কলি প্রবল প্রধান॥

ভূমিতে নাহিক শক্তি অল্প জন্মে ফল।
অনাবৃষ্টি হয় কিবা অতিবর্ষে জল॥
অসময় ফলে কিবা ফলশূন্য হয়।
তখনও জানিবা কলি ভীষণ দুর্জ্জয়॥
অল্প বর্ষা স্বল্প শীত সূর্য্য তাপ কড়া।
লৌহ শৃঙ্খলেতে যবে বদ্ধ বসুন্ধরা॥
পুং জাতি ক্ষীণ অতি নারী বলবান।
তখনও জানিবা কলির যৌবন প্রধান॥
মাতা দাসীরূপা পত্নী গুরু স্বরূপিনী।
ভীষণ সংহার কলির জানিবা তখনি॥

মিষ্ট বাক্যের মোহিনী শক্তি।

বন পশু বশ হয় প্রিয় আচরণে।
অপ্রিয়ে তনয় বশ থাকে না কখনে॥
সতী নারী ত্যাগ করে পতি আপনার।
জননী থাকে না বশ অন্য কিবা ছাড়॥
বাঁশরীর ধ্বনি শুনি বিষধর যত।
সাপুরিয়া কাছে নাচে শির অবনত॥
ড়ালা শিকারীর করে শুনি ঘণ্টা ধ্বনি।
প্রাণ দিতে আইসে বনে বনের হরিণী॥

রাগান্ধেতে করিলে উদ্ধত আচরণ।
উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পরে সমাজ বন্ধন॥
মিষ্ট আলাপনে মজে নিখিল সংসার।
মুখে মিষ্ট না থাকিলে মিষ্টান্ন কি ছার॥
কোকিল কুরূপা পাখী বিরূপা নয়ন।
কুহু রবে ভবে মজে মানবের মন॥
শিক্ষাচ্ছলে ব'লেছিল কমল লোচন।
বাক্য রস সম রস নাইরে লক্ষ্মণ॥
ধান্য ধন সন্নিকটে অন্য ধনে ছার।
ভ্রাতৃবল কিসে লাগে ভুজবল যার॥
মিষ্ট কটু দুই বাক্য একমুখে সরে।
মিষ্ট ছারি কটু বল কোন্ লাভের তরে॥
বি, এল, উকিল কেহ শূন্য হাতে যায়।
[কেহ] মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করি পকেট ভরায়॥
ক্ষেমেশে জিজ্ঞাসে মনে সবিনয় করি।
মিষ্ট আলাপনে কিহে লাগে টাকা কড়ি?

বিপদ মঙ্গলের হেতু

ভীষণ বিপদ আর ব্যাধি অনিবার।
আর শত্রু হইতে হয় মঙ্গল অপার॥

বিপদে পড়িলে ডাকি বিপদ ভঞ্জন।
ব্যাধি কালে ডাকি হরি রোগ নিবারণ॥
শত্রু যবে উচ্চ রবে করে আস্ফালন।
নয়ন মুদিয়া ডাকি নর নারায়ণ॥
তেতালা পাঙ্খার বা' প্রিয়া সন্নিধানে।
মন চোরা মাতোয়ারা মদনের বাণে॥
অঞ্চল আড়ালে হে'রে চঞ্চল নয়ন।
হাঁটু পাতি রতি পতি হানে শরাসন॥
মদনের সখা হ'ন মদের বোতল।
গোলাপী পানের খিলি আর গোলাপ জল॥
সুগন্ধ তামাক গন্ধে ধূমে অন্ধকার।
কি সুন্দর সুন্দরীর কটীর বাহার॥
বোলাক ঝুলয়ে যেন গোলাপের ফুল।
ঝল মল রসিকার নাসিকার দুল॥
সুরঙ্গ নয়নে হেরে কুরঙ্গ নয়নী।
ভ্রমেও ভাবিনা কভু ভব চিন্তামণি॥
ইষ্ট মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র সব পরিহরি।
কামিনী কাঞ্চন কোলে ধূলে গড়াগড়ি॥
ক্ষেমেশে বুঝেছে বেশ ভূল নাহি তাতে।
কামিনী কাঞ্চনে নাহি অসাধ্য জগতে॥

অর্থ ও পরমার্থ।

তোমার মহিমা নাথ কি বলিতে পারি।
হিমাদ্রি ভাঙ্গিয়া কর সমুদ্র লহরী॥
অতল জলধি যথা গর্জ্জে হুহুঙ্কারে।
তারে পরিণত কর পর্ব্বত আকারে॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে ঘুরে অনিবার।
খসে না একটী কণা মহিমা তোমার॥
শশাঙ্কের অঙ্কে পড়ে সূর্য্যের কিরণ।
আলোকেতে পুলকিত করে জীবগণ॥
কার বলে সবলে ঘুরে হে গ্রহগণ।
নক্ষত্র খচিত চন্দ্রাতপের সৃজন॥
ধন্য ধন্য বিধি তব লীলা চমৎকার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অণ্ড প্রসব যাঁহার॥
এই ঘড়ী বুকে করি ঘোড়া আরোহণ।
ক্ষণ পরে মঞ্চোপরি শ্মশানে শয়ন॥
কেহ ভাবে বিদ্যা বুদ্ধি উদ্যোগ প্রভাবে।
রচিব সুরম্য হর্ম্ম্য ভূষিত বৈভবে॥
জিনিয়া মামলা মিথ্যা ঘোর অহঙ্কার।
ছি ছি মন এ কেমন বুদ্ধি হে তোমার॥
শুভ্র জলরূপে যবে বাহিরিবে মল।
কোথা রবে বিদ্যা বুদ্ধি কোথা রবে বল॥

এমন নশ্বর দেহে কিবা অহঙ্কার।
ছড়ি ঘড়ী বাবুগিরি সকল অসার॥
মামুদের তুলনায় আমি কিবা ছার।
ভারত লুণ্ঠন করি সপ্তদশ বার॥
স্থলতান মামুদ খেদ কৈল মৃত্যুকালে।
এ সুখ বিভব ছাড়ি আমি যাব চলে॥
বিবিধ রতন ধনে পুরিত ভাণ্ডার।
সে সবে হ'ল না বশ শমন আমার॥
গজনীতে সঞ্চিত অশেষ রত্নচয়।
কিছু ত ল'ব না সঙ্গে মরণ সময়॥
মৃত্যুকালে শূন্য করে সাহ সেকান্দর।
জানাইল জগতের সম্পদ নশ্বর॥
অর্থ নহে অর্থ নহে অনর্থ কারণ।
অর্থ ছাড়ি কর পরমার্থ উপার্জ্জন॥

প্রশ্নোত্তরে উপদেশ

প্রঃ অন্ধ হ'তে মহা অন্ধ বলি কোন জনে?
উঃ ব্যথিত হয়েছে যিনি মদনের বাণে।
প্রঃ বীর হ'তে মহাবীর কে আছে ভূবনে?
উঃ বিঁধিতে না পারে যারে কাম শরাসনে।

প্রঃ বিষ হ'তে মহাবিষ কাকে বলা যায় ?
উঃ বিষয় বৈভব তীব্র বিষ এ ধরায়।

প্রঃ অলঙ্কার হইতে কি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কাব ?
উঃ পৃথিবীতে সৎস্বভাব আছয়ে যাহার।

প্রঃ সকলের প্রিয়বস্তু কি আছে ভূতলে ?
উঃ বিনয় কেবল প্রিয় এই ধরাতলে।

প্রঃ পশু ব'লে কাহাকে করিব সম্বোধন ?
উঃ পৃথিবীতে অতি মূর্খ আছে যেই জন।

প্রঃ কার সনে একত্র না করি বসবাস ?
উঃ মূর্খ খল পাপী নীচ ত্যজিব নির্য্যাস।

প্রঃ কাহাকে করিলে ত্যাগ হয় সুখোদয় ?
উঃ সুখ হয় নারী জাতি ত্যজিলে নিশ্চয়।

প্রঃ মিত্র হ'য়ে মহাশত্রু কাকে বলি বল ?
উঃ পুত্র পরিবাব আদি শত্রুই কেবল।

প্রঃ কি আছে চঞ্চল বল বিদ্যুৎ যেমন ?
উঃ অধিক চঞ্চল ধন জীবন যৌবন।

প্রঃ কি চিন্তা করিয়া কাটি দিবস শর্ব্বরী ?
উঃ আত্মোন্নতি চিন্ত্য অন্য চিন্তা পরিহরি।

প্রঃ সর্ব্বদাই অন্ধকার বিরাজে কোথায় ?
উঃ মূর্খের হৃদয় মাঝে আঁধার লুকায়।

প্রঃ বৃথায় সময় নষ্ট হয় রে কখন ?
উঃ যতক্ষণ নিদ্রাগত থাকে জীবগণ।

প্রঃ সর্ব্বদাই কোন জন অসুস্থ ধরায় ?
উঃ যিনি বিজড়িত আছে সদা ঋণ দায়।

প্রঃ চোরা বাণ কাকে বলে এই ধরাতলে ?
উঃ খল জন প্রকৃতিকে চোরা বাণ বলে।

প্রঃ কাহাকে বলিব মূর্খ বল দেখি ভাই ?
উঃ সদসৎ বিবেচনা যার কাছে নাই।

প্রঃ অসুখী কে আছে বল সদা রাত দিন ?
উঃ যাহার জীবন আছে পরের অধীন।

প্রঃ এই ধরাতলে বল উপকারী কে ?
উঃ উপকারী বটেন যথার্থবাদী যে।

প্রঃ বল দেখি কাকে আমি বলি অপকারী ?
উঃ নিকটে বসিয়া যিনি করে চাটুকারী।

প্রঃ এই ধরাতলে বল অতি দুঃখ কার ?
উঃ সর্ব্বদাই বিষয়ে আসক্তি আছে যার।

প্রঃ এ সংসারে বল দেখি ধন্যবাদ কার ?
উঃ পর উপকার গুণ আছয়ে যাহার।

প্রঃ কাহাকে দরিদ্র বলি এই ধরাতলে ?
উঃ আশার অবধি যার নাই কোন কালে।

প্রঃ এ জগতে বল হে শ্রীমান নাম কার ?
উঃ সকল কাজেতে আছে সন্তোষ যাহার।

প্রঃ সংসারে পরম শত্রু আছে কোন জন ?
উঃ অবাধ্য পরম শত্রু ইন্দ্রিয় আপন।

প্রঃ কা'কে বলি অতি মিত্র সুহৃদ আমার ?
উঃ সুসভ্য ইন্দ্রিয়গণ বশে আছে যার।

প্রঃ বল দেখি এ জগতে মৃত্যু কারে কয় ?
উঃ আপনার অকীর্ত্তি প্রকাশ যদি হয় ;

প্রঃ বল কর্ণহীন কি বধির কোন জন ?
উঃ হিতবাক্য বলিলে না শুনে কদাচন।

প্রঃ আপন পরম বন্ধু কারে বলা যায় ?
উঃ বিপদ কালেতে যিনি থাকেন সহায়।

ভ্রাতৃ মিলন

অভিমান হ'তে জন্মে অপমান কত।
প্রকৃত ঘটনা বলি অতীব অদ্ভুত ॥

দু'ভ্রাতার মধ্যেতে বিরোধ লেগে গেল
দেশ প্রথা অনুসারে কুচক্রী জুটিল ॥

আগুন লাগিলে যেন পবন সহায়।
দুজনার বিরোধে কুলোক জুটি যায়॥
কুলোকের অভাব নাহিক কোন দেশে।
উভয়ের মোকদ্দমা বাঁধাইল শেষে॥
বড় ভাই বুদ্ধিমান কিন্তু নিঃসন্তান।
ছোট ভাই বহুপুত্র সম্পত্তি সমান॥
বড় ভাই বুদ্ধিগুণে জয়ী হয়ে যায়।
ছোট ভাই বুদ্ধি দোষে মামলা হারায়॥
বুঝে না আইনের মর্ম্ম আইনে কিবা আছে
প্রায় ত মামলা জিতে বুদ্ধি যার কাছে॥
ছোট উকিলের কাছে এক অর্থ হয়।
বড় উকিলের কাছে ঘটে বীপর্য্যয়॥
ক্রমেতে দরিদ্র হ'ল হারাল সকল।
আছয়ে বিক্রীর বাকী ভিটাটী কেবল॥
বন্ধকের জমি নাই সিন্দুকেতে কড়ি।
উকিল কিসের লাগি করে পিড়াপিড়ী॥
ভার্য্যা ছিল সতী লক্ষ্মী সোণার ললনা।
অকাতরে খুলে দিল গায়ের গহনা॥
তথাপি না কমে জেদ মান অভিমান।
অলঙ্কার কুড়াইয়া উকীল বাড়ী যান॥

ভূমে পড়ি পায়ে ধরি অলঙ্কার রাখি।
সর্ব্বধন হারায়েছি এই মাত্র বাকী।

বিধবা ক'রেছি নারী দুঃখে মরে যাই।
গত রাত্রে উপবাসী কিছু খাই নাই॥

যাছিল এনেছি আমি দিয়েছি চরণে।
কপর্দ্দক থাকে যদি না লাগে মরণে॥

অর্দ্ধ চন্দ্র দিল বাবু মক্কেলের ঘাড়ে।
লাথি চোটে অলঙ্কার ফেলে দিল দূরে॥

ধন্য লাথি ধন্য কিল ধন্য ভগবান।
ভাঙ্গিল জেদের ভাণ্ড প্রকাশিল জ্ঞান॥

একি রে উকিল বাবু ব্যবহার তব।
পদাঘাতে বাড়ে কি গো পদের গৌরব॥

যে বিধি গড়িল পদ্ম কণ্টক কাননে।
বিদ্যা বুদ্ধি দিল দয়া নাহি দিল মনে॥

চক্ষুজলে অভিমান সমূলে ভাসায়।
গঙ্গাস্রোতে ঐরাবত যেন ভেসে যায়॥

সর্ব্বস্ব হারায়ে লয় চরণে শরণ।
কাঁদিয়া ধরিতে আসে দাদার চরণ॥

বিনয়ে না হন বশ দাদা মহাশয়।
ঘরেতে ঢুকিলে পাছে কি জানি কি হয়॥

কুলোকের কুমন্ত্রণা আছে তাঁর মনে।
কি জানি আমাকে পাছে বধিবে পরাণে॥
বড় দাদার স্ত্রী ছিল সরলা সুজন।
ক্রন্দনে গলিয়া গেল অবলার মন॥
পতির চরণে পড়ি সতী কেঁদে কয়।
ছোট ভাই পুত্র তুল্য কিছু নাই ভয়॥
একি গর্ভে একি রক্তে জনম দোহার।
বড় ভাই পিতৃতুল্য শাস্ত্র অনুসার॥
জয়েতে পৌরষ নাই হারিলে কেবল।
খল খল হাসিবেক বিপক্ষের দল॥
আমরা ত নিঃসন্তান ধনে কিবা ফল।
তাহার তনয় দিবে তর্পণের জল॥
কুলোকের কুমন্ত্রণা শুনিয়াছে ভাই।
কোলেতে হাগিলে শিশু ফেলে দিতে নাই
কপাট খুলিয়া দিল ভাজ ঠাকুরাণী।
পড়িল দাদার পায়ে লুটায়ে ধরণী॥
ছেলে পিলে মরিতেছে অন্ন অন্ন করি।
গৃহিণীর বস্ত্রখানা যাইতেছে ছিঁড়ি॥
মাতৃশ্রাদ্ধ করি নাই খরচের ডরে।
দিলাম উকিল ফিস মুষ্টিভিক্ষা করে॥

তোমার বধুর গেছে যত অলঙ্কার।
ঘাড়ে আছে ধাক্কা চিহ্ন দেখহ আমার॥

চিন্তায় চিন্তায় দাদা রক্ত হ'ল জল।
পাইয়াছি ঘরাণা বিরোধ প্রতিফল॥

সাক্ষীর পরীক্ষা হ'তে রায় লিখা শেষ।
জপিতাম বক্ষে শুধু গুরু উপদেশ॥

খোন্‌কার কল্‌মা পড়ে দাড়া নাড়ি নাড়ি।
ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম মন্ত্র পৈতাখানা ধরি॥

শূদ্র জাতি ক্ষুদ্র অতি জপে দুর্গা নাম।
পিছে থাকি উকিলের টানে চোখা খান॥

যেই দিন হ'তে তব পদ ছাড়ি ভাই।
ইষ্ট মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র কিছু মনে নাই॥

দিবা রাত্র দহে গাত্র হুহু শব্দে জ্বলে।
বুক চিরে দেখাতেম দেখা'বার হ'লে॥

যা হবার হইয়াছে ক্ষমা কর ভাই।
চরণের ধুলি আর শান্তি ভিক্ষা চাই॥

দেশবাসী কুলোকের কুট মন্ত্রণায়।
কাঁদিয়ে পড়িছি পাইক প্যাদার পায়॥

লইতে তোমার ধুলি ভাবি অপমান।
(যাকে) দিব না চরণ ধুলি সেও টিপে কান॥

কাঁদিয়া দাদার পাও ভাসাইল জলে।
চক্ষু জল মুছাইয়া ভাই নিল কোলে॥

প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই অদৃষ্টের ফেরে।
কুলোকের কুমন্ত্রণায় আমায় গেলে ছেড়ে॥

সর্ব্বস্ব হারালি ভাই দুঃখ নাই ওর।
কি দিয়া পুষিবি ভাই পুষ্যবর্গ তোর॥

গাছ কাটা আড়া আর কুঠার কুজন।
সর্ব্বস্ব হারায়ে ভাই চিনিলি এখন॥

আইস প্রাণের ভাই দিব কোলাকুলি।
কুচক্রীর মুখে যেন পড়ে চুণ কালী॥

আপনা আপনি কভু না হইবে ভিন।
পাড়া পড়শীর কেবল মুখখানা চিন॥

সন্তান নাইক ধনে কিবা প্রয়োজন।
তোমাকে সর্ব্বস্ব আমি করিনু অর্পণ॥

কাগজ আনহ আমি লিখে দিয়ে যাই।
এই ধনে আর মোর কোন দাবী নাই॥

স্ত্রী পুরুষ দুইজনে কাশী যাব চলি।
এসরে প্রাণের ভাই দিই কোলাকুলি॥

দেশের কুলোক যারা টর্ণি ব্যবসায়।
বাঁধাইয়া দ্বন্দ্ব নিজ উদর পোষায়॥

দুই দল হয় যদি বিরোধেতে রত।
ইহাই কেবল তাদের জীবিকার পথ॥

যাহাদের নাই অন্য উপায়ের আশা।
ধরে কবিরাজী আর টর্ণির ব্যবসা॥

তীক্ষ্ণ বিষধর হ'তে এ ব্যবসা খল।
কলিকালে এই দুটী মানুষ মারা কল॥

খড়্গ শব্দ হ'তে খ লবণ হ'তে ল।
খল শব্দের ব্যুৎপত্তি জল বুঝে ল॥

শিক্ষা দিও বালকেরে বিষধর ধরে।
তথাচ খলের সনে পিরীত না করে॥

মোকদ্দমা ধর্ম্ম নষ্ট জাতি নষ্ট কুল।
মোকদ্দমা মানবের নিধনের মূল॥

যার সনে আলাপে গৌরব নষ্ট হয়।
দিতে হবে উচ্চাসন করিবে বিনয়॥

পদ সেবা করাইতে যারে লাগে ঘিন।
পঞ্চ উপচারে থানা দিবে রাত্র দিন॥

মিথ্যা সাক্ষী ব্যবসায়ী বিষধর ফণী।
মামলাকারীর কিন্তু মুকুটের মণি॥

ঘরে ঘরে বিরোধ না কৈর কদাচন।
লঙ্কার দুর্গতি হের কুরুক্ষেত্র রণ॥

প্রাণের ভাই চ'লে যাই দেখা এই শেষ,
সুখে থাক মনে রাখ মম উপদেশ ॥

শান্তি প্রার্থনা

ভগবান শান্তি দান দেওগো আমায়।
সঙ্কুচিত চিত ভীত ভব ভাবনায় ॥
জীবিতে খাইব কিবা ম'লে যাব কৈ।
কোথা সুখ কবে সুখ কিসে সুখে রৈ ॥
সুখ সুখ করি ঘুরি মরি অনুক্ষণ।
মনেতে না দিলে সুখ দেয় কোন জন ॥
যেমন নাভিতে মৃগী কস্তুরী রাখিয়া।
বন উপবন ভ্রমে সুগন্ধ খুজিয়া ॥
এমন দুর্ব্বল মন নাহি বোঝে হায় ॥
মনে না থাকিলে সুখ পাইবে কোথায় ?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে আদেশে যাঁহার।
কীট আদি হিমাদ্রির এক অধিকার ॥
মহম্মদ মহাদেব কৃষ্ণ খ্রীষ্ট আর।
প্রলয় পর্য্যন্ত ঘোষে মহিমা যাঁহার ॥
সহায় সম্পদ আর সন্ততি সম্মান।
কোথা হতে পেলে তুমি কে করিল দান

রাখিতে পারিতে যদি আপনার বলে।
রাবণের দুর্গতি না হত কোন কালে॥
দশমুণ্ড বিশবাহু বিংশতি লোচন।
নর বানরের করে হ'ত না নিধন॥
তুমি কার কে তোমার চিন্ত একবার।
হেলায় তরিয়া যাবে ভব নদী পার॥

খেজুর গাছের সনে কপট মানবের মিত্রতা।

কাটীতে খেজুর গাছ যবে হয় মন।
ধীরে ধীরে করে নরে বৃক্ষে আরোহণ।
রশিতে কসিয়া বাঁধে দুই কলেবর।
গাছে ভাবে দুই বঁধু হলেম একত্তর॥
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
আমাকে যে দিল কোল দয়ার পরিচয়
প্রীতি পেলেম মধুর মধুর আলিঙ্গনে।
আসিও প্রাণের বঁধু ভুলনা কখনে॥
খলের প্রকৃতি কভু গোপন না রয়।
ধীরে ধীরে পিছু হতে তীক্ষ্ণ অস্ত্র লয়॥

হাতুর লইয়া বঁধু সুকঠিন করে।
টক্ টক্ করি টুকে বঁধুয়ার ঘাড়ে ॥
আগেতে দেখালে বঁধু কত সমাদর।
পরেতে বসালে দাও ঘাড়ের উপর ॥
তখন বুঝেন খলে পিরীতির ফল।
সারা রাতি দুঃখে ঝরে নয়নের জল ॥
সাধুর হৃদয় উচ্চ মাধুর্য্য কেমন।
[তবু] মিষ্ট রসে তুষ্ট করে ছেদকের মন।
ক্ষেমেশ বুঝেছে বেশ নাহি তার ভুল।
খলের পিরীতি মাত্র অনর্থের মূল।
অঙ্গে অঙ্গে মিশে যদি নাহি মিশে মন।
সুখ বিনিময়ে হয় দুঃখ সংঘটন ॥
বিষ আছে বলি সাপ নাম বিষধর।
কালকূট হ'তে তীব্র খলের অন্তর ॥
নির্জ্জন অরণ্য বাস কিবা কারাগার।
ততোধিক কষ্ট বটে খল মিত্র যার ॥
খড়গ শব্দ হ'তে খ লবণ হ'তে ল।
খল মিত্র যার, তারে যম বাড়ী ল ॥
অত্যম্ল জিনিসে যদি লবণ মিশায়।
ঘুচিয়া অম্লত্ব গুণ মিষ্ট হ'য়ে যায় ॥
মধু মধ্যে মিসে যদি লবণের কণা।
তিক্ত বিষবৎ নাহি খায় কোন জনা ॥

খলে খলে মিশে না মিশয়ে সাধু সনে।
জলন্ত দৃষ্টান্ত ইহা জানে জগজ্জনে ॥
দংশনের পূর্ব্বে সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ করে।
মিষ্টিতে কাপট্য শঠে সমূলে সংহারে ॥
সর্পের দংশন মাত্র একজন মরে।
ততোধিক বিষ খল বদন গহ্বরে ॥
এক কর্ণমূলে বৈলে ফুস্ ফুস্ বাণী।
অনায়াসে বধে শেষে অপর পরাণী ॥
পতি হয়ে সতী ছাড়ে পিতা পুত্রে ভিন।
কুবুজার কর্ণ মন্ত্রে রাম উদাসিন ॥

অর্জ্জুনের দর্প চূর্ণ।

পার্থ সম্বোধিয়া কহে কৃষ্ণ মহাশয়।
অত্যন্ত নিকৃষ্ট যাহা আন ধনঞ্জয় ॥
মনে মনে চিন্তা করি পার্থ মহাবীর।
বিষ্ঠাই নিকৃষ্ট অতি করিলেন স্থির ॥
বিষ্ঠা আনিবারে যায় কুন্তীর কুমার।
ছুঁওনা বলিয়া পার্থে করে তিরস্কার ॥
ক্ষীর সর দধি ছিনু অমৃত সমান।
ছিলাম গোবিন্দ ভোগ তণ্ডুল প্রধান ॥

ঘোষ ঘরে ঘৃত ছিনু দোকানে মিঠাই।
নর পেটে যাওয়া মাত্র বিষ্ঠা হয়ে যাই॥
কোথায় সুগন্ধ গেল মিষ্ট গেল কৈ।
সুগন্ধটা হারাইয়ে দুর্গন্ধ হয়ে রৈ॥
ঘৃত হয়ে লাগিতাম দেবতা অর্চ্চনে।
বিষ্ঠা হয়ে নষ্ট হই অস্পৃশ্য এখনে॥
কত পাপ করিয়াছি জন্ম জন্মান্তরে।
তাহে বাস হল নরের জঘন্য জঠরে॥
ভদ্রলোক সম্মিলনে বেড়ে যায় মান।
অভদ্রের বাড়ী গেলে খাটী অপমান॥
যেমন গো পেটে গেলে পবিত্র গোময়।
নর পেটে যেয়ে বিষ্ঠা অশুচি নিশ্চয়॥
তবুও মৎস্যের আমি আহার্য্য প্রধান।
উদ্ভিদের পক্ষে কেবা আমার সমান॥
কত জীব জীয়ে আছে আমার প্রসাদে।
আমি কি করিব ভয় তব অপবাদে॥
কৃষ্ণ সখা বৈলে তুমি এত অভিমানী।
আমাকে জঘন্য তুমি ভেবনা ফাল্গুণী॥
যুদ্ধ করিবারে জান এই মাত্র বল।
আমি জানি তুমি হে মানুষমারা কল॥
হিমাদ্রি পর্ব্বত হ'তে ক্ষুদ্র বালুকণা।
কৃষ্ণ কাছে নিকৃষ্টতো নাহি কোন জনা॥

কৃষ্ণ সখা বৈলে তব এত অভিমান।
কৃষ্ণ কাছে আমি তুমি একই সমান॥
কৃষ্ণ প্রিয় পাত্র বৈলে গর্ব্ব অতিশয়।
অভিমন্যু বধেতে পেয়েছি পরিচয়॥
সপ্তরথী ঘেরি যবে অভিমন্যু বধে।
শুনিতে না দিল তোমায় কৃষ্ণ শঙ্খ নাদে॥
প্রকৃতি বশেতে সব কার্য্য হয় জানি।
বৃথা অভিমান কেন করহ ফাল্গুণী?
গীতা উপদেশ কৃষ্ণ দিয়েছে তোমায়।
সপ্তবিংশ শ্লোক দেখ তৃতীয় অধ্যায়॥
তুমি কার্ কে তোমার তুমি কোন জন।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সব কর্ম্ম নির্ব্বন্ধন॥
পরমাত্মা হ'তে হয় মনের উদ্ভব।
উদ্ভব হইলে আর থাকে না সংশ্রব॥
যেমন বরফ গ'লে জল হয়ে যায়।
কৌশল করিয়ে জলে বরফ জমায়॥
সেইরূপ যোগ বলে মহাযোগীগণ।
মনেরে করিতে পারে আত্মা-সম্মিলন॥
আপন কর্ম্মেতে হয় আপনি হনন।
তুমি কেবল কুরুক্ষেত্রে নিমিত্ত কারণ॥
কাষ্ঠের পুতুল জীব কর্ম্মসূত্র শিরে।
যেরূপ নাচায় নাচে ভবের আসরে॥

অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন তোমায় দেখি কেনে
কৃষ্ণ সঙ্গে তুমি কিহে ছিলে গোচারণে ॥
স্রষ্টা কাছে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নহে ভিন।
জগতের যত জীব কর্ম্মের অধীন ॥
কৃষ্ণকে বলিবা যেন করিতে স্মরণ।
রাবণের রণ আর বন পর্য্যটন ॥
ধর্ম্মপুত্র সহোদর কৃষ্ণ যার সখা।
কিমাচার্য্য তমোগুণে রহিয়াছে ঢাকা ॥
বিষ্ঠাকে নিকৃষ্ট অতি ভাব ধনঞ্জয়।
ইহাতে বুঝেছি পার্থ মুর্খ অতিশয় ॥
পঞ্চ জনে একনারী কে করে বরণ।
চিন্তিয়া দেখনা নিজ জন্ম বিবরণ ॥
পঞ্চেতে বিবাহ কৈলা নাম মাত্র সার।
তুমি হে অঞ্চল তলে দ্রুপদ বালার ॥
দ্রোপদীর কেশ টানে অপমান দিয়ে।
পঞ্চভ্রাতা চেয়ে রৈলে ভেক মত হয়ে ॥
পঞ্চ পতি থাকিতেও ভাসুরেতে মন।
কুলটার পতি হয়ে গর্ব্ব কি কারণ ॥
যতুগৃহে ছিলে যবে ভাই পঞ্চজন।
গৃহ দাহে আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
তব গৃহ ছিদ্র কথা সব আমি জানি।
আমার অজ্ঞাত কিছু নাহি হে ফাল্গুণি ॥

যুদ্ধেতে বিরত রথে কাপুরুষ মত।
কৃষ্ণ উপদেশে পুনঃ যুদ্ধে হও রত॥
তোমাকে আর কি বলিব ওহে ধনঞ্জয়।
ভাগ্যেতে গাণ্ডীব দিল কৃষ্ণ মহাশয়॥
কৃষ্ণের করুণা কণা যে মানবে পায়।
দুস্তর মোহিনী নদী হেলে ত'রে যায়॥
সে কৃষ্ণ সারথী ছিল নারায়ণী সেনা।
কেমনে বাখানি বল তব গুণপনা॥
ক্লীবরূপে ছিলা, মনে আছে কিবা নাই।
পুরুষ হইলে হ'তো কতই বড়াই॥
মিথ্যা সাক্ষী দিয়া বধ দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
কেমনে প্রকাশ মুখে নির্লজ্জ পামর॥
মৃত্যু উপদেশ দেন ভীষ্ম মহাশয়।
নাম বাড়াইলা বধি শান্তনু তনয়॥
সম্মুখে শিখণ্ডি রাখি পাছে ধনঞ্জয়।
বৃদ্ধ পিতামহ বধ পাষাণ হৃদয়॥
ওহে পার্থ তোমাকেও চোর বলা যায়।
সুভদ্রা করিলা চুরি কৃষ্ণ মন্ত্রণায়॥
এমন জঘন্য জীব আছে কি আর ভবে।
আবার ছুঁইওনা পার্থ কি জানি কি হবে॥
ক্ষেমেশ বিনয়ে কহে সমক্ষে সবার।
উৎকৃষ্ট সকলি বটে সৃষ্টি বিধাতার॥

ওহে বিষ্ঠা আমাকেই বলিলা যে সব।
যথেষ্ট হয়েছে আমার মানের লাঘব॥
বাণ সম বিন্ধে অঙ্গ সহা নাই যায়।
শক্তিশেল সম বিন্ধে কথায় কথায়॥
যে কষ্ট পেয়েছি আমি কুরুক্ষেত্র রণে।
ততোধিক কষ্টবোধ তব বাক্য বাণে॥
সহজেই ডিফেমেসন্ কেইচ আনা যায়।
সত্যের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রমাণ দেওয়া দায়॥
একচেপ্‌ সানের মধ্যেতে পড়েছে এই গালি।
নতুবা দিতেম শিক্ষা দিয়ে করতালি॥
ইহাতে বুঝিতে বিষ্ঠা বাকী নাহি আর।
বদ্ধ জীব ঘুরে ভবে কর্ম্মসূত্র সার॥
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী কিবা ভিখারী অধম।
সকলের ভিত্তি জান কেবল করম॥
ফটোগ্রাফে বসি যদি বিষণ্ণ অন্তর।
হাস্য মুখ করিতে কি পারে চিত্রকর?
বিষ্ঠা হতে নিষ্ঠা শিক্ষা পেনু এই দীন।
পর নিন্দা না করিব রসনা মলিন॥
বুঝিলাম আমা হতে হেয় নহে কেহ।
মেদ ক্লেদ পরিপূর্ণ এ নশ্বর দেহ॥

মৃত্যু মঙ্গলের হেতু।

মঙ্গল ময়ের রাজ্যে নাহি অমঙ্গল।
মৃত্যু অমঙ্গল নহে অতীব মঙ্গল॥
পুরাতন ফেলাইয়া যে দিবে নূতন।
ভুলিতে পারে কি কভু সে প্রভুর গুণ॥
জনমের পূর্ব্বে খাদ্য যে যোগাল ভবে।
তাহা হ'তে অমঙ্গল কভু কি সম্ভবে॥
মাতারূপে দাসী যেন পিতারূপে দাস।
পরে দুহিতা নারী প্রাণের উল্লাস॥
মাসী, পিসি পেয়ে খুসী ভাই ভগ্নীগণ।
তরুর শিখর যেন সুদৃঢ় বন্ধন॥
দন্ত কর্ণ নাসা নেত্র রসনার বলে।
সাজাইল দেহখানা বিচিত্র কৌশলে॥
মস্তকে মস্তিষ্ক দিল দয়া নিরুপম।
অন্য জীব হতে শ্রেষ্ঠ অদ্ভুত বিক্রম॥
আর শক্তি দিয়াছেন মহাশক্তি ধর।
যে শক্তি প্রভাবে সেই শক্তিসম সর॥
এমন দয়াল পিতা আছে কি কোথায়।
যে পিতা ভজিলে পিতার অঙ্গে মিশে যায়॥
যে পিতা বলেন আমায় কুটস্থেতে রাখ।
না পারিলে অভ্যাস যোগেতে আমায় ডাক।

তাহা না পারিলে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নতু সর্ব্ব কর্ম্ম আমায় কর সমর্পণ ॥
উপরে উঠিতে শিশুর সোজা যেই পথ।
যে পিতা দেখান সে কি সামান্য মহৎ ॥
জন্মদাতা তুষ্ট হ'লে কোলে ল'য়ে যায়।
পরম পিতা তুষ্ট হলে পরমে মিশায় ॥
কি কলে কৌশলে বিধি বান্ধিয়াছে ধরা।
কি সাধ্য মোহিনী মায়া জাল ভেদ করা ॥
এই দেখি আসন্ন মৃত্যু বাহিরেতে আনে।
ক্রিয়াতে করোনা ব্যয় বলি পুত্র কাণে ॥
ধনাশা জীবন আশা নাহি হয় শেষ।
মৃত্যু কাল পর্য্যন্তই ধন উপদেশ ॥
নিজ কার্য্য দোষে যদি বহু কষ্ট হয়।
মৃত্যুকে পাঠায়ে দেন নিজ পিত্রালয় ॥
ভবেতে পাঠান পুনঃ নব কলেবর।
সৎপথে থাক বাছা কর সোণার ঘর ॥
মণিহারী দোকানের ফণি কোটা হেরি।
অমৃত ছাড়িয়া পুনঃ বিষ পান করি ॥
বেনে ঘরে কুট আছে আর হলাহল।
কুট ফেলে বিষ খেলে কার দোষ বল ॥
দুধ বিকে মদ খেলে পরের দোষ কি।
পান্তা ভাতে অম্ল খেয়ে পায় ঠেলে ঘি ॥

কল্পতরু তলে আছি চতুর্ব্বর্গ আশে।
খেলেম কুচিলা ফল প্রবৃত্তির দোষে॥
জানি শুনি অহিমুখে দিয়ে থাকি কর।
বিষেতে ছাইলে বলি নির্দ্দয় ঈশ্বর॥
নিজ দোষে নিজে মরি দোষ দিব পরে।
হে ভোলা! পাগলা মন কি বুঝাব তোরে॥
পেয়েছি মানব জন্ম সাধনার ফলে।
হেলায় অঞ্চল মণি ফেলিওনা জলে॥
একেত অনন্ত এই কর্ম্মক্ষেত্র ধাম।
ছায়া বাজি দেখি আমি মায়া মজিলাম॥
জানিতাম সব সত্য এই নিত্য ভবে।
সর্ব্ব মিথ্যা মৃত্যু সত্য জানিলাম এবে॥
স্বচক্ষে ভূজঙ্গ দেখি ফোঁস্ ফোঁস্ করে।
নির্ভয়ে ধরিগো সাপ রিপু অত্যাচারে॥
সঞ্চিত না কৈলাম কালে অন্তিম সম্বল।
যম উপহার অনুতাপ অশ্রুজল॥
জালে আছি কালে টানে যমুনার রশি।
দন্ত কর্ণ চক্ষু গেল তবু মুখে হাসি॥
ধন ধন সদা ধন জাগ্রত স্বপনে।
নিধন কালেতে ধন জেগে উঠে মনে॥
অর্দ্ধ সের তণ্ডুলেতে পেট ভরে যায়।
কোটীশ্বর হলে তবু আশা না মিটায়॥

খোদিব ভূধর বক্ষ পশিব সাগর।
লক্ষ লক্ষ নর ভক্ষ ভীষণ সমর ॥
কভু তরী কভু গাড়ী কভু ব্যোমযান।
ধরণী বিদারি করি ধনের সন্ধান ॥
কামিনী কাঞ্চন দুই হয় সমতুল।
সোণার চিতোর যায় সমূলে নির্ম্মূল ॥
ভুগিয়া শিখেছি কিন্তু হারায়েছি কাল।
যেওনা এ পথে গেলে ঘটিবে জঞ্জাল ॥
নূতন সংসারী যারা নূতন যুবক।
সাবধান বাজারেতে আছে বহু ঠক্ ॥
ক্ষেমেশ ঠকেছে কত নাহি তার ওর।
বাজারে হাজার আছে গাঁট কাটা চোর।
চোরের সর্দ্দার ছয় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে।
ডুবা'য়ে জলধি জলে না চাহিবে ফিরে ॥

বিবেক।

ভব নদী মাঝে দেহ তরণী সমান।
জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ধরিয়াছে বৈঠা খান ॥
কর্ম্ম ও উদ্যোগ দোহে টানিতেছে দাঁড়।
ডানে বামে নিতে কিন্তু নাই অধিকার ॥

মন মাঝি আছে পূর্ব্ব কর্ম্ম হাল ধরি।
জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম মতে চালাই দেন তরী॥
মৃত্যুরূপ নঙ্গর হইলে নিক্ষেপণ।
দাঁড়ি মাঝির অবসর জানিবে তখন॥
নদী কুলে বৃক্ষে (১) আছি নাই মনে ডর।
সাদা(২)কাল(৩)দুই মুষিক কাটিছে শিকড়(৪)
কুলেতে পাড়িলে গাছ ধরিবে শার্দ্দুল। (৫)
জলেতে কুমীর (৬) আছে না পাইব কুল॥
তথাপি অবোধ মোরা, নাহি মনে ভয়।
শিকড় কাটিলে গাছের পতন নিশ্চয়॥
সংসার পিপাসা আশা না হইল শেষ।
বাসা বাড়ী ছাড়ি যেতে হ'বে নিজ দেশ॥
সে দেশেতে দ্বেষ নাই দুঃখ যায় দূর।
শান্তিপুরে রাজার নাম অচিন্ত্য ঠাকুর॥
রাজমহলে একসঙ্গে থাকে রাজরাণী।
দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডেতে সাত রাজধানী॥
পথ বক্র আজ্ঞা চক্র যে পেয়েছে কুল।
সম্রাট সম্রাজ্ঞী তাঁর হাতের পুতুল॥
রাজমহলে যোগবলে যাতায়াত যার।
নিত্য ধন লভে ভবে না আসিবে আর॥

(১)সংসার (২) দিন (৩) রাত্র (৪)আয়ু (৫) যম(৬)যম

দেহ যন্ত্র আছে ব'লে এত দুঃখ পাই।
সে দেশেতে অপমান সুখ দুঃখ নাই॥
মুলধন কত ছিল কে বলিতে পার।
রোজ খর্চ্চ একুশ হাজার ছয়শত বার॥
হংসরাজ কেলি বদ্ধ সুরধুনী জলে।
পড়িলে কুলুপ কাঠি শ্বাস যন্ত্র কলে॥
বিরাট সম্রাট যাঁর আদেশ প্রবল।
নাস্তা নাবুদ সঙ্গে বরখাস্ত সকল॥
অমৃত ঢালিয়া দিলে না ধরিব মুখে।
ত্রৈলোক্য মোহিনী দিলে না হেরিব চোখে।
ধরার বৈভব দিলে ধরা নাহি যায়;
জীবিত হইলে হ'তেম সুধন্য ধরায়॥
যে দিন আসন শূন্য হ'ব এ মহীতে।
সসাগরা আধিপত্য নারিবে রাখিতে॥
মহাজনের আসল ধন বুঝা দিতে হ'বে।
নিকাশেতে গোজা দিতে কভু না পারিবে॥
এই নহে তাস খেলা রঙ্ লুকাই রাখা।
ক্রোকী পরওয়ানা নহে মালে দিবা ঢাকা॥
বক্সি কি নাজির নহে ঘুসে হ'বে বশ।
সাক্ষী হ'বে ষড়রিপু ইন্দ্রিয়াদি দশ॥
এক সঙ্গে কৈলাম চুরি আনন্দ উল্লাস।
সাক্ষীর শ্রেণীতে গিয়া আমায় দিল ফাঁস॥

জীবাত্মার বিনয় বাক্য না শুনিল কাণে।
দ্বীপান্তের দণ্ড আজ্ঞা বিচার সেসনে॥
প্রভুর আজ্ঞায় মোরা এলেম ধরায়।
প্রভুর আদেশে প্রাণ পাখী উড়ে যায়॥
প্রভুর মোহিনী-মায়া-জালে আচ্ছাদিয়া।
আবৃত করিয়া রাখে মানবের হিয়া॥
সমুদ্রের জল যেন অনন্ত অপার।
ভাণ্ডেতে পূরিলে নাম ভাণ্ড অনুসার॥
সেই জল পুনঃ ফেল সমুদ্রে আবার।
ভাণ্ডের নাহিক নাম জল নাম তার॥
সোণাতে গড়য়ে যবে অলঙ্কার নানা।
অনলে গলিয়ে মিলে হয়ে যায় সোণা॥
সুতায় বুনায় কাপড় নানা নাম ধরে।
বাস্তবিক এক সুতা সর্ব্ববস্ত্র করে॥
সেইমত এক আত্মা হ'তে এ সংসার।
ভিন্ন জীবের ভিন্ন দেহ ভিন্ন নাম তার॥
দেহ হ'তে আত্মা যবে অন্তর্ধ্যান হয়।
অনন্তে মিশয়ে আত্মা অনন্ত অক্ষয়॥
কেহ রাম কেহ শ্যাম কেহ বলে কালী।
কেহ কৃষ্ণ কেহ খ্রীষ্ট কেহ বনমালী॥
দেহ যন্ত্রে থাকি প্রভু মায়াতে ঘুড়ায়।
জীবাত্মার দুঃখ কেন বুঝা অতি দায়॥

জীবাত্মার মুক্তিহেতু আনি দ্বিজবর।
মুক্তিহেতু পুত্রে নিয়োজিল বারিষ্টর॥
রাক্ষসী ভোজনে বিপ্র ব্যস্ত হ'য়ে যায়।
আসামী খালাস হেতু তালাশ কোথায়॥
সঞ্চিত করিতে যদি কর অবহেলা।
অনুতাপে কি করিবে মহাযাত্রা বেলা॥
শুনিলে কঠোর কথা গাত্র দাহ হয়।
ভস্মে পরিণত হ'বে এ দেহ নিশ্চয়॥
কু-কথা শুনিলে যদি কষ্ট হয় মনে।
বিষম অনল জ্বালা সহিবে কেমনে॥
ক্ষেমেশে কাতরে কহে ক্ষণ সহ্য কর।
মীমাংসা করিবে যম দু'চার দিন পর॥
কাল আছে পাছে পাছে কালদণ্ড হাতে।
কালাকাল না ভাবিবে মারিবেক মাথে॥
ভাঙ্গিতে পরের মাথা সদা চিন্ত মনে।
পাষাণে আছেন কাল দেখনা নয়নে॥
পাপে রত গত আমি করি যেই দিন।
প্রলয় পর্য্যন্ত না পাইব সেই দিন॥
উপস্থিত দিনে কর সাধু ব্যবহার।
পাবেনা সোণার দিন না আসিবে আর॥
এই যে সোণার দিন নাচি নাচি যায়।
একবার গেলে না আসিবে পুনরায়॥

ভীষণ কালাগ্নি কাল মরণের দিন।
আয়ু-সূর্য্য অস্তমিতে আসিবে সে দিন॥
সে দিন ডাকিব সেই দীনের জননী।
ভবার্ণব কর্ণধার ভব নিস্তারিণী॥
অবোধ শিশুর হাতের চাক্‌চিক্য খেলনা।
কাড়িয়া লইলে কাঁদে মা! মা! মা!!
চাক্‌চিক্য খেলনা মত এ ভবের ধন।
ছাড়িতে মায়াতে হ'বে অশ্রু বিসর্জ্জন॥
সুলতান মামুদ পক্ষে আমি কিবা ছার।
ভারত-লুণ্ঠিত ধন দুঃখের আগার॥

শব সম্বোধন।

মন বানরা পাক্কা চোর, একে বিষয়-মদে ঘোর;
ছয় বিছুঁতে দংশে আবার তারে।
একেত উতলা বুড়ী, আর শুনে ঢাকের বাড়ি,
সাধ্য কি তায় পোষ মানাতে পারে॥
যমরূপী বিষম বাঘ, শিয়রে ছাড়িল ডাক,
কে কে আছ আমায় রক্ষা কর।
কোথায় ভাই রিপুছয়, কোথায় মন মহাশয়,
কোথায় ইন্দ্রিয় সহচর॥

বাঘের হুঙ্কার রবে, পলায় সঙ্গীয় সবে,
স্থূল দেহ ফেলে আচম্বিত।
অষ্টাদশে চুরি করে, একজন ধরা পড়ে,
অপর কি পলান উচিত॥
আঠার চোরের কেহ, যদি পরিচয় চাহ,
বলি তাহা শুন সবিস্তার।
দশ ইন্দ্রিয় রিপুছয়, মন মাঝি মহাশয়,
স্থূল দেহ সহ এ আঠার॥
ইন্দ্রিয়াদি দশজন, স্থূল দেহ আর মন,
ষড়রিপু ভীষণ দুর্জ্জয়।
স্বয়ং কর্ত্তা আত্মারাম, তিনিও হলেন বাম,
বিপদেতে কেহ কারো নয়॥
বাধা না শুনেছি ব'লে, তিনিও গেলেন চলে,
অকুলেতে আছি একাকিনী।
উপপতি সাধ যার, দুই কুল নষ্ট তার,
সাক্ষী তার মুই অভাগিনী॥
উপপতি মত কেন, কর বন্ধু পলায়ন,
এখনো সুখের রাত্রি বাকী।
রসরঙ্গে ভঙ্গ দিয়ে, কেন যাও পলাইয়ে,
অঘোর অরণ্যে দিয়ে ফাঁকি॥
মিঠা পানের বিরা দিয়ে, ভুলালি মুই অভাগীরে,
নিজ পতি না চাইলুম ফিরে।

মমপতি জগৎগুরু, হরি বাঞ্ছা কল্পতরু,
কোন্ লাজে ডাক্‌ব আমি তাঁরে ॥
হৃদ পালঙ্কে রাখি পতি, ভজিলাম উপপতি,
হায় হায় কি গতি আমার।
গলায় ঘর্‌ঘরি শুনি, পলাল চোর চূড়ামণি,
কোলে কর করুণা আধার ॥
পতি না থাকিলে ঘরে, কুলটা কুকার্য্য করে,
পতি এলে ধরে সতীভাব।
হৃদ্ পালঙ্কে আছে পতি, আত্মারূপী বিশ্বপতি,
দেখায়ে দেখায়ে করি পাপ ॥
দুর্ দুর্ ধিক্কার ধ্বনি, নিত্য নিত্য কাণে শুনি,
তবু আমার নাহি লাজ ভয়।
আমার মত চোর কত, ধরা পড়ে অবিরত,
তবু নাহি চৈতন্য উদয় ॥
আমার হৃদয়ে বাস, আছ সদা সপ্রকাশ,
শ্রীনিবাস অদৃষ্ট আমার।
আমার মত কত পাপী, তরিতে আছে কি বাকী,
যদি দয়া কর কর্ণধার ॥
(আমি) ডাকিতে জানিনা ব'লে, আমাকে নিদয় হ'লে,
যেবা জানে ডাকিতে তোমায়।
হাতে গলে বাঁধে কাল, তুমি থাক দ্বারপাল,
আনে তোমা চক্ষু ঈশারায় ॥

তব বাসের গুপ্ত স্থান, যে পেয়েছে সন্ধান,
তার কাছে কি খাটে ভারি ভূরি।
মূলাধার সহস্রার, আধিপত্য আছে যার,
করিতে পার না লুকোচুরি॥
বাহ্য জগতেতে হেরি, চণ্ডালে মিতালী করি,
বনের বানরে দিলি কোল।
পাষাণ মানবী হয়, ওহে হরি দয়াময়,
বুঝিতে আছে কি গণ্ডগোল॥
সাধারণ লোকে বলে, সোজা ক'রে আঙ্গুল দিলে,
ভাণ্ড হ'তে নাহি উঠে ঘি।
মাতৃরূপে নন্দরাণী, সখারূপে সব গোপিনী,
বেঁধেছিল মনে আছে কি?
ধ্রুব দেখে দশরূপ, পার্থ হেরে বিশ্বরূপ,
অপরূপ রূপের মাধুরী।
দ্রৌপদীর বাসি শাক, বিদুরের ক্ষুদ্ পাক,
কলার বাকল খেলে হরি॥
মুদিত করিয়া আঁখি, প্রকাশিয়া জ্ঞান আঁখি,
মন পাখী যদি দেখ তারে।
তুচ্ছ ধন, তুচ্ছ জন, তুচ্ছ রাজ-সিংহাসন,
মন রবেনা অনিত্য সংসারে॥
রাখিতে প্রহ্লাদের মান, স্তম্ভ মধ্যে অধিষ্ঠান,
হয়েছিলি ওহে নরহরি।

সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, ব্রহ্মাণ্ড হইতে বড়,
কে বুঝিবে মহিমা তোমারি ॥
ব্যাস, গর্গ সুত আদি, চিন্তা কৈল জন্মাবধি,
না পেল কূল কিনারা তোমার।
নির্ব্বোধ তার্কিক যত, তর্ক করে অবিরত,
দেখা'তে দক্ষতা আপনার ॥
লিখা পড়া ঘোড়ার ডিম, তর্কেতে অপরিসীম,
মধ্যে মধ্যে হাতের চাপড়।
দেখেছ শিখেছ কত, ব্যাস বাল্মীকির মত,
কিবা গর্গ ভৃগু, পরাশর ॥
কাশী মৈলে শিব হয়, ঘরে মৈলে মুক্তি নয়,
এ বিস্ময় হাস্যকর বটে।
বিশ্বভরা বিশ্বেশ্বর, বিশ্বে কি তার আত্মপর,
আত্মারূপে আছে সর্ব্বঘটে ॥
শিলা, নদী, গাছ, বাঁশ, সর্ব্বত্রেতে শ্রীনিবাস,
স্ব প্রকাশ আছে বনমালী।
একাগ্রতা আছে যার, হাড়ি, মুচি, নাই বিচার,
সাক্ষী তার মির্জ্জা হোসেন আলী ॥
ম্যাচ্‌বাক্স কাঠি মাঝে, গুপ্তরূপে অগ্নি আছে,
সংঘর্ষণে অনল উদ্গার।
আত্মারূপ সর্ব্বঘটে, বিশ্বপতি আছে বটে,
দেখা পায় যোগবিদ্যা যার ॥

গাভীতে গোদুগ্ধ পাবে, জানিলে কি ফল হ'বে,
দোহন করিতে যদি নার।
দুগ্ধ লভ দোহন পর, মাখন চাইলে মন্থন কর,
তাকে দাগি ঘৃত পান কর ॥
ধুমরূপ পাপ ছাড়, চিম্নি হৌক পরিষ্কার,
আপন হ'তে প্রকাশিবে জ্যোতিঃ।
আত্মপর মানাভিমান, কিছুই রবে না জ্ঞান,
অনায়াসে পাবে মোক্ষপতি ॥
কাহাকে বলয়ে আত্মা, কোথা আছে সে মহাত্মা,
কি দরকার বিচার তাঁহার।
বহুদিন ধ্যান করি, চিন্তা কৈরে চিন্তে নারি,
রেখেছে অচিন্ত্য নাম যাঁর ॥
(আমি) জ্বরে ভুগি বারমাস, কুপথ্যের মধ্যে বাস,
ঔষধের নাহি ধারি ধার।
সদা দধি, অম্ল খাই, মুহূর্ত্তে রোগমুক্তি চাই,
এ কি নয় দুরাশা আমার ॥
চুপ কৈরে ঘরে থাক, হৃদে হরি বেঁধে রাখ,
তর্কেতে না মিলে দয়াময়।
ধুমরূপ পাপ নাশ, ক্রমে রিপু কর বশ,
তবে বশ হবে রসময় ॥
অব্যক্ত নিরাকার, নির্গুণ নির্ব্বিকার,
যিনি বটে নিত্য নিরঞ্জন।

তাঁর নিরূপণ করা, বামন হয়ে চাঁদ ধরা,
উভয়টীই উন্মাদ লক্ষণ ॥
প্রাণপতি আত্মারাম, কভু না হতেন বাম,
প্রেমজালে জড়াতেম যদি।
ছয় ঘরে ছয় পালঙ্ক, বসায়ে করিতাম রঙ্গ,
হেলাতে ভুলিত গুণনিধি ॥
ছয়টী ঘর অতিক্রমি, সহস্রারে রাখি স্বামী,
যদি আমি করিতাম বিহার।
পতি রঙ্গে মজিতাম, পতি সঙ্গে মিশিতাম,
আসিতে না হতো পুনর্ব্বার ॥
চোর ছিল সাধু বেশে না চিনিলাম বয়স দোষে,
না করিলাম গুণের বিচার।
রজ্জু ভেবে ভুজঙ্গিণী, কোলে কর্‌লেম অভাগিনী,
বিষে দহে হৃদয় আমার ॥
মন মাঝি মহাশয়, দাঁড়িরূপে রিপু ছয়,
সঙ্গেতে প্রবৃত্তি সর্ব্বনাশী।
শুনহে নিবৃত্তি ধনি! না শুনে তোর হিতবাণী,
অকালে গলাতে পৈল ফাঁসী ॥
হায়রে প্রবৃত্তি মাগি, অভাগারে দিয়ে ফাঁকি,
অভাগিনী পলালি কোথায়।
সম্পদেতে সঙ্গী ছিলি, বিপদেতে ফেলে গেলি,
ডুবাইলি বেবাম দরিয়ায় ॥

চোর অষ্টাদশ জন, পাপে কৈলা নিমগন,
সপ্তদশে সূক্ষ্ম দেহ ধরি।
এক চোর স্থূলকায়, পলাতে নারিল তায়,
ধরা গেল বিপাকেতে পড়ি॥
আমার আমার করি, বাহুনাড়া বাহাদুরী,
এখন সে আমিত্ব কোথায়।
দোশালা দোতালা বাড়ী, কেহ যদি নেয় কাড়ি,
ভ্রুক্ষেপ না কর কেন তায়॥
দিয়ে আভরণ নানা, রেখেছিলে বারাঙ্গনা,
সে খঞ্জনা নয়না কোথায়।
জঠর যন্ত্রণাকালে, কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে,
ভুলিলে কি মোহিনী মায়ায়॥
কুলবধূ পর নারী, দেখিতে যে উঁকি মারি,
নিজ নারী দেখ না নয়নে।
সাজ সজ্জা সিঁথি মাথে, সিঁদুরের বিন্দু তাতে,
নয়ন মুদিয়া রৈলে কেনে॥
চোর যদি ধরা পড়ে, উত্তর করিতে নারে,
লাজে যেন হয় ম্রিয়মাণ।
লাথি গুতা মারে যত, সহ্য করে অবিরত,
তুমিও সে চোরের সমান॥
চোরের দুর্গতি হেরি আমি চোরা ভয়ে মরি,
আমি চোর, চোরের সর্দ্দার।

কি করিব কোথা যাই, কোথা গেলে শান্তি পাই,
শান্তি দেও করুণা আধার ॥
ভাই বন্ধু পরিবারে, কষিয়া বাঁধিল চোরে,
মুখে দিল জ্বলন্ত অনল।
বাঁশের বিষম দণ্ড, দেহ করে খণ্ড খণ্ড,
কাজের উচিত প্রতিফল ॥
কোথা গেল ঘোড়াগাড়ী, কোথা গেল বাবুগিরি,
কোথা গেল দোতালা এখন।
কোথা গেল বারাঙ্গনা, কোথা গেল ফুল বিছানা,
চিতানল গর্জ্জে ঘনে ঘন ॥
শ্মশান শয্যার বাঁশ, ফুটে যবে ঠুঁস ঠাঁস,
আনন্দেতে হরিধ্বনি বোল।
সপ্তকাষ্ঠ দিয়া ভাই, ফিরিয়া দেখিতে নাই,
ঘরে চল হরি হরি বোল ॥
তোমাকে জ্বালাইয়া তথা, মুখে দিল নিমপাতা,
লৌহদণ্ড চিবাইল দাঁতে।
নিমেতে নীরোগী হল, লৌহে মৃত্যু এড়াইল,
রাক্ষসীর মায়া এ জগতে ॥
হায় বন্ধু গেলা চলি, সব অন্তরঙ্গ মিলি,
অনলে জ্বালা'ল এই দেহ।
এমন বঁধুয়া যার, ঝাঁড়ু মার শতবার,
মিছা পীরিত না করিও কেহ ॥

মরিব অনলে কিবা, খাইবে কুকুরে শিবা,
মরি জলে কিবা হলাহল।
কোথায় পঞ্চত্ব পাই, কিছুই ত জানা নাই,
ভগবান জানেন কেবল॥
যে ক্ষণে জরায়ু কোষে, শুক্র ডিম্ব সহ মিশে,
পঞ্চভূতের বিকৃতি যখন।
শুভাশুভ যত যার, পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসার,
সময়ে বিকাশে ক্রমে ক্রম॥
(যেন) অষ্টমাস গর্ভকালে ভ্রূণটী পূর্ণিত চুলে,
অন্য কেশ লেশ না জন্ময়।
ষোড়শ হইলে গত, ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত,
দাঁড়ি গোপ ক্রমে সমুদয়॥
জন্মার্জ্জিত কর্ম্মমতে, জীব জন্ম জরায়ুতে,
প্রকৃতিতে করয়ে পোষণ।
রোগ, শোক, ভোগ যত, সমস্ত প্রকৃতি গত,
অন্যথা না হয় কদাচন॥
মাতৃ পিতৃ গুণাগুণ, গর্ভকোষে লবে ভ্রূণ,
স্থূল কৃশ শুক্র বলাবল।
দীর্ঘ আয়ু লাভ করা, কিবা জন্ম মাত্রে মরা,
ডিম্ব শুক্র পক্কাপক্ক ফল॥
আমের মুকুল হ'লে কীট জন্মে সেইকালে,
পক্ক হ'লে আপনি প্রকাশে।

সুখ দুঃখ যার যত, জরায়ুতে সমুদ্ভুত,
প্রকাশিত হয় কাল বশে ॥
পঞ্চভূত সংযোগেতে, জীব জন্ম জরায়ুতে,
হয় তাতে আত্মা সম্মিলন।
পঞ্চভূত হ'তে যবে, একগুণ ক্ষয় হ'বে,
তারি নাম পঞ্চত্ব মরণ ॥
যেইরূপ কুম্ভকারে, কুম্ভাদি প্রস্তুত করে,
অনলে দাহন করার পর।
শত চেষ্টা কর সবে, সকলি বিফল হ'বে,
করিতে নারিবে রূপান্তর ॥
কতই করেছি পাপ, ক্ষেমেশের অনুতাপ,
হৃদে বিঁধে শেলের মতন।
করহ সুমতি দান, ওহে হরি ভগবান,
অন্তিমে দে শান্তি নিকেতন ॥
মমপতি রসময়, সর্ব্বঘটে বিরাজয়,
দয়াময় শ্রীনাম যাঁহার।
কুলেতে দিলাম কালি, না চিনিলাম বনমালী,
কোথা কুল এই কুলটার ॥

রাজভক্তি।

মোদের পঞ্চম জর্জ্জ রাজরাজেশ্বর।
যার রাজ্যে অস্তমিত নয় দিবাকর॥
ধীরতা বীরতা পূর্ণ দয়ার আধার।
প্রজা-রঞ্জনেতে যেন রাম অবতার॥
শত দোষে মুক্ত হয় আইনের বিধান।
নির্দ্দোষী কখন যেন শাস্তি নাহি পান॥
গুরুতর দণ্ড যদি দিতে হয় কারে।
পঞ্চজুরি যোগে দণ্ড সেসন বিচারে॥
নিজে বাদী হইয়ে বাদ আপনি হারে।
আপনি ভোগেন দণ্ড আপন বিচারে॥
রাজকোষ হইতে বেতন পান যিনি।
নির্ভয়ে হারা'য়া দেন রাজ নৃপমণি॥
ভারত ঈশ্বরী মেরী স্নেহ প্রস্রবণ।
মণি কাঞ্চনেতে হল যুগল মিলন॥
প্রজার দুঃখেতে দুঃখী করুণা আধার।
শুনিয়া ভারত দুঃখ আগমন যার॥
নিজ আজ্ঞা রহিত করে সম্রাট কেশরী।
ভাসাইল ভারতের সুখের লহরী॥
অবিশ্রান্ত পথক্লান্ত দম্পতি যুগল।
মুছিলেন ভারতবাসীর চক্ষু জল॥

এডওয়ার্ড জনক যার গৌরবের মণি।
পিতামহী ভিক্টোরিয়া লক্ষ্মী স্বরূপিনী॥
ইতিহাস উল্লাস গাহিতে যার গীত।
সমগ্র ধরণী জুড়ি গৌরব সঙ্গীত॥
ভারত ঈশ্বরী মেরী বণিতা যাহার।
লক্ষ্মীস্বরূপিনী শিরোমণি মহিলার।
ধন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ যার গবর্ণর।
বৃহস্পতি সমমতি সুমতি প্রহর॥
তপনের তাপে যেন তরুগণ রয়।
সুধাংশুর অংশু পেলে সুবর্দ্ধিত হয়॥
মিণ্টো আর হার্ডিঞ্জ লর্ড গুণবান।
যার গুণে ভারতের আগুণ নির্ব্বাণ॥
কৌশলে বর্ষণ করি শান্তিময় জল।
ঈঙ্গিতে নির্ব্বাণ কৈল অশান্তি অনল॥
ঘর্ষণে অনল বাড়ে তাহে বর্ষে জল।
রাজতত্ত্ব কি মহত্ত্ব কে বুঝিবে বল॥
শুনি নাই দেখি নাই অদ্ভুত এমন।
প্রজা দরশনে হল রাজ আগমন॥
ফুটিল সুখের পদ্ম ভাস্কর সম্রাট।
খুলিল বঙ্গের যত রঙ্গের কপাট॥
ভারতের ভাগ্য শশী গৌরবের দিন।
স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিবে চিরদিন॥

কাতর কণ্ঠেতে ডাকি সবিনয় করি।
স্নেহচক্ষে দেখ তব ভারত ভিখারী॥
অন্ন নাই বস্ত্র নাই সদা হাহাকার।
ভারতের মাত্র রাজভক্তি অলঙ্কার॥
ধন বল মন বল আর বাহু বল।
দুর্ব্বল সম্বল মাত্র নয়নের জল॥
অনন্ত সম্রাটেশ্বর প্রভু ভগবান।
সম্রাট দম্পতি কর সতত কল্যাণ॥

ক্ষেমেশের অনুতাপ।

ক্ষেমেশের কলুষ বুদ্ধি, না হইল চিত্ত শুদ্ধি,
মুহূর্ত্তেক না চিন্তিলাম হরি।
অনন্ত কালের লাগি, চ'লে যায় প্রাণপাখী,
জানিনা কার হইব ভিখারী॥
প্রবাসে যাইতে হ'লে, দাস দাসী সঙ্গে চলে,
পথে জল ফল মূল আশা।
অচিন্ত্য নগরে যাই, চিন্তা কৈরে কুল নাই,
চিন্তমণি কেবল ভরসা॥
যা করেছি উপার্জ্জন, ভবে রবে ভবের ধন,
পাপ পুণ্য সঙ্গিমাত্র জানি।

পুণ্য ঘরে শূন্য ভাই, পাপের ত অন্ত নাই,
ভাবিয়া না পাই কুল আমি ॥
ক'রেছি নূতন বাড়ী, সম্মুখেতে দেহুড়ি,
দীঘির করিব পঙ্কোদ্ধার।
ক্রমে দন্ত হয় লোপ, সাদা হয় দাঁড়ি গোপ,
সংসার আসক্তি এবে ছাড় ॥
কত সুখ দেখে পোলা, ধানেতে পুরা'ব গোলা
গাইয়ের দুধ, খাইয়ের মাছ খাব।
বাঁশ—মঞ্চ সাজাইবে, হরিধ্বনি দিয়া নিবে,
দণ্ডি বেশে শ্মশানেতে যাব ॥
সপ্তকাষ্ঠ দিয়ে ভাই, ফিরিয়া দেখিতে নাই,
পিছে দিবে গোবরের ছটা।
যবে ছাই দেওয়া যায়, কাঁটা দিবে দরজায়,
তখন জানিবে বন্ধু কটা ॥
তালা ভাঙ্গি মাল অংশ, করিবেন জ্ঞাতি বংশ,
নারীর দুঃখ নিরামিষ খাবে।
মৎস্য দেখিয়া কার, জল ঝরে রসনার,
কতদিনে অশৌচখানি যাবে ॥
দায়ভাগ ব্যবস্থা আনি, করিবেক টানাটানি,
ক্রিয়া কার্য্য দূর করি ফেল।
হাতে কড়ি না থাকিলে, জায়গা দিলে টাকা মিলে,
শীঘ্র শীঘ্র উকিল বাড়ী চল ॥

কৈরে ফেল এন্তেকালী, পরে যা করেন কালী,
ছ'মাসেও ক্রিয়া করা যায়।
তাতে যদি নহে ভাই, তবে তার ভাগ্য নাই,
আমাদের কিবা দোষ তায় ॥
গেলে উকিলের কাছে. যন্ত্রণার কি অন্ত আছে,
ডিক্রী যেন দেন হাতে হাতে।
বৈভব ভাবেতে মত্ত, কে করে আমার তত্ত্ব,
প্রেত-আত্মা উদ্ধার কি মতে ॥
(যদি) মরি শীত-রাত্রি-শেষে, দুঃখের কি অন্ত আছে,
দাহকারী মুখে পাড়ে গালি।
শুনরে পাপিষ্ঠ মন, চিন্‌লে কিহে বন্ধু কন,
কেবল বন্ধু হরি বনমালী ॥
পরমে পরম যায়, জীবাত্মার কি উপায়,
আছে ষড় রিপুর জড়ানে।
ফাটকে আটক হায়, পুত্র পিণ্ড প্রত্যাশায়,
বেদ বিধি ক্রিয়া আচরণে ॥
হেন ক্রিয়া করে মাটী, কেহ চাহে দধি খাঁটি,
সমাজেতে আঁটা আঁটি কেহ।
কেহ বিপ্রে করে মানা, কেহ করে জরিমানা,
কে না জানে এ নশ্বর দেহ ॥
যেইরূপ কাজে রত, ফল পাবে সেইমত,
ফনোগ্রাফ বাজাটী যেমন।

সুকাজ করিলে ভবে, অন্তকালে শান্তি পাবে,
ছায়া দিবে ছাতার মতন ॥
ওহে মন কথা ধর, শুভ কাজ শীঘ্র কর,
পরে হ'বে না করিবে আশা।
নাকে যে নিশ্বাস ছাড়, পুনঃ যে টানিতে পার,
তাহার কি আছে গো ভরসা ॥
শত্রু প্রতি হিংসা শোধ, দেও যদি যুক্তি বোধ,
দেহ খানা দেখ একবার।
পঞ্চামৃতে পুষিয়াছি, তুষিতে মন ডুবিয়াছি,
তাতে কেন রোগের সঞ্চার ॥
দেহেতে আছয়ে আত্মা, দেখ কেমন সে মহাত্মা,
যবে কালে কেশ আকর্ষণ।
কোথায় জীবাত্মা যায়, কোথা থাকে স্থূল কায়,
পরমাত্মা করে পলায়ন ॥
যে ঘনিষ্ঠ পোষা পাখী, বিপদেতে দিল ফাঁকি,
অন্যে কিবা দোষ দিব ভাই।
শত্রু মিত্র সমজ্ঞান, কেবল বন্ধু ভগবান,
অন্তিমেতে অন্য লক্ষ্য নাই ॥
জীব পরমাত্মা সনে, মিশাই তা যোগাসনে,
পোষ মেনে না পলাইতো কোথা।
প্রেম মজা পাইল না, তাই পাখী রহিল না,
উড়ে'গেল আরাকাটা তোতা ॥

পাখীটী উড়িয়া গেছে, যথায় বঁধুয়া আছে,
সহস্রারে পিঞ্জরা যাহার।
শিবেরে জাগা'ল যিনি, জাগাইল কুণ্ডলিনী,
দোহে কেলি করে একাধার॥
আশু সুখে মত্ত হ'লি, পরের কথা না ভাবিলি,
এখন মনে ভয় হয় কত।
সময় বড় দেরী নাই, মান মুখে দেও ছাই,
ফেলে দিবে কুর্ত্তা মরা মত॥
ছয় পিঁজরা পরিহরি, যে পাখী যায় ঊর্দ্ধে উড়ি,
সে পাখী কি পোষ না মেনে পারে।
পেয়ে গেছে তত্ত্বজ্ঞান, পেয়ে গেছে নির্ব্বাণ,
মিশে গেছে কৃষ্ণ কলেবরে॥
(আমার) মন পাখীটি চোরা গাই, মান অপমান বিচার নাই,
নূতন ঘাস দেখলে বাড়ায় গলা।
কভু পিঠে লাঠি মারে, কভু নে খোঁয়ার ঘরে,
কখন কখন খায় কাণ মলা॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুটি, আমি দোহার পতি বটি,
প্রবৃত্তিকে শিরে দিলাম স্থান।
যখন যা আজ্ঞা করে, মানি আমি করযোড়ে,
নিবৃত্তিকে করি অপমান॥
নিবৃত্তিটি সাধ্যা সতী, নাই মুখে হাস্য অতি,
কিন্তু পরিণাম শুভকারী।

সাজ সজ্জা ধরেনা, মিছা পীরিত করে না,
তাই তারে পদাঘাত করি ॥
প্রবৃত্তির হ'য়ে বশ, করিলাম কত রস,
দদ্রু রোগের চুলকানি যেমন।
নিবৃত্তির উপদেশ, শুনতে নাই সুখের লেশ,
কিন্তু অন্তে শান্তি নিকেতন ॥
শুনহে নিবৃত্তি সতী, যদি পে'তে সাধু পতি,
মণি কাঞ্চনেতে হ'তো যোগ।
আমি নিরক্ষর চাষা, মহাপাপী কর্ম্মনাশা,
তাহা তোমার অদৃষ্টের ভোগ ॥
শত্রু যারে মনে করি, যার ডরে ডাকি হরি,
সেই হরি কাণ্ডারী হইবে।
আপনা যাহাকে বলে, ডুবাবে জলধি জলে,
অনুতাপে হৃদয় দহিবে ॥
নূতন ঘর নূতন বাড়ী, খোলা হাওয়ার বাহাদুরী,
অহঙ্কারে উড়াই সুখের ধ্বজা।
সম্মুখেতে দ্বারপাল, দাঁড়া'য়ে রয়েছে কাল,
তখন বুঝিবে তার মজা ॥
ষড় রিপু তাড়নায়, ডুবাইল মন আমায়,
হায়! হায়! কি উপায় করি।
যা হ'বার হয়েছে, এখনো সময় আছে,
হৃদয় খুলিয়া ডাক হরি ॥

ষড়রিপুর জ্যেষ্ঠ ভাই, যার হাতে রক্ষা নাই,
মুনি কিবা দেবতা সকল।
মহা যোগেশ্বর হর, যার বাণে জড়সড়,
তাঁর দয়া প্রার্থনা কেবল॥
সময় থাকিতে মন ডাক হৃদয়ের ধন
যেন মন হরি ধনে মজে।
যদিবা না ডাক ভাই, মৃত্যুকালে মুক্তি নাই,
গরু যেন অমর দারু খোঁজে॥
হৃদে যদি নাহি হরি, মুখে যেন হরি! হরি!
সেই হরির নাহি বাহাদুরী।
(যেমন) তোতা হরি নাম করে, যদি বা বিড়ালে ধরে,
মৃত্যু হয় কেঁ কেঁ করি॥

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধি পত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
প্রসাদে	প্রমাদে	৪	২
মক্তকেশী	মুক্তকেশী	,,	১৪
গেল	পেল	১৫	১০
মাতৃমাম	মাতৃনাম	৪২	১০
সরাম	সরমে	৬৪	২০
সভ্য	সত্য	৬৮	১৬
শঞ্চম	পঞ্চম	৯০	১৭
মিনি	যিনি	১০৭	১৪
গরু	গেরু	১০৮	১৭
পোনালী	সোণালী	১১২	১০
পোলাপ	গোলাপ	,,	,,
বুঝেহে	বুঝেছে	,,	১৯
ভাল	ভান	১২৩	৮
নিধনের	নির্ধনের	,,	১২
থানা	খানা	,,	১৬
এক	একা	১২৪	১৪
মধুর	বঁধুর	১২৫	১৫
আসন	আসল	১৩৮	১৩
পাষাণে	পাছনে	১৪০	১৬